উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৪,৭৬৪.২৩ (-৮১৩.৩৫)
নিফটি : ২৩,৪৩১.৫০ (-২০৩.৬০)

কাশ্মীরি পণ্ডিতদের হুমকি লস্করের ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩৪° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন	৩৪° সর্বোচ্চ	২৭° সর্বনিম্ন	৩৫° সর্বোচ্চ	২৭° সর্বনিম্ন	৩৪° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন

আবার ডাকছে হিমালয়
ঘুরে দাঁড়াতে চায় নেপাল ৮

শিলিগুড়ি ২৩ ভাদ্র ১৪৩৩ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 10 September 2026 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 114

GOVERNMENT OF INDIA
BRICS INDIA 2026
BUILDING FOR RESILIENCE, INNOVATION, COOPERATION AND SUSTAINABILITY
BRICS SUMMIT
12 - 13 September 2026 New Delhi, India
Emerging Economies
Emerging Possibilities
CBC 14129/13/0021/2627

যন্ত্রণার নাম ভূতনি

একফালি বাঁধে গুটিয়ে জীবন

নদী গিলছে সব। একটু একটু করে। প্রতিবারই গেলে। আর প্রতিবারই ওঁরা ঘরছাড়া হন। জল নামে। ঘর কি আর থাকে! পৃথিবীটা ক্রমশ ছোট হয়ে আসে। কিন্তু ওঁদের যন্ত্রণা কেউ বোঝে না। অত দরদই বা কার আছে!

কল্লোল মজুমদার ও আজাদ

মালদা ও মানিকচক, ৯ সেপ্টেম্বর : আকাশ থেকে ভূতনিকে দেখলে প্রথমে বোঝাই যায় না, এখানে একসময় মানুষের বসতি ছিল। যত দূর চোখ যায়, শুধু জল। ঘোলা, থমথমে। কোথাও গাছের মাথা জেগে আছে, কোথাও জলের ভিতর থেকে উঁকি দিচ্ছে ঘরের চাল। কোথাও আবার বিস্তীর্ণ মাঠ। আর বসতির চিহ্নটুকুও নেই। জল যেন সবকিছুকে একরঙে চুবিয়ে দিয়েছে।

তারই মধ্যে দিয়ে চলে গিয়েছে সরু একটি উঁচু রেখা। বাঁধ। আকাশ থেকে দেখলে সেটিকে বাঁধের চেয়ে বরং কোনও সরু দ্বীপ বলেই মনে হয়। বিশাল জলরাশির মধ্যে একফালি শুকনো মাটি। আর সেই একফালি মাটির উপর গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ছোট ছোট ছাউনি। কালো, নীল, মলিন ত্রিপল। কোথাও খড়ের ছাউনি। কোথাও বাঁশের কাঠামো। একেকটি ত্রিপলের নীচে একেকটি পরিবার। কোথাও বাঁচিয়ে আনা হাঁড়ি-পাতিল। কোথাও কাপড়ের পুঁটলি। কোথাও কয়েকটি বাঁশ, একটু খড় আর মাটির উপর পাতা চট। বাড়ি থেকে যা কিছু তুলে আনা সম্ভব হয়েছে, সেটুকুই এখন সংসারের সম্বল।

ক্ষুধার রাজ্যে... ফাঁকা হাঁড়িতে নজর খুদের। ছবি : কল্লোল মজুমদার

আকাশ থেকে দেখলে এই দৃশ্যটা বড়ই নির্মম। একটু নীচে নামলে ছবিটা আরও স্পষ্ট হয়। বাঁধের উপর সরু পথ। দু'পাশে অস্থায়ী ঘর। কোথাও ত্রিপলের গায়ে বৃষ্টির ফোঁটার দাগ। কোথাও খড়ের বেড়া বাতাসে নড়ছে। আশ্রয়ের সামনে রাখা রয়েছে সংসারের সামান্য জিনিসপত্র। কোনও পরিবারের কাছে একটি হাঁড়িই হয়তো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। কোনও পরিবারের কাছে কয়েকটি কম্বল। কারও কাছে দুটো শুকনো কাপড়। ঘর হারানোর পর মানুষের সম্পত্তির সংজ্ঞাটাও ছোট হয়ে যায়। যা নিয়ে বাঁচা যায়, সেটুকুই সম্পদ।

ভূতনিতে বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাতে দক্ষিণ চণ্ডীপুরের বাঁধ কাটা হয়েছিল মঙ্গলবার। সেই অংশ দিয়ে হুহু করে ভূতনির সংরক্ষিত এলাকার জল বেরোচ্ছে ফুলহরের দিকে। জলের প্রচণ্ড স্রোতে ১০ মিটারের কাটা অংশ এখন প্রায় ১০০ মিটার চওড়া। সেই ১০০ মিটার চওড়া ফাঁক দিয়ে জল বেরোলেও সেভাবে কোনও উন্নতি হচ্ছে না পরিস্থিতির। জল-যন্ত্রণা থেকে এক্ষুনি অব্যাহতি পাচ্ছেন না ভূতনির বাসিন্দারা।

এরপর দশের পাতায়

বৃদ্ধকে বেঁধে খুনের চেষ্টা দুই তরুণীর

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৯ সেপ্টেম্বর : ভাড়া ঘরের খোঁজে বাড়িতে ঢোকে রহস্যময়ী দুই তরুণী। ঢুকেই বাড়িওয়ালা বৃদ্ধকে একা পেয়ে তাঁকে ওড়না দিয়ে বেঁধে খুনের চেষ্টা চলে। ভরসন্ধ্যার এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে অরবিন্দপল্লি এলাকায়। আক্রান্ত বাড়ির মালিকের দুই হাতে ধারালো অস্ত্রের একাধিক আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। রামরতন ধর (৮৫) নামে ওই বৃদ্ধের অভিযোগ, 'ওরা আমার হাত ও পা ওড়না দিয়ে বেঁধে মেরে ফেলার চেষ্টা করছিল। গলায় আঘাত করে আমাকে প্রাণে মেরে ফেলার পরিকল্পনা ছিল ওদের। কোনওভাবে ওড়না সরিয়ে মুখ বের করে চিৎকার করি, নইলে ওরা মেরেই ফেলত।'

বৃদ্ধের চিৎকার শুনে নীচতলার ভাড়াটেরা ছুটে এলে দুই তরুণী চম্পট দেয়। তাদের পাকড়াও করা সম্ভব হয়নি। ওই তরুণীরা কারা এবং তাদের উদ্দেশ্য কী ছিল, তা নিয়ে পুলিশের অন্দরে একাধিক প্রশ্ন দানা বেঁধেছে। বৃদ্ধের পুত্রবধূ চন্দনা ধরের দাবি, 'আমাদের সঙ্গে কারও কোনও শত্রুতা নেই।' পুলিশ ইতিমধ্যেই এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে অভিযুক্তদের চিহ্নিত করার কাজ শুরু করেছে।

অরবিন্দপল্লির বাসিন্দা রামরতন তাঁর পুত্রবধূর সঙ্গে বাড়ির দোতলায় থাকেন। প্রথম তলা ও নীচতলায় কয়েকজন ভাড়াটে থাকেন। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, রামরতনের এক ছেলে থাকলেও কয়েক বছর আগে তাঁর মৃত্যু হয়। বর্তমানে চন্দনাদেবীর ৯ বছরের একটি মেয়ে রয়েছে। সে দাদুর বাড়ি শক্তিগড়ে থাকে। চন্দনাদেবী বলেন, 'শ্বশুরের সঙ্গেই আমি এখানে থাকি। আমাদের এখানে আর দেখার মতো কেউ নেই।'

প্রতিদিনের মতো এদিন সন্ধ্যায় চন্দনাদেবী স্থানীয় একটি মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলেন। বাড়ি ফিরে তিনি এই দৃশ্য দেখতে পান। রামরতনের অভিযোগ, 'দুই তরুণী ওড়নায় মুখ ঢেকে দোতলায় আসে। ঘর বন্ধই ছিল। তারা ঘর দেখার কথা বললে আমি দরজা খুলি। ভেতরে ঢুকে পেছনে ঘুরতেই ওড়না দিয়ে আমার মুখ বেঁধে ফেলে এবং হাতে আঘাত করতে থাকে।'

মুখ বাঁধা থাকায় প্রথমে চিৎকার করতে না পারলেও বৃদ্ধ শুনতে পান তরুণীরা তাঁকে প্রাণে মেরে ফেলার আলোচনা করছে।

এরপর দশের পাতায়

SUBHAM HOSPITAL
বুকে ব্যথা? হার্টের সমস্যা নয় তো?
এনজিওগ্রাফি • এনজিওপ্লাস্টি
পেসমেকার প্রতিস্থাপন
98005 22229 / 81700 54106

বৃদ্ধের দুই হাতে আঘাতের চিহ্ন। বুধবার শিলিগুড়ি হাসপাতালে।

শিক্ষককে মেরে এ কোন জাস্টিস...

গৌতম সরকার

প্রশ্ন উঠছে, শিক্ষক নিগ্রহে যুক্তরা কি পড়ুয়া হওয়ার যোগ্য? প্রশ্ন উঠছে, প্রকৃত অর্থে শিক্ষকতা করার কথা আর কেউ ভাববেন কি? স্কুলের ক্যাম্পাসে ফেলে জলপাইগুড়ির এক প্রধান শিক্ষককে মারধরের ঘটনায় নিজেদের দিকে প্রশ্ন তুলছে শিক্ষককুল- আমরা কি সত্যিই মানুষ গড়ার কারিগর? ভুল কি কোথাও হচ্ছে?

স্কুল চত্বরের মধ্যে প্রধান শিক্ষকের উদ্দেশে 'মাংস চোর' বলে গালাগাল দিয়ে পড়ুয়াদের 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' কি শেষপর্যন্ত বিচার শব্দের গুরুত্ব ও তাৎপর্যকেই লঘু করে দিল না? মাস্টারমশাইয়ের মাথা ফাটিয়ে কোন জাস্টিস চাইল ওই পড়ুয়ারা। তাদের অন্যায়ের জাস্টিস কি হবে না? সোশ্যাল মিডিয়া উপচে পড়ছে শিক্ষক ও অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের হতাশা আর আক্ষেপে। সত্যিই কি লেখাপড়া শেখানো যাচ্ছে?

হামলার যে ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়া ও সংবাদমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে, তাতে স্কুলের প্রধান শিক্ষককে মেরেও শরীরী ভাষায় পড়ুয়াদের অনুতপ্ত মনে হয়নি। বরং পুলিশ প্রধান শিক্ষককে উদ্ধার করে

নিয়ে যাওয়ার সময়েও স্কুলড্রেস পরা নাবালক ছাত্রদের আচরণ ছিল যথেষ্ট উগ্র ও আক্রমণাত্মক। এমনকি, ওই স্কুল পড়ুয়াদের কোনও অভিভাবকদের কেউ মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত বলেননি, আমার পরিবারের সন্তান মাস্টারমশাইকে মেরে অন্যায় করেছে।

ফলে শিক্ষকরা সন্ত্রস্ত- অভিভাবকরা সতর্ক না করলে

এরপর দশের পাতায়

এসএফআই সদস্যকে মার এবিভিপি'র

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৯ সেপ্টেম্বর : জলপাইগুড়ি ল' কলেজের পর এবার শিলিগুড়ি কলেজে এসএফআই সদস্যদের মারধর করার অভিযোগ উঠল অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)-এর বিরুদ্ধে। অভিযোগ, এবিভিপি'র বহিরাগত সদস্যরা কলেজে ঢুকে প্রথমে এসএফআই কর্মী এক ছাত্রকে মারধর করে। এরপর কলেজের প্রধান ফটকের বাইরে অপর এক এসএফআই কর্মীকে বাঁশ দিয়ে বেধড়ক মারা হয়। মাথার পিছনে বাঁশের আঘাতে তিনি গুরুতর জখম হন।

বুধবার বিকেলে ঘটনার খবর পেয়ে শিলিগুড়ি থানার আইসি'র নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী কলেজের সামনে পৌঁছায়। পাশাপাশি এলাকায় আধাসেনাও মোতায়েন করা হয়। কলেজের ভেতর যখন এক এসএফআই সদস্যকে বহিরাগতরা মারধর করছিল, সেই সময় নিরাপত্তারক্ষীরা আক্রমণকারীদের সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু কলেজের মূল ফটকের বাইরে মারামারি এবং পুলিশ ও আধাসেনা ঘিরে হুলুস্থুল কাণ্ড ঘটে গেলেও, সে সব কিছুই জানা নেই বলে কলেজে বসেই সাফাই দিয়েছেন অধ্যক্ষ ডঃ সুজিত ঘোষ। তিনি বলেন, 'মারামারির কোনও ঘটনার খবর আমার কাছে নেই। কেউ

শিলিগুড়ি কলেজের গেটে হাতাহাতি দুই ছাত্রগোষ্ঠীর। বুধবার।

আমাকে অভিযোগও জানায়নি।' বিষয়টি নিয়ে রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী তথা শিলিগুড়ি কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি শংকর ঘোষ বলেন, 'মারামারির বিষয়টি জানা নেই, খোঁজ নিয়ে দেখছি। কলেজে রাজনীতি নিয়ে রাজ্য সরকারের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও আসেনি। তবে ছাত্র সংঘর্ষ কোনওভাবেই কাম্য নয়। কলেজে বহিরাগতদের কোনও স্থান নেই।'

এর আগেও শিলিগুড়ি কলেজে হেল্প ডেস্ক বসানো নিয়ে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ও এসএফআই সদস্যদের ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছিল এবিভিপি'র বিরুদ্ধে। শিলিগুড়ি কলেজের এসএফআই ইউনিটের সভাপতি মিশুক রায়চৌধুরীকে এদিন প্রথমে আক্রমণ করা হয়।

এরপর দশের পাতায়

নিঃশব্দে ইতিহাস লিখছে পলাশবাড়ি

প্রান্তিক গ্রাম পলাশবাড়ির কিশোর-কিশোরীদের বুকভরা স্বপ্ন ছুঁয়ে ফেলছে কলকাতার ময়দান। হাতে কাঠের স্টিক, চোখে অচেনা আকাশ জয়ের জেদ। আজ দ্বিতীয় পর্ব।

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ৯ সেপ্টেম্বর : 'আমি তো পৃথিবীর আলো দেখিনি। মেয়ে যদি কোনওদিন সাফল্য অর্জন করে, সেদিন হয়তো নিজের অন্তর্দৃষ্টি দিয়েই তা অনুভব করতে পারব।'

দৃষ্টিহীন দিনমজুর গৌতম বর্মনের গলায় যখন এই কথাগুলো ঝরে পড়ে, তখন বোঝা যায় পলাশবাড়ির হকির লড়াইটা শুধু কোনও খেলাধুলোর গল্প নয়; এ আসলে বেঁচে থাকার এক নিবিড় মানবিক সংগ্রাম।

দশম শ্রেণির দীপালি প্রতিদিন যখন মাঠে হকি স্টিক হাতে নেমে

পড়ে, তখন তার জুতোর প্রতিটি পদক্ষেপে মিশে থাকে বাবার ধারদেনা করে জোগাড় করে দেওয়া জুতো আর কাঠের স্টিকটির ঋণ। দারিদ্র্যের অন্ধকারকে চিরে আলোর সন্ধান করা দীপালির একার গল্প নয়; পলাশবাড়ির এমন একশো কিশোর-কিশোরীর চোখে এখন একটাই স্বপ্ন— হকি।

অথচ এই স্বপ্নের পথটা মোটেই মসৃণ নয়, পদে পদে কাঁটায় ঘেরা। আধুনিক রাজ্য বা জাতীয় স্তরের হকি খেলা হয় মসৃণ ও দ্রুতগতির 'অ্যাস্ট্রোটার্ফ'-এ। কিন্তু পলাশবাড়ি তো দূরের কথা, গোটা উত্তরবঙ্গেই এমন কৃত্রিম মাঠ নেই। পুরো রাজ্যে হাতেগোনা তিনটি টার্ফ রয়েছে কেবল কলকাতাতেই। ফলে আলিপুরদুয়ারের প্রত্যন্ত এই জনপদের ছেলেমেয়েদের অনুশীলন সারতে হয় শিলবাড়িহাট হাইস্কুল কিংবা যুব সংঘের অসমতল ঘাসের মাঠে। একটু বৃষ্টি হলেই যে মাঠ ভেসে যায় জল আর কাদায়।

আলিপুরদুয়ার জেলা হকি অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক জীবন সরকারের কথায়, 'ঘাসের মাঠে অনুশীলন করে অভ্যস্ত এই

এরপর দশের পাতায়

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Tender Notice

The Executive Engineer, Siliguri Division, Housing Dte., Siliguri has invited open tender against e-N.I.T. No. 05 of 2026-27 Tender ID: 2026_HSD_1041150_1 for Construction of new 276 metre boundary wall with barbed wire fencing throughout the boundary wall at Dabgram Fulbari, Mouza Binnaguri, L.R. Plot Nos. 4, 5 and 6, Sheet No. 11. Sd/- Executive Engineer, Siliguri Division, Housing Dte.
ICA-T17433(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

Assistant Engineer, P.W.D., Mathabhanga Sub-Division, Cooch Behar invites online e-tender. e-NIT No. WBPWD/AE/MTB/SD/NIT_09/26_27, Tender ID : i) 2026_WBPWD_5022622_1, ii) 2026_WBPWD_5022622_2. Bid Submission start date (online): 09.09.2026 from 10.00 Hrs. Bid Submission closing date (online): 16.09.2026 upto 16.00 Hrs. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may downloaded from: http://wbtenders.gov.in Sd/- Assistant Engineer (PWD), Mathabhanga Sub-Division, Cooch Behar ICA-T17445(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
WEST BENGAL HOUSING BOARD
ABRIDGE NOTICE

Tender in Two enveloped system in prescribed form of West Bengal Housing Board as given in web site of W.B.H.B. and https://wbtenders.gov.in are invited by the Deputy Director (EW)-II of WBHB for Name Of Work "Outsourcing of Consultancy Services for Comprehensive Consultancy for development of layout for plots of different categories with associated infrastructural facilities at the 7.05 acres land of WBHB at Siliguri Satellite Township Project Jalpaiguri." NIeQ No :- WBHB/DD(EW)-II/NIeQ-14/2026-27 & Tender ID 2026_WBHB_1041225_1. Last Date of closing bid submission 25.09.2026 At 02.00 PM. All particulars and any information & Corrigendum if any, will be published in E-Tendering Website i.e. https://wbtender.gov.in website only.
ICA-T17437(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE

Online PERCENTAGE rate tender is invited vide NIT no. 10 of 2026-2027 of Sr. SE/NHC for the work of Vikahar Amtolighat Road from 0.00 Km to 3.50 Km. and 4.00 Km to 4.18 Km. Surfacing work under Dakshin Dinajpur Highway Division in the District of Dakshin Dinajpur, Project Id: PD2627526255000, Rs. 3,70,73,944.00. (Tender ID: 2026_WBPWD_5022987_1). Last date of bid submission of NIT is 07.10.2026 up to 1.00 P.M. Intending bidders are requested to visit the website: https://tenders.gov.in and this office notice board. Sd/- (SANJEEV KUMAR MEHTA) Sr. Superintending Engineer, Northern Highway Circle, P.W.(Roads) Directorate ICA-T17477(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

Assistant Engineer, Mal Highway Sub-Division, P.W. (Roads) Directorate invites online e tender for the following works: NIeT-12 of 2026-27 of AE/MHSD [Sl No. 1 - 2] 1. Upper Chengmari Nepali Line to Bhutan Border Road from Ch. 0.00 kmp to Ch. 1.20 km, emergency patch maintenance work in different stretches under Jalpaiguri Highway Division in the District of JalpaiguriRs. 4,86,684.00 2. Construction of Bituminous Rumble Strip & Road Safety work in front of Jyotirmoy Public School at Ch.5.24 Km of Odlabari Kranti road under Jalpaiguri Highway Division in the district of Jalpaiguri. Rs. 4,36,679.00 NIeT-12 of 2026-2027 of AE/MHSD [Tender ID: 2026_WBPWD_5022954_1] 1. Bid submission start date (online):09-09-2026 at 11.00 A.M. 2. Bid submission closing date (online):16-09-2026 at 12.30 P.M. 3.Bid opening date for Technical Evaluation (online):18-09-2026 at 01.00 P.M. Details of N.I.T and Tender documents may be downloaded from: http://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, Mal Highway Sub-Division P.W.(Roads) Dte. ICA-T17489(1)/2026

টাইপ-II ডবল স্টোরি স্টাফ কোয়ার্টারের নির্মাণ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: 54/W-2/APDJ, তারিখঃ 02-09-2026। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং: 15-AP-III-2026। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ পিএসআরওয়াই স্টেশনে জরাজীর্ণ টাইপ-I কোয়ার্টারের স্থানে ৮টি টাইপ-II ডবল স্টোরি স্টাফ কোয়ার্টারের নির্মাণ। টেন্ডার মূল্যঃ ২,২১,১৩,৯২৮.৮৮ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ৪,৪২,৩০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৪-০৯-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টায় এবং খোলা হবে ২৪-০৯-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৪-০৯-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

গ্ল্যু ফ্লিপার রিনিউয়াল কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ৫৯/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ০৩-০৯-২০২৬, নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; টেন্ডার নং ঃ ২২-এপি-II-২০২৬; কাজের নাম ঃ নিউ কোচবিহার-নিউ বক্সাইগাঁও জংশন (ডিএন)-টিএসআর (পি)-১৩.১০০ টিকেএম। টেন্ডার মূল্য: ২,৫০,৪৯,৬১১.৪৫/- টাকা; বায়না মূল্য: ৫,০১,০০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ২৫-০৯-২০২৬ তারিখ ১৫:০০ টায় এবং টেন্ডার খোলা হবে ১৫:৩০ টায়। উপরে উল্লিখিত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৫-০৯-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবা

Government of West Bengal
Office of the District Magistrate, Darjeeling
District Planning Section
NIEQ No. 01/DMS/2026-2027 Dt. 09.09.2026

For the above mentioned NIEQ regarding procurement of Warm Clothings under MLA Quota (2026-2027), the last date for submission of bid is 23.09.2026 upto 16.00 Hrs. For details log in at **tenders.wb.gov.in**

Sd/-
District Magistrate,
Darjeeling

বিভিন্ন ট্রেনে এসএলআর লিজে-এর লাইসেন্স প্রদানের জন্য ই-নিলাম

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অন্তর্গত বিভিন্ন ট্রেনের এসএলআর লিজিং-এর জন্য ই-নিলাম ক্যাটালগ। **বিবরণ ঃ** এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট)। **রেট ইউনিট ঃ** প্রতি ট্রিপ লাইসেন্সিং মাসুল।

নিলাম ক্যাটালগ নং: C-AP-PCL-LEASE

এসইকিউ নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	ট্রিপস/দিন
৪৪/১	১৫৭৬৯-এসএলআর-আর১- এপিডিজে-এমএগুএন-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
৪৪/২	১৫৪৮৩ -এসএলআর-এফ১- এপিডিজে-ডিএলআই -২৬-৩ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
৪৪/৩	১৫৭৬৯ -এসএলআর-এফ২- এপিডিজে-এমএগুএন-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
৪৪/৪	১৩১৪৮-এসএলআর-এফ১- বিএক্সটি-এসডিএএইচ -২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬

নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (প্রতিটি লট) ঃ ১৫-০৯-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা, **নিলাম বন্ধের তারিখ/সময় ঃ** ১৫-০৯-২০২৬ তারিখের ১৬.০০ ঘণ্টা। উপরের নিলাম বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যে ই-নিলাম লিজিং মডিউলের অধীনে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

কাটিহার মণ্ডলে পে এণ্ড ইউজ টয়লেটের জন্যে ই-নিলাম

কাটিহার মণ্ডলে পে এণ্ড ইউজ টয়লেটের জন্যে ই-নিলাম। **রেট ইউনিটঃ** বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। **ট্রিপস/দিনঃ** ১০৯৬।

অকশন ক্যাটালগ সংখ্যা. সি-৫৬-কেআইআর-এআরকিউ-২৬

এসইকিউ সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	বিবরণ
৫৫/১	পিএনইউ-কেআইআর-জেপিজি-টিওআই-২১৪-২৬-২ (পে এণ্ড ইউজ-টয়লেট)	জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে তিন বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে পে এণ্ড ইউজ টয়লেটের ঠিকা প্রদান
৫৫/২	পিএনইউ-কেআইআর-আরজিজে-টিওআই-২১৩- ২৬-১ (পে এণ্ড ইউজ-টয়লেট)	রায়গঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনে তিন বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে পে এণ্ড ইউজ টয়লেটের ঠিকা প্রদান
৫৫/৩	পিএনইউ-কেআইআর-এআরকিউ-টিওআই-২১৯-২৬-১ (পে এণ্ড ইউজ-টয়লেট)	আররিয়া কোর্ট রেলওয়ে স্টেশনে কেবল তিন বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে পে এণ্ড ইউজ টয়লেটের ঠিকা প্রদান
৫৫/৪	পিএনইউ-কেআইআর-কেআইআর-টিওআই-২১২-২৫-১ (পে এণ্ড ইউজ-টয়লেট)	কাটিহার রেলওয়ে স্টেশনে কেবল তিন বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে পে এণ্ড ইউজ টয়লেটের ঠিকা প্রদান

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২২-০৯-২০২৬ তারিখে ১০.০০ ঘন্টায় এবং **বন্ধ হবেঃ** ১১.০০ ঘন্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। লট অনুযায়ী বন্ধ হওয়ার সময় আইআরইপিএসের ই-নিলাম মডিউলে অবলোকন করতে পারবেন।

টোকাঃ বিস্তৃত তথ্যের জন্যে প্রত্যাশিত ডাকবর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট সেল
পূর্ব রেলওয়ে
এন.কে.জি. ভবন, ১২ তলা, ১৪, স্ট্র্যান্ড রোড, কলকাতা-৭০০০০১

CEN নং. ০৮/২০২৪-এর অধীনে ২৯৩১ জন প্রার্থীর শারীরিক সক্ষমতা পরীক্ষা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

সপ্তম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের বেতন কাঠামোর লেভেল ১-এর বিভিন্ন পদের জন্য CEN নং. ০৮/২০২৪-এর অধীনে **শারীরিক সক্ষমতা পরীক্ষার** জন্য সাময়িকভাবে বাছাই করা প্রার্থীদের জানানো হচ্ছে যে, উক্ত শারীরিক সক্ষমতা পরীক্ষাটি **২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখ** পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষার স্থানঃ **রেলওয়ে লক্ষ্মণ সেন আউটডোর স্টেডিয়াম, ব্যারাক কলোনি, পোস্ট-ঝলঝলিয়া, জেলা- মালদা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩২১০২। ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখটি শুধুমাত্র অনুপস্থিত প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত তারিখ হিসেবে নির্ধারিত হয়েছে,** যারা নির্ধারিত তারিখে বৈধ ও অনিবার্য কারণবশত পরীক্ষায় উপস্থিত হতে পারেননি এবং যাদের **উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ অনুমোদন করবেন।**

সকল প্রার্থীকে **রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট সেল, পূর্ব রেলওয়ের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট (www.rrcer.org)** থেকে তাঁদের নিজ নিজ **ই-কল লেটার** সরাসরি ডাউনলোড করতে হবে এবং প্রবেশপত্রে উল্লেখিত **নির্ধারিত তারিখ, শিফ্ট এবং উপস্থিতির সময় অনুযায়ী** পরীক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত হতে হবে। **পরীক্ষার স্থান, তারিখ অথবা পরীক্ষার শিফ্ট পরিবর্তন সংক্রান্ত কোনও অনুরোধ কোনও পরিস্থিতিতেই গ্রহণ করা হবে না।** নিয়োগ প্রক্রিয়া সংক্রান্ত পরবর্তী অফিসিয়াল বিজ্ঞপ্তি, নির্দেশাবলী এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের জন্য সকল প্রার্থীকে **রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট সেল, পূর্ব রেলওয়ের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট নিয়মিতভাবে দেখার জন্য বিশেষভাবে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।**

চেয়ারপার্সন, রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট সেল, কলকাতা
পূর্ব রেলওয়ে

উধনা-মালদা টাউন-উধনা স্পেশাল ট্রেনের অতিরিক্ত স্টপেজ ও সংশোধিত সময়সূচী

যাত্রীদের সুবিধার্থে, ০৯০৩৩/০৯০৩৪ উধনা-মালদা টাউন-উধনা স্পেশাল ট্রেন ব্যারা ও ধরণগাঁও স্টেশনে অতিরিক্ত স্টপেজ প্রদান করবে এবং এই ট্রেনগুলির নন্দুরবার স্টেশনের সময়সূচী সংশোধিত হবে, যার বিবরণ নিম্নরূপঃ

উধনা-মালদা টাউন (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.০৯.২০২৬ থেকে কার্যকর)			০৯০৩৩ ০৯০৩৪ স্টেশন	মালদা টাউন-উধনা (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৩.০৯.২০২৬ থেকে কার্যকর)		
দিন	পৌঁ.	ছা.		পৌঁ.	ছা.	দিন
বৃহস্পতি	–	২৩.০০	উধনা	০১.২০	–	মঙ্গল
	২৩.৪০	২৩.৪২	ব্যারা	২৩.৩০	২৩.৩২	সোম
শুক্র	০১.০০	০১.০৫	নন্দুরবার	২১.৪০	২১.৪৫	
	০২.৫০	০২.৫২	ধরণগাঁও	২০.০৬	২০.০৮	

অন্যান্য সকল নির্দেশাবলী অপরিবর্তিত থাকবে।

উধনা-মালদা টাউন-উধনা স্পেশাল ট্রেনের দুটি ট্রিপ বাতিল

উত্তর মধ্য রেলওয়ের বিনা-বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাঈ ঝাঁসী শাখায় আগাসোদ ও বিনা স্টেশনের মধ্যে তৃতীয় লাইন চালু করার জন্য ১৫.০৯.২০২৬ তারিখ থেকে ১৫.১০.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আগাসোদ স্টেশনে ইয়ার্ড রিমডেলিং কাজের পরিপ্রেক্ষিতে ০৯০৩৩ উধনা-মালদা টাউন স্পেশাল (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৪.০৯.২০২৬ ও ০১.১০.২০২৬) এবং ০৯০৩৪ মালদা টাউন-উধনা স্পেশাল (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৭.০৯.২০২৬ ও ০৪.১০.২০২৬) ট্রেন বাতিল থাকবে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে

কাটিহার মণ্ডলে বৈদ্যুতিক এবং টেলিকাম কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/আরটি১৬_২০২৬কে/৯২০৫ তারিখঃ ০২-০৯-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: **টেন্ডার সংখ্যা. আরটি_২০২৬। কাজের নামঃ** কাটিহার মণ্ডলের নিউ জলপাইগুড়ি স্থিত কাঞ্চনজঙ্ঘা আধিকারিকে বিশ্রাম গৃহে বৈদ্যুতিক এবং টেলিকম কাজ। **টেন্ডার রাশিঃ** ৫৭,৩৭,৮৯৪/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ১,১৪,৮০০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ২৪-০৯-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ** ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/জিএণ্ডপিএইচডি, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE

e-Tenders are invited for the following works Abridged e-N.I.T No.:- WBIW/EE/TCD-I/e-NIT-03/2026-27. **Name of work :** 1. Guarding the Office Premises, Residential premises, Store, Field Hostel, Pump House and all properties lying within the entire Teesta Colony at Haptiagachh under Teesta Canal Sub Division No- III in P.S & Block-Chopra, Dist.- Uttar Dinajpur for 1 (One) year 2026-27. **Amount put to tender ₹1115550/-** 2. Guarding the Teesta Canal Sub-Division No.- IV office campus Chopra, Dauk Barrage premises, Bholagachi under Teesta Canal Sub Division No- IV in P.S & Block- Chopra, Dist.- Uttar Dinajpur for 1 (One) year 2026-27. **Amount put to tender ₹ 2007989/-** Bid submission end date 24.09.2026 & Time up to 11:30 Hrs For further details of N.I.T. please visit e-tendering direct website http://wbtenders.gov.in and departmental website www.wbiwd.gov.in and also in the Office of the Executive Engineer, Teesta Canal Division No-I, Teesta Pally, Islampur, Uttar Dinajpur. Sd/-Executive Engineer, Teesta Canal Division No-I, Islampur, Uttar Dinajpur. ICA-T17383(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD e-QUOTATION NOTICE

Corrigendum Publication of (i) e-NIQ No.: WBPWD/EE/JED/NIQ 19e/Q of 2026-27, Tender Id No.: 2026_WBPWD_5019536_1, Name of work: Annual Maintenance Contract of Entire Electrical Installation work and Operation of 2 nos. Silent DG set by engaging manpower for the site of Jubilee Park Judge's Bungalow and Circuit House Annex Building, Jalpaiguri and (ii) e-NIQ No.: WBPWD/EE/JED/NIQ 20e/Q of 2026-27, Tender Id No.: 2026_WBPWD_5019549_1, Name of work: Annual Maintenance Contract of Entire Electrical Installation work and Operation of 1 no. DG set by engaging manpower for the site of Teesta Bhawan Judge's Bungalow, Jalpaiguri. The last date for submission of tender on 14th September at 12:05 PM. And (iii) e-NIQ No.: WBPWD/EE/JED/NIQ 22e/Q of 2026-27, Tender Id No.: 2026_WBPWD_5021402_1, Name of work: Annual Maintenance Contract of Entire Electrical Installation works and operation of DG sets by engaging manpower for the District Magistrate offices, Jalpaiguri. In the BOQ Contract No: WBPWD/EE/JED/NIQ 11e/Q of 2026-27 which should read as Contract No: WBPWD/EE/JED/NIQ 22e/Q of 2026-27. All details can be seen from the website-https://tenders.wb.gov.in or https://www.wbpwd.gov.in or office of the undersigned during office hours.
ICA-T17496(3)/2026

কাটিহার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: KIR/Engg./41 of 2026, তারিখঃ 31-08-2026। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ টেন্ডার নং. ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ (ক) ডালখোলা-এ ওয়েল্ডিং-এর সিঙ্গেল শট ক্রুসিবুল মেথড এবং কম্প্রেস্ড এয়ার প্রিহিটিং সিস্টেম-এ ব্যবহারের জন্য ৬০কেজি/ ৬০ই১আর ২৬০/৫২ কেজি ৯০ ইউটিএস রেল-এর জন্য এটি ওয়েল্ডিং পোর্সনের উৎপাদন ও সরবরাহ। (খ) রাধিকাপুরে-এ ওয়েল্ডিং-এর সিঙ্গেল শট ক্রুসিবুল মেথড এবং কম্প্রেস্ড এয়ার প্রিহিটিং সিস্টেম-এ ব্যবহারের জন্য ৫২ কেজি ৯০ ইউটিএস রেল-এর জন্য এটি ওয়েল্ডিং পোর্সনের উৎপাদন ও সরবরাহ। (গ) গলগলিয়া-এ ওয়েল্ডিং-এর সিঙ্গেল শট ক্রুসিবুল মেথড এবং কম্প্রেস্ড এয়ার প্রিহিটিং সিস্টেম-এ ব্যবহারের জন্য ৫২ কেজি ৯০ ইউটিএস রেল-এর জন্য এটি ওয়েল্ডিং পোর্সনের উৎপাদন ও সরবরাহ। টেন্ডার মূল্যঃ ৪৩,০৮,৪১১.০৫ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ৮৬,২০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ২৯-০৯-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ২৯-০৯-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৯-০৯-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

কাটিহার মণ্ডলে বিস্তৃত বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. কেআইআর-এন-২০২৬-কে-২৬ তারিখঃ ০৭-০৯-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: **কাজের নামঃ** কাটিহার মণ্ডলের আলুয়াবাড়ি রোড এবং সূর্যকমলের মধ্যে অটো সেকশনের হেতু সিগমা (এলটপ্রো) মেক মাল্টি সেকশন ডিজিটাল এক্সেল কাউন্টারের বিস্তৃত বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা। **টেন্ডার রাশিঃ** ২,৯৫,৩৮,৫৭২/-টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৫,৯০,৮০০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ২৯-০৯-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ** ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ২৯-০৯-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (এসএণ্ডটি), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

e-TENDER NOTICE

Executive Officer, Jalpaiguri Municipality invited e-tender vide N.I.T No:- 1) WBMAD/JM/CH/eNIT-2/2026-27 Memo No. 1525/JM Dated: 08/09/2026 (Tender ID: 2026_MAD_5023030_1), 2) WBMAD/JM/CH/eNIT-3/2026-27 Memo No. 1526/JM Dated: 08/09/2026 (Tender ID: 2026_MAD_5023025_1), 3) WBMAD/JM/CH/eNIT-4/2026-27 Memo No. 1527/JM Dated: 08/09/2026 (Tender ID: 2026_MAD_5023034_1), 4) WBMAD/JM/CH/eNIT-5/2026-27 Memo No. 1528/JM Dated: 08/09/2026 (Tender ID: 2026_MAD_5023036_1), 5) WBMAD/JM/CH/eNIT-6/2026-27 Memo No. 1529/JM Dated: 08/09/2026 (Tender ID: 2026_MAD_5023038_1), 6) WBMAD/JM/CH/eNIT-7/2026-27 Memo No. 1530/JM Dated: 08/09/2026 (Tender ID: 2026_MAD_5023040_1), 7) WBMAD/JM/CH/eNIT-8/2026-27 Memo No. 1531/JM Dated: 08/09/2026 (Tender ID: 2026_MAD_5023041_1), 8) WBMAD/JM/CH/eNIT-9/2026-27 Memo No. 1532/JM Dated: 08/09/2026 (Tender ID: 2026_MAD_5023042_1), 9) WBMAD/JM/CH/eNIT-10/2026-27 Memo No. 1533/JM Dated: 08/09/2026 (Tender ID: 2026_MAD_5023043_1), 10) WBMAD/JM/CH/eNIT-11/2026-27 Memo No. 1534/JM Dated: 08/09/2026 (Tender ID: 2026_MAD_5023044_1), 11) WBMAD/JM/CH/eNIT-12/2026-27 Memo No. 1535/JM Dated: 08/09/2026 (Tender ID: 2026_MAD_5023063_1), 12) WBMAD/JM/CH/eNIT-13/2026-27 Memo No. 1536/JM Dated: 08/09/2026 (Tender ID: 2026_MAD_5023068_1), 13) WBMAD/JM/CH/eNIT-14/2026-27 Memo No. 1537/JM Dated: 08/09/2026 (Tender ID: 2026_MAD_5023074_1), 14) WBMAD/JM/CH/eNIT-15/2026-27 Memo No. 1538/JM Dated: 08/09/2026 (Tender ID: 2026_MAD_5023080_1)
Last date of bidding (On line) dated: - 26/09/2026 at 6.55 P.M. Details of which are available in the web portal www.tenderswb.gov.in & www.jalpaigurimunicipality.org & in the office of the undersigned during the office hours.

Sd/- Executive Officer
Jalpaiguri Municipality

সরবরাহ, স্থাপন, সম্পাদন এবং রক্ষণাবেক্ষণ কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ডিওয়াই.সিইই/সিওএন/এনজেপি/ই/০৯/২০২৬, তারিখ ঃ ০২-০৯-২০২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নং ঃ** ইএলসি-জেএজি-০৫-২৬-২৭-এসআরআরপি; **কাজের নাম ঃ** সিভোক রংপো (এনএল) প্রজেক্টের সাথে সম্পর্কিত দুই বছরের সময়কালের জন্য নিউ জলপাইগুড়ি (ডিআইপি ও স্টেশন), কালীঘাট ও ভবানীপুর/কলকাতা, খেলগাঁও/সিল্লি, গ্যাংটক এবং দার্জিলিং-এ সিই, ডিওয়াই সিই, ডিওয়াই সিএসটিই, ডিওয়াই সিইই, এসআর. এএক্সএ/সিওএন অফিস এবং নিউ জলপাইগুড়িতে সমস্ত কনস্ট্রাকশন এসআর. সাবঅর্ডিনেট অফিস ইত্যাদিতে রেলওয়ে অফিসার্স রেস্ট হাউসেস (কনস্ট্রাকশন ইউনিট) -এর ৪১৫ ভি/২৩০ ভি সিস্টেমের ওয়ারিং সহ ডিজি সেট এবং ১১/০.৪৩৩ কেভি ইলেকট্রিক্যাল সাবস্টেশন (দার্জিলিং ও গ্যাংটক), এইচটি ও এলটি ওএইচ/ইউজি নেটওয়ার্ক, ইনডোর ও আউটডোর ইলেকট্রিক্যাল অ্যাসেটসমূহের সরবরাহ, স্থাপন, কমিশনিং ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং গ্যাংটক ও দার্জিলিং-এ ২টি লিফট (থাইসেন লিফট) -এর বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৮৫,৮৮,২৫৫.৮২/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ১,৭১,৮০০/- টাকা; **টেন্ডার বন্ধের** তারিখ ও সময় ২৪-০৯-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং টেন্ডার খোলার সময় ২৪-০৯-২০২৬ তারিখে ১৫:৩০ টায়। ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য এবং টেন্ডার নথি **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডেপুটি সিইই/সিওএন, নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
নির্মাণ সংস্থা
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৩৭০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৪৪৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৬৮০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৩৭০০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৩৭১০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

Assistant Engineer, Balurghat Sub-Division No.-I, P.W.Dte., invites online e-tender for the following work - Repairing of Canopy in front of District Judge's Ejlash at Balurghat, Dakshin Dinajpur during the year 2026-27 (2nd Call). Estimated Amount: Rs. 1,13,677.00, e-NIT No. 16 of 2026-27, Tender ID : 2026_WBPWD_5022758_1. Bid submission start date (online): 11.09.2026 from 12:30 PM, Bid submission closing date (online): 18.09.2026 upto 12:30 PM. Corrigendum if any will be published in website only. Details of eN.I.T. and tender documents may be downloaded from: http://tenders.wb.gov.in Sd/- Debojyoti Ghosh, Assistant Engineer, Balurghat Sub-Division No.-I, P.W.Dte. ICA-T17450(1)/2026

ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: 53-ENGG-RNY-2026-27। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: ক্রমিক নং. ১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ নিউ বঙ্গাইগাঁও ইয়ার্ড - টার্ণআউটের লিফটিং ও ম্যানুয়াল ডিপ স্ক্রিনিং - ৪৫ সেট। টেন্ডার মূল্যঃ ৩,৩৯,৮৬,৩৮৭.৯৬/- টাকা; বায়নার অর্থঃ ৬,৭৯,৭০০.০০/-টাকা। ই-টেন্ডার ২৫-০৯-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টায় বন্ধ হবে এবং ২৫-০৯-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘন্টায় ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ওয়ার্কস), রঙিয়া কার্যালয়ে খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

DHUPGURI MUNICIPALITY

Road Repairing Works
WBUDMA/DHUPGURI/01/2026-27
2026_MAD_5022883_1
2026_MAD_5022883_2
2026_MAD_5022883_3
2026_MAD_5022883_4
2026_MAD_5022883_5
2026_MAD_5022883_6
2026_MAD_5022883_7
2026_MAD_5022883_8
2026_MAD_5022883_9
2026_MAD_5022883_10
2026_MAD_5022883_11
2026_MAD_5022883_12
2026_MAD_5022883_13
2026_MAD_5022883_14
2026_MAD_5022883_15
2026_MAD_5022883_16
2026_MAD_5022883_17
2026_MAD_5022883_18
2026_MAD_5022883_19
2026_MAD_5022883_20
WBUDMA/DHUPGURI/02/2026-27
2026_MAD_5023047_1
2026_MAD_5023047_2
2026_MAD_5023047_3
2026_MAD_5023047_4
2026_MAD_5023047_5
2026_MAD_5023047_6
2026_MAD_5023047_7
2026_MAD_5023047_8
2026_MAD_5023047_9
2026_MAD_5023047_10
2026_MAD_5023047_11
2026_MAD_5023047_12
2026_MAD_5023047_13
2026_MAD_5023047_14
2026_MAD_5023047_15
2026_MAD_5023047_16
2026_MAD_5023047_17
2026_MAD_5023047_18
2026_MAD_5023047_19
2026_MAD_5023047_20

Last Date of Bid submission - 24.09.2026 at 11.00 AM.
Sd/-
Administrator
Dhupguri Municipality

অ্যাফিডেভিট

I, Anoyarul Hoque, S/o Mainul Hoque, Vill- Salabatpur, P.O. Kumarganj, P.S. Ratua, Dist- Malda, do hereby solemnly affirm and declare that my correct name is Anoyarul Hoque, which is recorded in my Pan and Voter Card, whereas my Aadhaar Card bears the name Anuwar Hoque. I hereby declare that Anoyarul Hoque and Anuwar Hoque are one and the same person from EM Court Chanchal, Malda by affidavit on 08/09/26. (C/123693)

•

আমি Sanjay Haldar, S/o Digendra nath Haldar, গ্রাম- জোড়া কালিস্থান, বালিয়া-নবাবগঞ্জ, থানা+জেলা- মালদা। পিন- 732128 আমার ছেলের জন্ম প্রমাণ পত্রে (যার রেজি নং B-2019 : 19-90030-0175 17, Dt 23/09/2019) ছেলের নাম ভুল থাকায় গত 02/09/26 তারিখে মালদা ১ম শ্রেণী J.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে ছেলের নাম Ridhi Haldar থেকে Riddhi Haldar করা হইল। যা উভয়ই নাম এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (C/123695)

•

আমার কন্যা Rupa Sarkar-এর জন্ম শংসাপত্র Regn. No. 253, Regn তাং 22-12-2006 আমার নাম Khoshi Mohan Sarkar নথিবদ্ধ হয়েছে। গত 27.08.2026, J.M. 3rd Court, সদর কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা Khushimohan Sarkar এবং Khoshi Mohan Sarkar এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার কন্যার জন্ম শংসাপত্রে আমার সঠিক পুরো নাম Khushimohan Sarkar প্রতিষ্ঠা করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। গ্রাম ও পো: কালজানী, থানা : পুণ্ডিবাড়ী, জেলা : কোচবিহার। (C/122680)

কর্মখালি

উত্তরবঙ্গে বর্তমান পেশাকে বজায় রেখে, নিজ এলাকায় পরামর্শমূলক কাজে পুঃ/মহিলা চাই। M -9733170439. (K)

•

চা ফ্যাক্টরির জন্য গার্ড ও সুপারভাইজার চাই। বেতন 14,000/-, ডাইরেক্ট জয়েনিং। M : 93327 30160, 76026 16901. (C/123539)

অ্যাফিডেভিট

শিলিগুড়ি নোটারী অ্যাফিডেভিট দ্বারা 08-09-26 তারিখে Santosh Kr Sah ও Santosh Sha দুজনে একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হল। (C/113897)

•

D.L. No - WB71 2003 0903589 আমার ও বাবার নাম ভুল থাকায় 7/9/26 জলপাইগুড়ি E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে, Ajay Bag ও Ajay Kansari এবং Surya Bag ও S. Kansari এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (C/123144)

•

D.L. No- WB-7120140886151- আমার বাবার নাম ভুল থাকায় গত 17/7/26 জলপাইগুড়ি E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Uttam Kumar Singh এবং U. Singh এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (C/123145)

•

আমি Rabi Ghosh- আমার কন্যার (Rishita Ghosh) - আধার কার্ডে (276618383645) Rishta Ghosh থাকায় গত ইংরাজি 3/9/26 তারিখে জলপাইগুড়ি LD. J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমার কন্যা Rishita Ghosh ও Rishta Ghosh উভয়ই এক ও একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হইল। B.D.O. Office Para W.No-10, Dhupguri, Jalpaiguri. (A/B)

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Abridge Tender Notice

E-NIT No. 13/BUDGET/GWLD/2026-27, E-NIT No. 14/BUDGET/GWLD/2026-27, E-NIT No. 15/BUDGET/GWLD/2026-27, E-NIT No. 16/BUDGET/GWLD/2026-27 & E-NIT No. 17/BUDGET/GWLD/2026-27

5 (five) nos. of e-tender is being invited by the Divisional Forest Officer, Gorumara Wildlife Division, Jalpaiguri for "Supply of fencing materials including installation and maintenance upto March-2027 and Supply of Ingredients for different materials required for Forestry Operation including carriage upto 5 km : (Organic Manure) over 80 ha. at different Fodder plantation area" under the jurisdiction of Gorumara Wildlife Division, Jalpaiguri for the year 2026-27 vide E-NIT No. 13/BUDGET/GWLD/2026-27, E-NIT No. 14/BUDGET/GWLD/2026-27, E-NIT No. 15/BUDGET/GWLD/2026-27, E-NIT No. 16/BUDGET/GWLD/2026-27 & E-NIT No. 17/BUDGET/GWLD/2026-27. Details of which may be had from this office during the office hours or may be seen on Website: www.wbtenders.gov.in Name of Work : "Supply of fencing materials including installation and maintenance upto March-2027 and Supply of Ingredients for different materials required for Forestry Operation including carriage upto 5 km : (Organic Manure) over 80 ha. at different Fodder plantation area" under the jurisdiction of Gorumara Wildlife Division, Jalpaiguri for the year 2026-27. Last Date of Bid Submission : 18.09.2026 up to 14.00 hours. Sd/- (Dwijaa Pratim Sen, IFS) Divisional Forest Officer, Gorumara Wildlife Division, Jalpaiguri
ICA-T17386(3)/2026

আজ টিভিতে

আফ্রিকাজ সিক্রেট ক্রীচার্স বিকেল ৫.১৯ অ্যানিমাল প্ল্যানেট

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৯.৩০ যমুনা ও প্রজাপতি রহস্য, দুপুর ১২.০০ সিঁথির সিঁদুর, বিকেল ৩.৩০ বাপ বদি খেলা, সন্ধে ৬.৪৫ সেন্টিমেন্টাল, রাত ৯.৩০ দেবী

কালার্স বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.১৫ লে হালুয়া লে, দুপুর ২.১৫ স্নেহের প্রতিদান, সন্ধে ৬.০০ লভ ম্যারেজ, রাত ৯.৩০ শিবাজী

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ কালী আমার মা, দুপুর ১২.০০ মেমসাহেব, ২.০০ বস-টু, বিকেল ৫.০০ আজকের সন্তান, রাত ৮.০০ আশা ও ভালোবাসা, ১০.৩০ দেয়া নেয়া

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ রাজার রাজা

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ বলিদান

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : সকাল ৯.৪৫ হমকো তুমসে পেয়ার হ্যায়, দুপুর ১২.২০ হিম্মতওয়ালা, বিকেল ৩.০৫ তুমসে আচ্ছা কওন হ্যায়, সন্ধে ৬.৫০ ইত্তিহাস, রাত ৮.৫৫ ক্রোধ

স্টার গোল্ড রোমান্স : সকাল ১০.১৫ জামাই রাজা, দুপুর ১.১৫ খুদা গওয়াহ, বিকেল ৫.১৫ ম্যায় তেরা হিরো, সন্ধে ৭.৫৯ কিউ কি ম্যায় ঝুট নেহি বোলতা, রাত ১০.৫৯ ম্যায়নে দিল তুমকো দিয়া

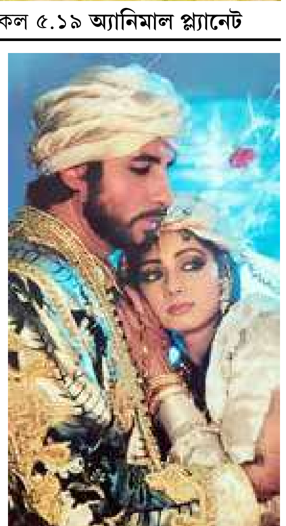

খুদা গওয়াহ দুপুর ১.১৫ স্টার গোল্ড রোমান্স

সকাল সকাল পর্বে কার্তিক দাস বাউলের গান সকাল ৭.০০ ডিডি বাংলা

নদের নিমাই সন্ধে ৭.০০ আকাশ আট

ভারত সরকার
দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা মন্ত্রক
*****

(দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা মন্ত্রকের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন একটি অসংবিধিবদ্ধ নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ) ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর ভোকেশনাল এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং (এনসিভিইটি), নতুন দিল্লির চেয়ারম্যান পদে শূন্য আসনের জন্য আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে।

যোগ্যতার মানদণ্ড, নির্ধারিত ফর্মাট এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যসহ বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি এই মন্ত্রকের ওয়েবসাইট (https://www.msde.gov.in)-এ উপলব্ধ। আগ্রহী প্রার্থীরা ০২.১১.২০২৬ তারিখ বিকাল ০৫:৩০ টার মধ্যে বা তার পূর্বে নির্ধারিত ফর্মাটে তাদের সম্পূর্ণ আবেদনপত্র যুগ্ম পরিচালক (ইঅ্যান্ডপি ওয়িং)-এর ইমেল আইডি ecopol-msde@gov.in-এ অথবা ডাক ব্যবস্থার মাধ্যমে পাঠাতে পারবেন।

স্থানঃ- নিউ দিল্লি
তারিখঃ- ৮ সেপ্টেম্বর

স্বাক্ষরকারী
যুগ্ম পরিচালক, দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা মন্ত্রক

CBC 63101/11/0007/2627

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : নিকট আত্মীয়ের ব্যবহারে আজ বিস্মিত হবেন। প্রভাবশালী কোনও ব্যক্তির সহযোগিতায় কর্মক্ষেত্রে উন্নতি। আজ একটু সতর্ক হয়ে চলাফেরা করুন। বৃষ : বহুদিনের কোনও আশা আজ পূরণ হবে। শরীর নিয়ে নানারকম সমস্যায় পড়তে হতে পারে। প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে পরিবারে অশান্তির সম্ভাবনা। মিথুন : সংসারে বাড়তি দায়িত্ব ঘাড়ে চাপতে পারে। আজ খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে একটু সতর্ক থাকুন। শেয়ারে ভালো উপার্জন করতে পারবেন। সারাদিন আনন্দে কাটবে। কর্কট : রাগ সংবরণ করতে না পারলে ভালো সুযোগ হাতছাড়া হবে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে অকারণে বিবাদবিতর্ক এড়িয়ে চলুন। কর্মক্ষেত্রে ভালো খবর পাবেন। সিংহ : পারিবারিক কোনও সমস্যা নিয়ে আত্মীয়দের সঙ্গে বিরোধ। কর্মপ্রার্থীরা বিদেশে চাকরির সুযোগ পাবেন। পৈতৃক ব্যবসায় দীর্ঘদিনের অচলাবস্থা কাটবে। কন্যা : শারীরিক কারণে কোনও আনন্দানুষ্ঠান বাতিল করতে হতে পারে। বাড়ি নির্মাণে ঋণসংক্রান্ত বিষয় নিয়ে একটু চিন্তা থাকবে। দাম্পত্যে ভুল বোঝাবুঝির অবসান। তুলা : পারিবারিক কোনও বিষয় নিয়ে সামান্য অশান্তি হতে পারে। নতুন সম্পত্তি কিনে লাভবান হবেন। একাধিক সূত্রে আয়ের পথ খুললেও, বেহিসেবি খরচে নাকাল হবেন। বৃশ্চিক : আমদানি- রপ্তানি ব্যবসায় যুক্তদের আশানুরূপ সুফল লাভের সম্ভাবনা। বহুদিন ধরে পড়ে থাকা বকেয়া অর্থ হাতে পেয়ে স্বস্তি। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় আশাতীত সাফল্য পাবেন। ধনু : সন্তানের উচ্চশিক্ষায় ব্যয় বাড়বে। শৌখিন দ্রব্যের ব্যবসায়ীরা সুফল পাবেন। জমি কেনাবেচায় লাভবান হবেন। উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবিটিক রোগীরা একটু সতর্ক থাকুন। প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। মকর : পায়ের কোনও সমস্যায় চিকিৎসার জন্য ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। সামাজিক কাজে যোগ দিয়ে মানসম্মান বাড়বে। বাতের ব্যথায় ভোগান্তির সম্ভাবনা। কুম্ভ : আপনার উগ্র আচরণের কারণে সংসারে অশান্তি হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের শত্রুতা ধরে ফেলতে পারবেন। মানসিক শান্তি পেতে ঈশ্বরের আরাধনা করুন। মীন : সপরিবার তীর্থভ্রমণের পরিকল্পনা সফল হবে। সন্তানের বিদেশ যাত্রায় প্রয়োজনীয় কাগজপত্র হাতে পেয়ে স্বস্তি পাবেন। আজ খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে একটু সতর্ক থাকুন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৩ ভাদ্র ১৪৩৩, ভাঃ ১৯ ভাদ্র, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২৩ ভাদ্, সংবৎ ১৪ ভাদ্রপদ বদি, ২৭ রবিঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।২৫, অঃ ৫।৪৫। বৃহস্পতিবার, চতুর্দশী দিবা ১০।১০। মঘানক্ষত্র দিবা ২।৫৪। সিদ্ধযোগ রাত্রি ৯।১০। শকুনিকরণ দিবা ১০।১০ গতে চতুষ্পাদকরণ রাত্রি ৯।৩০ গতে নাগকরণ। জন্মে- সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, দিবা ২।৫৪ গতে নরগণ বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- পশ্চিমে, দিবা ১০।১০ গতে ঈশানে। কালবেলাদি ২।৪০ গতে ৫।৪৫ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।৩৫ গতে ১।২ মধ্যে। যাত্রা-নাই, সন্ধ্যা ৫।৪৫ গতে যাত্রা মধ্যম দক্ষিণে নিষেধ, শেষরাত্রি ৫।১৪ গতে ঈশানে বায়ুকোণেও নিষেধ। শুভকর্ম-নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- অমাবস্যার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। দিবা ১০।১০ মধ্যে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। অমাবস্যার নিশিপালন। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৭।৩ মধ্যে ও ১০।১৯ গতে ১২।৪৪ মধ্যে। অমৃতযোগ- রাত্রি ১২।৪২ গতে ৩।৪ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Tender Notice
The Executive Engineer, Siliguri Division, Housing Dte., Siliguri has invited open tender against e-N.I.T. No. 06 of 2026-27 Tender ID: 2026_HSD_1041164_1 for R.R. work of Main gate, Drain, Mtc. Office cum Rest shed, Community Centre, Ladies Toilet, Plinth protection, Conservancy Vat, Underground water supply main line and allied S and P work of Rest shed toilets at R.H.E. Pilkhahana Jalpaiguri Sub-Divn. Sd/- Executive Engineer, Siliguri Division, Housing Dte.
ICA-T17434(3)/2026

Office of the Tufanganj-I Development Block Tufanganj, Cooch Behar
NOTICE INVITING TENDER
E-tender are invited vide this, NIT -01/VBGRAMG/TFG-I/2026-27. Last date of bid submission are 23.09.2026 & NIT - 02/VBGRAMG/TFG-I/2026-27. Last date of bid submission are 22.09.2026 accordingly intending tenderers may contact this Office for details.
Sd/-
Programme Officer
Tufanganj-I Development Block

বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা সকলকে জানানো যাচ্ছে যে, আমার মক্কেল অশ্বিনী রায়, পিতা উপেন রায়, ক্ষুদিরাম পল্লী, ডাকঘর সেভক রোড, থানা-ভক্তিনগর, জেলা-জলপাইগুড়ি, পিন-৭৩৪০০৬ ; আর. এস. খতিয়ান নং ৯১৩-এর অন্তর্গত এবং এর অনুরূপ এল.আর.খতিয়ান নং ২৯৬৬-এর সাথে সংশ্লিষ্ট প্লট নং ২৮৪-এ অবস্থিত ১ কাঠা ১৫ ছটাক পরিমাপের একটি বসতভিটার জমি বিক্রয় করতে ইচ্ছুক। জমিটি মৌজা - বিন্নাগুড়ি, শিট নং আর.এস. এবং এল.আর. নং ২, থানা-এনজেপি, জেলা-জলপাইগুড়ি-তে অবস্থিত। উক্ত জমির কোনো আগ্রহী ক্রেতা বা ক্রেতাগণ, অথবা উক্ত জমির সাথে স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তি বা পক্ষ, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৭ (সাত) দিনের মধ্যে অবশ্যই অধঃস্বাক্ষরকারীর কাছে তাদের আপত্তি জানাতে পারবেন, অন্যথায় কোনোভাবেই কোনো দাবি গ্রহণ করা হবে না।
(কৌশিক চ্যাটার্জী)
আইনজীবী, শিলিগুড়ি।
৯৮৩২০-৬৮৪৮১

O/o The Principal, Malda Medical College, Malda-732101
Principal Malda Medical College invites an etender for **SUPPLY MANNEQUIN FOR SKILL LAB WITH ONE YEAR WARENTY** to the office of the Principal Malda Medical College. For more details please see **www.maldamedical college.co.in** and **www. wbhealth.gov.in**
Memo No : 664/DICO/MLD, Dt. 08.09.2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
EE, Malda Division, SS, PWDte., invites Online e-Tender WBPWD/EE/MD/SS/NI(e)T-04/2026-27, ID:- 2026_WBPWD_5022037_1 for Repair and Renovation Works (Civil) of Administrative Building Government ITI Habibpur in the District of Malda. Bid submission Closing Date on 21.09.2026 at 12:00 PM. Intending bidders are requested to visit the website https://wbtenders.gov.in and this office notice board. Sd/- Executive Engineer, Malda Division, Social Sector, P.W.Dte.
ICA-T17449(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
Electronic bids are invited by the Assistant Engineer, Teesta Mechanical Sub-Division-III for 04 nos. Work from bonafide, resourceful contractor, Abridged e-NIT No: WBIW/AE/TMSDIII/e-NIT-01/26-27. Last date of bid submission: 10-09-2026. Detailed NIT may be seen at www.iwd.wb.gov.in / tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, Teesta Mechanical Sub-Division-I, I&WD, Tinbatti, Siliguri, Pin: 734005.
ICA-T17382(2)/2026

TENDER
eTender for N.I.T. No. 16/EO/COB-II PS/2026-27 Dated: 08/09/2026. is invited by the undersigned. Last date of submission of tender bid is 17/09/2026 upto 2.00 PM respectively. The details of the NIT may be viewed & downloaded from the website of Govt. of West Bengal https://wbtenders.gov.in and viewed from office notice board of the undersigned during office hours.
Sd/-
Executive Officer
Cooch Behar-II PS
Pundibari, Cooch Behar

TENDER
eTender for N.I.T. No. 17/EO/COB-II PS/2026-27 Dated: 08/09/2026. is invited by the undersigned. Last date of submission of tender bid is 17/09/2026 upto 2.00 PM respectively. The details of the NIT may be viewed & downloaded from the website of Govt. of West Bengal https://wbtenders.gov.in and viewed from office notice board of the undersigned during office hours.
Sd/-
Executive Officer
Cooch Behar-II PS
Pundibari, Cooch Behar

Office of the Block Development Officer Tufanganj-I Dev Block Tufanganj, Cooch Behar
NOTICE INVITING TENDER
E-tender are invited vide this office Memo No - 3185, Dated - 08-9-26, NIT - 01(BDO)/2026-27. Last date of bid submission are 17.09.2026. Intending tenderers may contact this Office for details.
Sd/-
Block Development Officer
Tufanganj-I Development Block

WBEIDC
Webel Bhavan, Sector-V, Salt Lake, Kolkata 700 091.
Notice Inviting e-Tender No : WEBEL/EOT/W26-27/000122, Dated : 24-08-2026
Name of work : AMC of Fire Fighting and Protection System at Siliguri PH-III IT Park.
Value of work : 5.93 Lakks (Approx.)
Due date of Submission : 7 days from publication
Interested parties may go through website https://wbtenders.gov.in and https://www.webel.in
For details, contact : 9609055584
ICA-T17426(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PHED e-TENDER NOTICE
The Executive Engineer, Northern Mechanical Division, P.H.E. Dte, Siliguri on behalf of the Governor of West Bengal invited e-Tender "WBPHED/EE/NMD/NIeT No. 13 of 2026-2027" for (01) one no work having Tender ID : 2026_PHED_5022878_1 under Northern Mechanical Division, PHE Dte." The Tender Document collection and submission from 09.09.2026, 10:00 A.M. to 28-09-2026, 2:00 P.M. For details visit on" www.tenders.wb.gov.in The tender is also visible at departmental website: www.wbphed.gov.in Sd/- Executive Engineer, NMD, P.H.E. Dte.ICA-T17413(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Executive Engineer, Cooch Behar Division, Social Sector, P.W.Dte. invites online e-tender e-NIT No.-WBPWD/SS/EE/COB/NIT- 03e/26-27. Tender ID : 2026_WBPWD_5022994_1. Bid Submission start date (online) 15.09.2026 from 10.00A.M. Bid Submission closing date (online) 29.09.2026 upto 02.00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from: http://wbtenders.gov.in Sd/-Executive Engineer, Cooch Behar Division Social Sector, P.W. Dte. ICA-T17473(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED TENDER NOTICE
Tender Reference No. WBPHED/EE/MD/NIeT_19 of 2026-27 Vide NIeT memo no. 3339/MD, Dt- 07/09/2026 Tender ID- 2026_PHED_5022555_1 to 2026_PHED_5022555_13. Last date for submission of Technical and Financial Bid (online) :- 25/09/2026 upto 5:00 P.M. Tender invited by the undersigned for Different Type of works in Malda District. All details available in website : https://tenders.wb.gov.in & www.wbphed.gov.in Sd/- Executive Engineer, Malda Division, P.H.E. Dte. Govt. of West Bengal. ICA-T17407(3)/2026

Executive Officer, Jalpaiguri invites e-Quotations vide e-NIQ No. 1. WBMAD/JM/E/eNIQ-1/2026-27, Memo No. 1539/JM dt. 08.09.2026 Tender ID-2026_MAD_1041254_1, 2. WBMAD/JM/E/eNIQ-2/2026-27, Memo No. 1540/JM dt. 08.09.2026, Tender ID-2026_MAD_1041267_1 Last Date of bidding (online): 03.10.2026 up to 11.55 Hrs(11.55 A.M.) For details please visit: www.wbtenders.gov.in.
Sd/-
Executive Officer
Jalpaiguri Municipality

গ্রেপ্তারির পর বিশ্বজিৎ সরকার ওরফে বাসু।

কাজল-ঘনিষ্ঠ বাসু গ্রেপ্তার

শমিদীপ দত্ত ও সৌরভ রায়

শিলিগুড়ি ও ফাঁসিদেওয়া, ৯ সেপ্টেম্বর : মহকুমা এলাকার দোর্দণ্ডপ্রতাপ তৃণমূলের নেতা কাজল ঘোষ গ্রেপ্তারের পর এবার তাঁর ঘনিষ্ঠ বিশ্বজিৎ সরকার ওরফে বাসু গ্রেপ্তার হলেন। সোমবার রাতে বাগডোগরা রেঞ্জের ডেপুটি এক্সাইজ কালেক্টর হাসরাত শাহিনের নেতৃত্বে বাগডোগরা ও শিলিগুড়ি রেঞ্জের যৌথ অভিযান চলে। বিধাননগরের সহদরগছে থাকা বাসুর বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ নকল বিদেশি মদ তৈরির সামগ্রী পাওয়া গিয়েছে। স্থানীয় মহলের দাবি, বাড়িতে এই কারবার চালানোর জন্য অপর এক কারবারিকে নিজের বাড়ির কিছুটা অংশ ভাড়া দিয়েছিল বাসু। যদিও তাঁর বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ নতুন নয়।

আবগারি বিভাগ সূত্রে খবর, ধৃতের বাড়ি থেকে ১২২ লিটার কালার ও ফ্লেভারড স্পিরিট, ২০ হাজার হলোগ্রাম সহ ২২ লক্ষ ৭৭ হাজার ৫০০ টাকার সামগ্রী বাজেয়াপ্ত হয়েছে। এছাড়াও বাজেয়াপ্ত করা হয় নকল মদ পাচারের জন্য ব্যবহার হওয়া দুটি গাড়ি। গাড়ি দুটির মূল্য প্রায় ১৬ লক্ষ টাকা। বাড়ি থেকে বিশাল আয়তনের দুটি ভ্যাট উদ্ধার হয়। ভ্যাট প্রতি আড়াই হাজার লিটার মদ রাখা যাবে। মিলেছে ৯২৪ কাচের বোতল ভর্তি ৬৯৩ লিটার নকল মদ। মদের বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ৩৮ হাজার ভুয়ো ক্যাপ, পাঁচ লিটার ক্যারামেল, এক লিটার ফ্লেভারিং এজেন্ট, ১৭৮৩টি খালি মদের বোতল, একটি কাউন্টার মেশিন, দুটি মেজারিং সিলিন্ডার ও একটি ক্যাশ কাউন্টিং মেশিন উদ্ধার হয়েছে। আবগারি বিভাগের এক কর্তার কথায়, 'মনে হচ্ছিল কোনও ল্যাবরেটরিতে আমরা ঢুকেছি।' ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালত ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে।

স্থানীয় ও প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, বাসু উত্তরবঙ্গ ও লাগোয়া বিহারের অপরাধ জগতে বহুদিনের পরিচিত নাম। একসময় তৃণমূল কংগ্রেসের বিধাননগর ২ নম্বর অঞ্চলের সভাপতি পদে থাকা এই ব্যক্তি রাজনৈতিক ক্ষমতাকে ঢাল করে জাতীয় সড়কের ধারে আন্তঃরাজ্য ভেজাল মদের সুবিশাল নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছিলেন। দল থেকে বহিষ্কৃত হতে হয়। ধৃত তৃণমূল নেতা কাজল-ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত থাকার সুবাদে প্রভাব খাটিয়ে পরবর্তীতে বিশ্বজিতের স্ত্রী ঝর্ণা সরকার বিধাননগর ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নির্বাচিত হন। এর আগে এই বাসুরই ভীমবারের কাছে একটি বাড়িতে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় দিনের বেলা আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে হুমকি দেওয়ার ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল।

বিধাননগর তদন্তকেন্দ্র থেকে মাত্র ৫০০ মিটার দূরত্বে জাতীয় সড়কের পাশে সহদরগছে বাসুর আলিশান বাড়ি। ২০২১ সালের জুলাই মাসে শিলিগুড়ির কলেজপাড়া থেকে তাঁকে প্রথম গ্রেপ্তার করে বিহার পুলিশ। সেসময় ওই বাড়িতেই যৌথ তল্লাশি চালিয়ে মাটির নীচে থাকা গোপন কারখানার হদিস মেলে।

স্যারের মুক্তির দাবিতে কোর্টে বিক্ষোভ

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ৯ সেপ্টেম্বর : জলপাইগুড়ি জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষককে নিগ্রহ করছে পড়ুয়াদের একাংশ— সম্প্রতি এই ছবি দেখে শিউরে উঠেছিল রাজ্য। সামাজিক মাধ্যমেও তা নিয়ে ধিক্কারের ঝড় এখনও থামেনি। কিন্তু বুধবার দিনহাটায় দেখা গেল তার ঠিক উলটো ছবি। পকসো ধারায় ধৃত প্রিয় শিক্ষকের মুক্তির দাবিতে বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে আদালত চত্বরে নজিরবিহীন বিক্ষোভ দেখাল ছাত্রছাত্রীরা। তুমুল স্লোগান, চরম বিশৃঙ্খলা এবং দফায় দফায় পুলিশের সঙ্গে বাদানুবাদে কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নিল দিনহাটা মহকুমা আদালত চত্বর। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, আদালতের স্বাভাবিক কাজকর্ম সাময়িকভাবে ব্যাহত হয়। শেষপর্যন্ত পরিস্থিতি সামাল দিতে রাজ্য পুলিশের সঙ্গে নামাতে হয় কেন্দ্রীয় বাহিনীকেও।

দিনহাটা-২ ব্লকের মহাকালহাট হাইস্কুলের এক অস্থায়ী শিক্ষকের বিরুদ্ধে গত ২৫ আগস্ট সপ্তম শ্রেণির এক ছাত্রীকে শারীরিক নিগ্রহের অভিযোগ ওঠে। পরদিন, অর্থাৎ ২৬ আগস্ট নির্যাতিতার বাবা সাহেবগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলে পুলিশ অভিযুক্ত শিক্ষককে গ্রেপ্তার করে। বুধবার ধৃতের জামিনের শুনানির দিন ধার্য ছিল। সেই খবর পেয়ে সকাল থেকেই আদালত চত্বরে এসে ভিড় জমাতে শুরু করে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা।

এ দিন আদালত চত্বরে ব্যাপক গোলমালের আশঙ্কায় অভিযুক্তকে এজলাসে না তুলে ভার্চুয়ালি শুনানি করানো হয়। সরকারি আইনজীবী তাহেরুল ইসলাম বলেন, 'আদালত ধৃত শিক্ষকের জামিনের আবেদন নাকচ করে ফের ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে। আগামী ২২ সেপ্টেম্বর এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য হয়েছে।'

এদিকে, প্রিয় শিক্ষককে এজলাসে না দেখে ক্ষোভে ফেটে পড়ে পড়ুয়ারা। অঝোর বৃষ্টিকে অগ্রাহ্য করে ভিজতে ভিজতেই শুরু হয় তুমুল স্লোগান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন এসডিপিও প্রশান্ত দেবনাথ, দিনহাটা থানার আইসি বুধাদিত্য রায় সহ বিশাল পুলিশবাহিনী। এসডিপিও পড়ুয়াদের বুঝিয়ে বলেন, 'গোটা বিষয়টি আদালতের বিচারাধীন। তোমরা আইন হাতে তুলে নিও না, শান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে যাও।' কিন্তু নাছোড় ছাত্রছাত্রীরা স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, শিক্ষককে মুক্ত না করে তারা নড়বে না। এক আন্দোলনকারী পড়ুয়ার কথায়, 'আমাদের স্যর কোনও অন্যায় করেননি। তাঁকে চক্রান্ত করে মিথ্যে মামলায় ফাঁসানো হয়েছে। আমরা স্যারের নিঃশর্ত মুক্তি চাই।'

টানা প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে চলে এই অবস্থান। এর জেরে মাঝেমধ্যে থমকে যায় আদালতের বিচার প্রক্রিয়া। তবে স্কুলপড়ুয়াদের এই ধরনের আন্দোলনে আদালত চত্বরে বিচার পাওয়ার নেপথ্যে কোনও তৃতীয় পক্ষের উসকানি রয়েছে কি না, তা নিয়ে তীব্র বিতর্ক দানা বেঁধেছে। গোটা ঘটনাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখছে পুলিশ প্রশাসন। অন্যদিকে, অভিযোগকারী ছাত্রীর বাবা বলেন, 'আমাদের আইন, প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থার প্রতি পূর্ণ আস্থা রয়েছে। সত্যের জয় কেউ রুখতে পারবে না।'

বিক্ষোভরত পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলছেন এসডিপিও। বুধবার।

> আদালত ধৃত শিক্ষকের জামিনের আবেদন নাকচ করে ফের ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে। আগামী ২২ সেপ্টেম্বর মামলার পরবর্তী শুনানির দিন।
>
> **তাহেরুল ইসলাম**
> সরকারি আইনজীবী

ধর্ষণে ধৃত ২

ফাঁসিদেওয়া, ৯ সেপ্টেম্বর : ১৪ বছর বয়সি এক নাবালিকাকে জোর করে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ এবং পরবর্তীতে শ্বাসরোধ করে খুনের চেষ্টার অভিযোগে দুই তরুণকে গ্রেপ্তার করল ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ। ধৃত দুজনের বাড়ি ফাঁসিদেওয়া ব্লকে। অভিযোগ, গত ৬ সেপ্টেম্বর রাত ৯টা নাগাদ ওই নাবালিকাকে জোর করে তুলে নিয়ে যায় অভিযুক্তরা। বাড়ির অদূরে একটি নির্জন স্থানে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। ঘটনাটি কাউকে জানালে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়। এরপর গত ৮ সেপ্টেম্বর সকালে অভিযুক্তরা ফের ওই নাবালিকাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। নাবালিকা বাধা দিলে তার গলা টিপে ধরে খুনের চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ। তাদের সঙ্গে না গেলে তার আপত্তিকর ভিডিও ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকিও দেওয়া হয়।

রাতে নির্যাতিতার পরিবারের পক্ষ থেকে ফাঁসিদেওয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। পকসো আইনে মামলা রুজু হয়েছে।

চুরিতে চাঞ্চল্য

খড়িবাড়ি, ৯ সেপ্টেম্বর : বৃষ্টির সুযোগে খড়িবাড়ি কেলাবাড়িতে একটি বাড়িতে চুরি হল। মঙ্গলবার কেলাবাড়ির এক ব্যক্তি রামকৃষ্ণ বর্মনের বাড়িতে তখন তাঁর স্ত্রী জয়ন্তী একা একটি ঘরে বিকেল থেকে ঘুমোচ্ছিলেন। দুষ্কৃতীরা পাশের ঘরে ঢুকে চুরি করে বলে অভিযোগ। আলমারি, শোকেসের লক খুলে সোনার গয়না, কাঁসার বাসনপত্র ও নগদ ১২ হাজার টাকা নিয়ে চম্পট দেয়। পৌঁছোয় খড়িবাড়ি পুলিশ।

সভাপতির কুর্সিতে আনোয়ারই

মহম্মদ আশরাফুল হক

চাকুলিয়া, ৯ সেপ্টেম্বর : দলীয় কোন্দল ও তীব্র রাজনৈতিক নাটকের আবহে শেষ পর্যন্ত চাকুলিয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পদ ধরে রাখতে সক্ষম হলেন তৃণমূল কংগ্রেসের আনোয়ার আলম। তাঁর বিরুদ্ধে দলেরই একাংশের বিক্ষুব্ধরা অনাস্থা এনে অপসারণের ছক কষলেও শেষরক্ষা হল না। বুধবার নির্ধারিত তলবি সভায় বিরোধী গোষ্ঠীর অনুপস্থিতির কারণে কার্যত বিনা বাধায়

চাকুলিয়া পঞ্চায়েত সমিতি

নিজের পদ অক্ষুণ্ণ রাখলেন বর্তমান সভাপতি। এদিকে পুরো বিষয়টিকে নাটক বলে কটাক্ষ করেছেন বিক্ষুব্ধরা।

প্রতিক্রিয়া দিতে আসরে নামেন বিক্ষুব্ধ তৃণমূল নেত্রী সাঞ্জুরি বেগম। গোটা ঘটনাটিকে সাজানো নাটক বলে আখ্যা দেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, 'আমাদের পক্ষ থেকে কোনও লিখিত অনাস্থা প্রস্তাব জমা দেওয়া হয়নি। পঞ্চায়েত আইন অনুযায়ী একবার অনাস্থা প্রক্রিয়া ভেস্তে গেলে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নতুন করে অনাস্থা আনা যায় না। সেই আইনি রক্ষাকবচ পেতেই সভাপতি নিজের উদ্যোগে এই পুরো নাটক মঞ্চস্থ করেছেন। আমরা যদি ই অনাস্থা ডাকতাম, তবে ঘরে হাত গুটিয়ে বসে থাকতাম না।'

৩৩ আসনবিশিষ্ট চাকুলিয়া পঞ্চায়েত সমিতিতে নুরসেবা বেগম নামে এক সদস্যের আগেই মৃত্যু হয়েছিল। ফলে বর্তমানে কার্যকরী আসন সংখ্যা ৩২। প্রশাসনিক নিয়ম মেনে বুধবার সভাপতি অপসারণের বিষয়ে তলবি সভা ও ভোটাভুটির দিন ধার্য ছিল। নির্ধারিত সময়ে পঞ্চায়েত সমিতির সভাকক্ষে সভাপতি আনোয়ার আলমের সমর্থনে তৃণমূলের ২১ জন সদস্য উপস্থিত হন। অন্যদিকে, অনাস্থার দাবিতে সরব তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ ও বিরোধী শিবিরের ১১ জন সদস্যের কেউই সভাকক্ষে পা রাখেননি। কুর্সি বাঁচিয়ে আনোয়ার বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন। তাঁর দাবি, 'ওরা আসলে তৃণমূলের অংশই নেই, তলে তলে বিজেপির হয়ে কাজ করছে। আমি তৃণমূলের ঘাসফুল প্রতীক নিয়ে পঞ্চায়েত সমিতিতে জয়ী হয়েছিলাম এবং এখনও দলের প্রতি দায়বদ্ধ। সাধারণ মানুষের স্বার্থে কাজ করেছি এবং আগামীদিনেও করব। এটি মূলত মানুষের ভালোবাসার জয়।'

এদিকে সাঞ্জুরির আরও দাবি, 'আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একনিষ্ঠ সৈনিক। সভাপতি নিজের স্বার্থ বাঁচাতে আমাদের ওপর দায় চাপাচ্ছেন। বাস্তবে উনিই বিজেপির সঙ্গে আঁতাত করে চলছেন।'

ট্র্যাক্টর-ট্রলি আটক

খড়িবাড়ি, ৯ সেপ্টেম্বর : অবৈধভাবে নদী থেকে বালি তুলে বিহারে পাচারের আগে একটি নম্বর প্লেটবিহীন বালিবোঝাই ট্র্যাক্টর-ট্রলি আটক করল খড়িবাড়ি ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর। চালক পলাতক। বুধবার দুপুরে খড়িবাড়ি ভূমি দপ্তরের আধিকারিক সুমন ভুটিয়ার নেতৃত্বে একটি দল অবৈধভাবে নদী থেকে বালি উত্তোলনের বিরুদ্ধে অভিযান চালায়। গ্রিন ট্রাইবিউনালের নির্দেশে বর্ষায় নদী থেকে বালি তোলা বন্ধের নির্দেশ জারি থাকা সত্ত্বেও বালি মাফিয়ারা লিজবিহীন স্বর্ণমতী নদী থেকে বালি তুলে বিহারে পাচার করছিল। এদিনের অভিযানে ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে একটি বালিবোঝাই ট্র্যাক্টর-ট্রলি আটক করে দপ্তরের কর্মীরা। ভূমি দপ্তর আটক ট্র্যাক্টর-ট্রলিটিকে খড়িবাড়ি পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। পুলিশ নির্দিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করেছে।

শুভেন্দুর সঙ্গে বৈঠকে আগ্রহী রাজবংশী বিধায়করা

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ৯ সেপ্টেম্বর : কয়েকদিন আগে শিলিগুড়িতে এসে পাহাড় সমস্যা নিয়ে কথা বলেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। সেই সময় উত্তরবঙ্গের রাজবংশী বিধায়করা শা-র সঙ্গে আলাদা বৈঠক করতে চেয়েছিলেন। তাঁরা তাঁদের সমস্যাগুলি সরাসরি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে জানাতে চেয়েছিলেন। নেতৃত্বে ছিলেন রাজ্যের অর্থ এবং পরিবহণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন। গত মঙ্গলবার উত্তরকন্যায় আসেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই তিনি উত্তরের রাজবংশী বিধায়কদের সঙ্গে আগামী ২২ সেপ্টেম্বর বৈঠক করবেন আশ্বাস দেন। তবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নন, বৈঠকে থাকবেন মুখ্যমন্ত্রীই।

এনিয়ে আনন্দময়কে উত্তরের বাকি সমস্ত রাজবংশী বিধায়কদের বৈঠকের কথা জানিয়ে দিতে বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। আনন্দময় বলেন, 'উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজ বিজেপির সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে রয়েছেন। তাঁদের নানা দাবি রয়েছে। অনেক দাবি পূরণের আশ্বাস পেয়েছি আমরা। আরও কিছু সমস্যা রয়েছে যেগুলি সরাসরি কথা বলে সমাধানের রাস্তা বের করা জরুরি। উত্তরকন্যাতে তা নিয়ে বৈঠক হবে।' দাবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য, রাজবংশী ভাষাকে অষ্টম তফশিলে অন্তর্ভুক্ত করা। শা থেকে শুভেন্দু সেই আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু কাজের কাজ এখনও হয়নি। তা দ্রুত কার্যকরী করার দাবি উঠতে পারে বৈঠকে। জানা গিয়েছে, এছাড়া উত্তরবঙ্গে এইমস, আইআইটি, আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়াম, ক্যানসার হাসপাতাল তৈরির ব্যাপারে কথা কতটা এগিয়েছে সেটারও খোঁজ নেবেন তাঁরা।

তৃণমূলের আমলে উত্তরবঙ্গকে বঞ্চিত করে রাখার অভিযোগ তুলেছিলেন বিজেপির মন্ত্রী, বিধায়ক থেকে সাংসদরা। কিন্তু বিজেপির ক্ষমতায় আসার প্রায় চার মাস পরেও উত্তরবঙ্গের বঞ্চনার নানা অভিযোগের নিষ্পত্তি হয়নি বলে অভিযোগ উঠছে নানা মহলে। যদিও আনন্দময়ের বক্তব্য, 'উত্তরবঙ্গের মানুষের উন্নয়নে বিজেপি সরকার যা করছে, তা আর কোনও সরকার করতে পারেনি।'

> উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের মানুষের নানা দাবি রয়েছে। আরও কিছু সমস্যা রয়েছে যেগুলি সরাসরি কথা বলে সমাধানের রাস্তা বের করা জরুরি।
>
> **আনন্দময় বর্মন**
> প্রতিমন্ত্রী, অর্থ এবং পরিবহণ দপ্তর

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ১৮টি ক্যাটারিং ইউনিটের জন্য ই-নিলাম

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের জলপাইগুড়ি রোড (১৩টি), কামাখ্যাগুড়ি (২টি), গৌরীপুর (১টি), গোলকগঞ্জ জংশন (১টি) এবং হাসিমারা (১টি) স্টেশনে ১৮টি ক্যাটারিং ইউনিটের জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। **নিলাম ক্যাটালগ নং: সি-এপি-সিএটিজি-১৮-২৬।** **রেট ইউনিট:** বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি। **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সমস্ত লট) :** ১৭-০৯-২০২৬ তারিখ ১০:০০ টায়।

ক্রম নং	লট নং/ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	সিএটিজি-এপিডিজে-জেপিই-জিএমইউ-১৭৯-২৬-২ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	জলপাইগুড়ি রোড (জেপিই) রোড রেলওয়ে স্টেশন পিএফ-২-এ অসংরক্ষিত ক্যাটাগরির অধীনে জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ) -এ চায়ের স্টল- ১২ (ক্যাটারিং পরিষেবা) -এর ব্যবস্থা।
এএ/২	সিএটিজি-এপিডিজে-জেপিই-জিএমইউ-১৮১-২৬-২ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	জলপাইগুড়ি রোড রেলওয়ে স্টেশনে পিএফ-২-এ অসংরক্ষিত ক্যাটাগরির অধীনে জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)-এ চায়ের স্টল-১০ (ক্যাটারিং পরিষেবা) -এর ব্যবস্থা।
এএ/৩	সিএটিজি-এপিডিজে-জেপিই-জিএমইউ-১৯০-২৬-২ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	জলপাইগুড়ি রোড রেলওয়ে স্টেশনে সার্কুলেটিং এরিয়ায় অসংরক্ষিত ক্যাটাগরির অধীনে জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ) -এ চায়ের স্টল-২ (ক্যাটারিং পরিষেবা) -এর ব্যবস্থা।
এএ/৪	সিএটিজি-এপিডিজে-জেপিই-জিএমইউ-১৯১-২৬-২ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	জলপাইগুড়ি রোড রেলওয়ে স্টেশনে সার্কুলেটিং এরিয়ায় অসংরক্ষিত ক্যাটাগরির অধীনে জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ) -এ চায়ের স্টল-১ (ক্যাটারিং পরিষেবা) -এর ব্যবস্থা।
এএ/৫	সিএটিজি-এপিডিজে-জিইউপি-জিএমইউ-৫৬-২২-২ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	গৌরীপুর রেলওয়ে স্টেশনে পিএফ-১ -এ চায়ের স্টল-১।
এএ/৬	সিএটিজি-এপিডিজে-জেপিই-জিএমইউ-১৮০-২৬-২ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	জলপাইগুড়ি রোড রেলওয়ে স্টেশন পিএফ-২-এ অসংরক্ষিত ক্যাটাগরির অধীনে জেনারেল মাইনর ইউনিটে চায়ের স্টল- ১৩ (ক্যাটারিং পরিষেবা) -এর ব্যবস্থা।
এএ/৭	সিএটিজি-এপিডিজে-জেপিই-জিএমইউ-১৮৮-২৬-২ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	জলপাইগুড়ি রোড রেলওয়ে স্টেশনে সার্কুলেটিং এরিয়ায় অসংরক্ষিত ক্যাটাগরির অধীনে জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ) -এ চায়ের স্টল-৪ (ক্যাটারিং পরিষেবা) -এর ব্যবস্থা।
এএ/৮	সিএটিজি-এপিডিজে-জেপিই-জিএমইউ-১৮৯-২৬-২ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	জলপাইগুড়ি রোড রেলওয়ে স্টেশনে সার্কুলেটিং এরিয়ায় অসংরক্ষিত ক্যাটাগরির অধীনে জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ) -এ চায়ের স্টল-৩ (ক্যাটারিং পরিষেবা) -এর ব্যবস্থা।
এএ/৯	সিএটিজি-এপিডিজে-জেপিই-জিএমইউ-১৮৭-২৬-২ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	জলপাইগুড়ি রোড রেলওয়ে স্টেশনে সার্কুলেটিং এরিয়ায় অসংরক্ষিত ক্যাটাগরির অধীনে জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ) -এ চায়ের স্টল-৫ (ক্যাটারিং পরিষেবা) -এর ব্যবস্থা।
এএ/১০	সিএটিজি-এপিডিজে-জেপিই-জিএমইউ-১৮৫-২৬-২ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	জলপাইগুড়ি রোড রেলওয়ে স্টেশনে সার্কুলেটিং এরিয়ায় অসংরক্ষিত ক্যাটাগরির অধীনে জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ) -এ চায়ের স্টল-৭ (ক্যাটারিং পরিষেবা) -এর ব্যবস্থা।
এএ/১১	সিএটিজি-এপিডিজে-জেপিই-জিএমইউ-১৮৬-২৬-২ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	জলপাইগুড়ি রোড রেলওয়ে স্টেশনে সার্কুলেটিং এরিয়ায় অসংরক্ষিত ক্যাটাগরির অধীনে জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ) -এ চায়ের স্টল-৬ (ক্যাটারিং পরিষেবা) -এর ব্যবস্থা।
এএ/১২	সিএটিজি-এপিডিজে-জেপিই-জিএমইউ-১৮২-২৬-২ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	জলপাইগুড়ি রোড রেলওয়ে স্টেশনে সার্কুলেটিং এরিয়ায় অসংরক্ষিত ক্যাটাগরির অধীনে জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ) -এ রিফ্রেশমেন্ট রুম-২ (ক্যাটারিং পরিষেবা) -এর ব্যবস্থা।
এএ/১৩	সিএটিজি-এপিডিজে-জেপিই-জিএমইউ-১৮৩-২৬-২ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	জলপাইগুড়ি রোড রেলওয়ে স্টেশনে পিএফ-১ -এ অসংরক্ষিত ক্যাটাগরির অধীনে জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ) -এ চায়ের স্টল-৯ (ক্যাটারিং পরিষেবা) -এর ব্যবস্থা।
এএ/১৪	সিএটিজি-এপিডিজে-কেএএমজি-জিএমইউ-৬৩-২২-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	কামাখ্যাগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে পিএফ-১ -এ চায়ের স্টল-২।
এএ/১৫	সিএটিজি-এপিডিজে-জিকেজে-জিএমইউ-১৪৩-২৫-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	গোলকগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনে পিএফ-০১ -এ চায়ের স্টল-২।
এএ/১৬	সিএটিজি-এপিডিজে-জেপিই-জিএমইউ-১৮৪-২৬-২ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	জলপাইগুড়ি রোড রেলওয়ে স্টেশনে পিএফ-১ -এ অসংরক্ষিত ক্যাটাগরির অধীনে জেনারেল মাইনর ইউনিটে চায়ের স্টল-৮ (ক্যাটারিং পরিষেবা) -এর ব্যবস্থা।
এএ/১৭	সিএটিজি-এপিডিজে-কেএএমজি-জিএমইউ-৬২-২২-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	কামাখ্যাগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে পিএফ-২-৩-এ চায়ের স্টল-৩।
এবি/১	সিএটিজি-এপিডিজে-এইচএসএ-এসএমইউ-১৫-২২-১ (ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ))	হাসিমারা রেলওয়ে স্টেশনে পিএফ-১-এ চায়ের স্টল-১।

নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় : ১৭-০৯-২০২৬ তারিখে ১৩:২০ টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড হলো ৩০ মিনিট। পরপর লট বন্ধের মধ্যবর্তী সময় ১০ মিনিট। **দ্রষ্টব্য:** বিস্তারিত জানতে সম্ভাব্য দরদাতাদের আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** -এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

সিনিয়র ডিসিএম, আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
"Notice for engagement of Legal Consultant (Senior)"
Siliguri Police Commissionerate invites application from eligible candidates for the position of Legal Consultant (Senior) on a contractual basis.
HOW TO APPLY : Visit our website : https://siliguripc.wbpolice.gov.in for application from and details. Last date for receipt of application : 15 days from publication of this notice.
Sd/-
CP, Siliguri PC
ICA-N240(2)/2026

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি
মালদা ডিভিশনে এসএলআর-তে পার্সেল স্পেসের পরিচালনার উপার্জন চুক্তি প্রদান
সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা ডিভিশন, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২, পশ্চিমবঙ্গ (অকশন কন্ডাক্টিং অফিসার) **মালদা ডিভিশনে এসএলআর-তে পার্সেল স্পেসের পরিচালনার** জন্য **www.ireps.gov.in**-তে ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন। • **অকশন ক্যাটালগ নং :** পার্সেল-ইএ-২৭, • **অকশন শুরু :** ২৩.০৯.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা। • **লট নং :** ২২৪০৫-এসএলআর-এফ১-বিজিপি-এএনভিটি-২৬-১ (পার্সেল - এসএলআর)। আরও বিশদে জানার জন্য সম্ভাব্য বিডারদের আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। (MLD-187/2026-27)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন
দক্ষিণ ২৪ পরগনা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা - এর

একজন বাসিন্দা পল্লব রাজপণ্ডিত - কে 26.06.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 5 2 H 33347 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এই চমৎকার প্রকল্পটি চালু করার জন্য ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে ধন্যবাদ জানাতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত, যা সাধারণ মানুষকে কোটিপতি বানায়। আমার পুরো পরিবার ডিয়ার লটারির কাছে ঋণী থাকবে এবং আমরা এই মুহূর্তটি উদযাপন করছি।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

গোয়া থেকে ফিরল দেহ

শিলিগুড়ি, ৯ সেপ্টেম্বর : গোয়ার কানাকোনায় জলে ডুবে মৃত ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ভালোবাসা মোড়ের বাসিন্দা রাকেশ সিং (২৪)-এর দেহ বুধবার বিমানে বাগডোগরায় ফিরল। গত ৫ সেপ্টেম্বর নৌকা থেকে পড়ে গিয়ে জলে ডুবে রাকেশের মৃত্যু হয়। ওই তরুণ একটি রেস্তোরাঁয় কাজ করতেন। গোয়া পুলিশ ও রেস্তোরাঁ কর্তৃপক্ষের যৌথ উদ্যোগে দেহটি বিমানে বাগডোগরায় পাঠানো হয়। এদিন রাকেশের দেহ তাঁর বাড়িতে পৌঁছাতেই এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। এদিনই শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। মৃতের দিদি শুকনা দেবনাথ বলছেন, 'কী করে ভাইয়ের মৃত্যু হয়েছে, তা নিয়ে তদন্তের দাবিতে আমরা এনজেপি থানায় অভিযোগ দায়ের করব।'

সাইকেল উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ৯ সেপ্টেম্বর : বিভিন্ন সময়ে চুরি যাওয়া ১২টি সাইকেল উদ্ধার করল পুলিশ। অর্জুন মণ্ডল নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃত মাটিগাড়ার বাসিন্দা। পুলিশ জানিয়েছে, প্রাইভেট টিউশনে যাওয়া ছাত্রছাত্রীদের সাইকেলকেই 'টার্গেট' করতেন অর্জুন। সাইকেলগুলির দাম ৪ থেকে ১৫ হাজার টাকা হলেও মাত্র ৫০০ থেকে ১ হাজার টাকায় তিনি সেগুলি বিক্রি করতেন। বিভিন্ন টিউশন ব্যাচ এবং স্কুলের সামনের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে জলপাই মোড় এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ধৃতকে জেরা করে ১২টি সাইকেল উদ্ধার করে পুলিশ। বুধবার শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হলে ধৃতকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

ধৃত ১

শিলিগুড়ি, ৯ সেপ্টেম্বর : ৩ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকার সাইবার প্রতারণায় জড়িত থাকার ঘটনায় রাহুল রায় নামের এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল মাটিগাড়া থানার পুলিশ। রাজ্যের সাইবার উইংয়ের তরফে মাটিগাড়া থানায় নয়টি সন্দেহজনক ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য দেওয়া হয়েছিল। সেই সূত্র ধরে তদন্তে নেমে একজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এর আগে আরও একজন গ্রেপ্তার হয়েছে। বুধবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

পথ দুর্ঘটনা

শিলিগুড়ি, ৯ সেপ্টেম্বর : বেঙ্গল সাফারির কাছে দুটি গাড়ির সংঘর্ষের জেরে আহত হলেন এক গাড়িচালক। বুধবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পাশাপাশি যাওয়ার সময় দুটি গাড়ির মধ্যে ঘষা লাগে। এরপর দুটি গাড়িই আচমকা ব্রেক কষে। সেই সময় আরও একটি গাড়ি পিছন দিক থেকে এসে ধাক্কা মারে। ঘটনায় তৃতীয় গাড়িটির চালক আহত হন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে তিনটি গাড়িই বাজেয়াপ্ত করে ভক্তিনগর থানার পুলিশ।

ট্রেনে কাটা

বাগডোগরা, ৯ সেপ্টেম্বর : রেললাইন থেকে সামিদুল মিয়াঁ (২৮) নামে এক তরুণের দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় মাটিগাড়ার উত্তরায়ণ এলাকায়। বুধবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে। সামিদুল কোচবিহারের বাসিন্দা। এদিন একটি ট্রেন যাওয়ার পর ওই এলাকায় রেললাইনের ওপর সামিদুলের দুই টুকরো দেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা।

রাজ্য কমিটিতে

শিলিগুড়ি, ৯ সেপ্টেম্বর : রাজ্য বিজেপির কার্যনির্বাহী কমিটি ঘোষণা হয়েছে বুধবার। ওই কমিটিতে শিলিগুড়ির বেশ কয়েকজন নেতা জায়গা পেয়েছেন। রয়েছেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ, ফাঁসিদেওয়ার বিধায়ক দুর্গা মুর্মু, নেতা গণেশ দেবনাথ, সুশীলকুমার আগরওয়াল, অমলকান্তি রায়, সবিতা আগরওয়াল, দার্জিলিংয়ের নেতা মনোজ দেওয়ান সহ আরও অনেকে।

সাংসদের সমালোচনায় বিজিপিএম

পদ্মকে চাপে রাখতে জোটের ডাক

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৯ সেপ্টেম্বর : পাহাড়ের সব রাজনৈতিক দলকে একজোট হয়ে গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে বিজেপির ওপরে চাপ সৃষ্টির ডাক দিল ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা (বিজিপিএম)। বুধবার কার্সিয়াংয়ে বিজিপিএম-এর ষষ্ঠ প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে দলের সভাপতি অনীত থাপা বিজেপিকে প্রতিশ্রুতি পূরণের আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, '২০০৯ সাল থেকে বিজেপি গোর্খাল্যান্ড দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে পাহাড়ের ভোট নিয়েছে। এবার বিজেপিকে প্রতিশ্রুতি পালন করতে হবে।' দাবি আদায়ে পুজোর মরশুমের পরে দল প্রয়োজনে রাস্তায় নেমেও আন্দোলন করতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন অনীত। এদিনই বিজিপিএম-এর সাধারণ সম্পাদক অমর লামা পাহাড় নিয়ে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্টের ভূমিকার কড়া সমালোচনা করেছেন।

২০২১ সালের ৬ সেপ্টেম্বর অনীত থাপার নেতৃত্বে ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা দার্জিলিংয়ের জিমখানা ক্লাব থেকে পথ চলা শুরু করেছিল। বুধবার ছিল দলের ষষ্ঠ প্রতিষ্ঠা দিবস। বিগত পাঁচ বছরের তুলনায় এবার অনীতদের সাংগঠনিক পরিস্থিতি অনেকটাই আলাদা। কেননা রাজ্যের তৎকালীন সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে অনীত এতদিন পাহাড়ের শেষ কথা হয়ে উঠেছিলেন। দল গড়ার পরের বছরই জিটিএ ভোটে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে তাঁর পার্টি লালকুঠির দখল নিয়েছিল। পরের বছর পঞ্চায়েত ভোটেও পাহাড়ের ৯০ শতাংশ গ্রাম পঞ্চায়েত এবং বেশিরভাগ পঞ্চায়েত সমিতি তাঁদেরই দখলে যায়। দার্জিলিং পুরসভা অজয় এডওয়ার্ডের পার্টির হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি বাকি তিনটি পুরসভায় বোর্ড না থাকলেও প্রশাসক পদে একপ্রকার বিজিপিএম নেতারাই ছিলেন। ফলে বিজিপিএম

- কার্সিয়াংয়ে বিজিপিএম-এর ষষ্ঠ প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে অনীত থাপা বিজেপিকে প্রতিশ্রুতি পূরণের আহ্বান জানিয়েছেন
- সভায় বক্তব্যে অনীত বারবার তাঁর জিটিএ ছেড়ে আসার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গোর্খাল্যান্ডের স্বপ্ন পূরণের কথা বলেছেন
- দার্জিলিংয়ের সাংসদ যে জিটিএ খারিজ হয়ে যাবে বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন, সে কথা মনে করিয়ে দিয়ে অনীত তোপ দেগেছেন

এতদিন পাহাড়ে শাসকদল হিসাবে কাজ করেছে।

কিন্তু গত বিধানসভা ভোটে পাহাড়ের তিনটি বিধানসভা আসনেই বিজিপিএম বিজেপির কাছে পর্যুদস্ত হয়েছে। এমনকি রাজ্যেও অনীতদের বন্ধু পার্টি তৃণমূল বিদায় নিয়েছে। ৪ মে রাজ্যে সরকার বদলের পরে পরিস্থিতির চাপে অনীত জিটিএ থেকে ইস্তফা দেন। এরপর দলে মতভেদের জেরে অনেক নেতা অনীতের সঙ্গ ছেড়ে গিয়েছেন। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতির মধ্যে বুধবার কার্সিয়াংয়ের মন্টেভিউ স্কুল ময়দানে বিজিপিএম-এর ষষ্ঠ প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠান হয়। দল গঠনের পর থেকে এবারই যে প্রথম বিরোধী পার্টি হিসাবে প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করতে হচ্ছে, তা প্রত্যেক বক্তাই স্বীকার করেছেন। সভায় বক্তব্যে অনীত বারবার তাঁর জিটিএ ছেড়ে আসার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গোর্খাল্যান্ডের স্বপ্ন পূরণের কথা বলেছেন। দার্জিলিংয়ের সাংসদ যে জিটিএ খারিজ হয়ে যাবে বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন, সে কথা মনে করিয়ে দিয়ে অনীত বলেছেন, 'জিটিএ যাতে গোর্খাল্যান্ডের ক্ষেত্রে বাধা না হয়, সেইজন্য আমরা সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছি। এবার বিজেপি গোর্খাল্যান্ড দিক।'

এদিনের সভায় বিজিপিএম-এর সাধারণ সম্পাদক অমর লামা সাংসদ রাজু বিস্টকে আক্রমণ করে বলেন, 'একজন সাংসদের কাজ কী? নিজের সংসদীয় এলাকার উন্নয়ন করা। কিন্তু উনি এখানে এসে এমন কিছু কিছু কাজ করছেন, যেগুলি প্রশাসনের আধিকারিকদের করার কথা। উনি হয়তো এরপরে পুলিশের পোশাক পরে সিকিমের মদ বাজেয়াপ্ত করবেন।'

এই পরিস্থিতির মধ্যেই এদিন বিমল গুরুং গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করেছেন। বিমল গুরুং সভাপতি, রোশন গিরি সাধারণ সম্পাদক ছাড়াও তিনজন করে সহ সভাপতি ও সহ সম্পাদক, ৭ জন সম্পাদক সমেত ৮৬ জনের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে।

প্রতারণা

শিলিগুড়ি, ৯ সেপ্টেম্বর : বছর ষাটের এক বৃদ্ধাকে এক লক্ষ পঁচানব্বই হাজার টাকা লোন পাইয়ে দেওয়ার নামে প্রতারণার অভিযোগ উঠল শিলিগুড়ির রাজফাঁপড়ি এলাকায়। কমন সার্ভিস পয়েন্ট (সিএসপি)-এর দায়িত্বে থাকা সরিতা রাই নামে এক তরুণীর বিরুদ্ধে এই জালিয়াতির অভিযোগ সামনে এসেছে। তিন মাস আগে প্রতারিত হলেও রাজফাঁপড়ির বাসিন্দা পুষ্পাদেবী সন্ন্যাসী সম্প্রতি বিষয়টি টের পান। অবশ্য মঙ্গলবার রাতে ভক্তিনগর থানায় অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর রাতেই সমস্ত টাকা বৃদ্ধার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ফেরত দেন অভিযুক্ত তরুণী।

পুষ্পাদেবীকে প্রথমে ষাট হাজার টাকার লোন পাইয়ে দেওয়ার প্রলোভন দেখানো হয়। এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এলাকারই বাসিন্দা মিনা গুরুং। পুষ্পাদেবীর অভিযোগ, তাঁকে লোনের কথা বলে সরিতার সিএসপি ও পরবর্তীতে একটি ব্যাংকে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে পড়াশোনা না জানার সুযোগ নিয়ে তাঁর নামে এক লক্ষ পঁচানব্বই হাজার টাকার লোন নেওয়া হয়।

মাস তিনেক পরও কোনও কিস্তি জমা না পড়ায় ব্যাংক থেকে পুষ্পাদেবীর ফোনে যোগাযোগ করা হয়। এরপরই পুরো বিষয়টি সামনে আসে। এলাকার বাসিন্দারা একজোট হলে, তড়িঘড়ি সিএসপি-র মাধ্যমে ঋণের টাকা ব্যাংকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তবে লোন ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট তুলতে ব্যাংকে গিয়ে পুষ্পা জানতে পারেন, অজান্তেই তাঁর নামে একটি ট্রেড লাইসেন্স তৈরি করে বিপুল পরিমাণ অর্থ ঋণ তোলা হয়েছিল।

ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই সরিতা রাইয়ের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে শুরু করেছেন স্থানীয়রা। অতীতে তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল নেত্রী থাকার সুবাদে সেল্ফ হেল্প গ্রুপের টাকা নয়ছয় ও সই জাল করে টাকা তুলে নেওয়ার মতো গুরুতর অভিযোগও উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। এসবের জেরে মঙ্গলবার রাতেই ভক্তিনগর থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে সরিতার দাবি, তিনি রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার। তাঁর কথায়, 'তৃণমূল করতাম বলেই আমাকে ফাঁসানো হচ্ছে। সব কিছু জেনেই লোন করা হয়েছিল।' অন্যদিকে, মিনা জানান, ৬০ হাজার টাকা লোনের কথাই তাঁর জানা ছিল।

পুলিশের জালে

শিলিগুড়ি, ৯ সেপ্টেম্বর : রাতের অন্ধকারে বিজেপির ঝান্ডা ব্যবহার করে রাম মন্দিরের নামে জমি দখলের অভিযোগের ঘটনায় বুধবার তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে মেডিকেল ফাঁড়ির পুলিশ। ধৃত মামণি বর্মন, মিনতি বর্মন ও রমেশ রায় মেডিকেল মোড় এলাকার বাসিন্দা। স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, দলের সঙ্গে ধৃতদের সম্পর্ক নেই। রবিবার রাতে মেডিকেল ফাঁড়ি এলাকার মিনি মার্কেট সংলগ্ন জমিতে মন্দির তৈরির নাম করে বিজেপির ঝান্ডা নিয়ে ঢুকে পড়ে কিছু লোক। দুটি প্লটে ঝান্ডা লাগিয়ে একটিকে মন্দিরের জমি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

নিখাদ আনন্দ।। দক্ষিণ দিনাজপুরের বেলতাড়ায় ছবিটি তুলেছেন মদন চৌধুরী।

নাবালক গ্যাংয়ের দাপট চাকুলিয়ায়

অধরা চুরি চক্রের পান্ডারা

মহম্মদ আশরাফুল হক

চাকুলিয়া, ৯ সেপ্টেম্বর : বুধবার সকাল-সকাল চাকুলিয়ার সাপ্তাহিক হাটে বাজার করতে গিয়েছিলেন আলাউদ্দিন। আচমকা বুঝতে পারেন, তাঁর পকেট থেকে কেউ মোবাইলটি টেনে বের করার চেষ্টা করছে। হাতেনাতে এক নাবালককে ধরে ফেলেন তিনি। জনবহুল হাটের মধ্যে এমন কাণ্ড দেখে ভিড় জমে যায়। ওই নাবালককে আটকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তার কথাবার্তায় অসংগতি ধরা পড়ে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাকে থানায় নিয়ে যায়। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, ধৃত ওই নাবালক প্রতিবেশী রাজ্য ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা।

চাকুলিয়া বাজার ও সংলগ্ন এলাকায় সাম্প্রতিক সময়ে মোবাইল ফোন ও নগদ টাকা চুরির ঘটনা মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। ভিড়কে কাজে লাগিয়ে একের পর এক চুরির ঘটনায় উদ্বেগ ছড়িয়েছে ব্যবসায়ী মহলে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ৩ অগাস্ট থেকে ৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চাকুলিয়া থানায় মোবাইল চুরির মোট ৩৬টি লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছে। পুলিশ এ পর্যন্ত দুজনকে আটক করেছে এবং ঘটনাচক্রে ধৃত দুজনেই নাবালক, যাদের বয়স ১৪ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে। অভিযোগ, ভিনরাজ্য থেকে নিয়ে আসা একদল নাবালককে এই সুসংগঠিত অপরাধচক্রে কাজে লাগানো হচ্ছে। তবে মাঝেমধ্যে দু-একটি নাবালক ধরা পড়লেও তাদের আড়ালে থাকা চক্রের পান্ডারা অধরাই থেকে যাচ্ছে।

স্থানীয় ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, শাকসবজি ও মাছের বাজারে সাধারণ মানুষের উপচে পড়া ভিড়কেই হাতিয়ার করছে এই চক্র। শুধু পকেটমারি বা মোবাইল চুরি নয়, সুযোগ পেলে দোকানের ক্যাশবক্সও সাবাড় করে দিচ্ছে।

চাকুলিয়া বাজারের এক ওষুধ ব্যবসায়ী সুমন দাস বললেন, 'দোকানের ক্যাশবক্সে ভুলবশত চাবি দেওয়া ছিল না। মাত্র দুই মিনিটের জন্য ভেতরে গিয়েছিলাম। কিন্তু ফিরে এসেই দেখি, ক্যাশবক্সে থাকা ৩ হাজার টাকা উধাও। কিছুক্ষণ বাদে লক্ষ্য করি, একটি দেওয়ালের আড়ালে চার-পাঁচজন নাবালক সেই টাকা ভাগাভাগি করছে। চিৎকার করে ধাওয়া করলেও হাটের ভিড়ের মধ্যে তারা পালিয়ে যায়।'

ছবি : এআই

একই ধরনের অভিজ্ঞতার শিকার হয়েছেন কানকি রোডের সারের ব্যবসায়ী মণিরুল ইসলাম। দোকানের টেবিলের ওপর রাখা মোবাইল নিমেষের মধ্যে উধাও হয়ে যায়। তাঁর কথায়, 'হাটের দিন দলবেঁধে নাবালকদের নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অনেক সময় বয়সে ছোট হওয়ার কারণে সাধারণ মানুষ এদের ছেড়ে দেন, আর এই সুযোগেই আড়ালে থাকা মূল পান্ডারা অধরা থেকে যাচ্ছে।'

টাকার প্রলোভন দেখিয়ে ভিনরাজ্য থেকে নাবালকদের এনে এই চক্রে নামানো হচ্ছে বলে ব্যবসায়ীদের দাবি। অবিলম্বে এদের পেছনের মূল পান্ডাদের চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা। চাকুলিয়া ব্যবসায়ী সংগঠনের এক সদস্য পিনাকী কর্মকারের বক্তব্য, 'এই ধরনের ঘটনা চাকুলিয়া এলাকায় বারবার ঘটছে। ধরা পড়ছে নাবালক। চক্রের মাথাদের বিরুদ্ধে দ্রুত পদক্ষেপ করা উচিত পুলিশের।' চাকুলিয়া থানার পুলিশ পুরো চক্রটির শিকড় খুঁজতে তদন্ত শুরু করেছে।

আলাদা কাউন্টার

ইসলামপুর, ৯ সেপ্টেম্বর : বুধবার থেকে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের আউটডোরে মহিলা ও বয়স্কদের জন্য আলাদা টিকিট কাউন্টার পরিষেবা চালু হয়েছে। সম্প্রতি এই মর্মে 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-এ খবর প্রকাশিত হয়েছিল। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছিল, চলতি মাসেই এই পরিষেবা শুরু হবে। এদিন সকালে নির্ধারিত সময়ে দেখা যায়, আউটডোরে টিকিট কাউন্টারে মহিলা ও বয়স্কদের জন্য আলাদা পরিষেবা শুরু করা হয়েছে।

হাসপাতালের সহকারী সুপার সন্দীপন মুখোপাধ্যায় নিজে দাঁড়িয়ে থেকে পরিষেবা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করছিলেন। সন্দীপন বললেন, 'আজ থেকে আমরা এই পরিষেবা শুরু করেছি। পরিষেবা মসৃণভাবে যাতে চলে, তার জন্য সমস্ত পদক্ষেপ করা হয়েছে।'

সেবা-সংকল্প অভিযান

শিলিগুড়ি, ৯ সেপ্টেম্বর : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সেবা-সমর্পণের ২৫ বছর উপলক্ষ্যে আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত 'সেবা-সংকল্প অভিযান' পালন করবে বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা। প্রত্যেক সরকারি সুবিধাভোগীর বাড়িতে প্রদীপ জ্বালানোর আহ্বান জানানো হবে। 'স্বপ্নের ভারত' নামে কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। বিকশিত ভারতের অঙ্গ হিসেবে নানা কর্মসূচি করা হবে। বিজেপি দেশজুড়ে এক মাসব্যাপী অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের সম্মান জানানো থেকে শুরু করে সরকারি নানা প্রকল্পের প্রচার করবে। পদযাত্রা ও বাইক-মিছিল হবে।

দিনশেষে আড্ডায়।। বুধবার দমনপুরে আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

শিক্ষক বদলিতে দুর্নীতি

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৯ সেপ্টেম্বর : তৃণমূল আমলে শিক্ষক বদলির ক্ষেত্রে যেভাবে দুর্নীতি হয়েছিল, তা বিজেপির জমানাতেও অব্যাহত রয়েছে। বিরোধীরা নন, এমন অভিযোগ এনে তোপ দাগলেন খোদ বিজেপিরই এক শিক্ষক নেতা। তৃণমূল আমলে শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলায় হওয়া দুর্নীতি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টার ঘটনায় বিজেপির একাংশ জড়িত বলেও অভিযোগ তোলেন বিজেপি শিক্ষক সেলের নেতা বিশ্বদীপ ঘোষ। বুধবার শিলিগুড়িতে সাংবাদিক বৈঠক করে বদলি সংক্রান্ত বিস্তর অভিযোগ তোলার পাশাপাশি তিনি নিশানা করেছেন বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডলকে। এ ঘটনায় নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে বিজেপির অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব।

শিক্ষক বদলি নিয়ে তৃণমূল জমানায় শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলায় বিস্তর অভিযোগ উঠেছে। কিছু শিক্ষককে অ্যাটাচমেন্টে বছরের পর বছর অন্য স্কুলে রেখে স্থায়ী না করার অভিযোগ যেমন রয়েছে, তেমনই অনেক শিক্ষককে অ্যাটাচমেন্টের মাধ্যমে দ্রুত স্থায়ী করার অভিযোগও রয়েছে। এমন অনেক শিক্ষক রয়েছেন, যাঁদের পাঁচ বছরে তিনবার পর্যন্ত বদলি করে পছন্দের স্কুল দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ রয়েছে, যা নিয়ে সরব বিশ্বদীপ সহ বেশ কয়েকজন। বিশ্বদীপের অভিযোগ, এ বিষয়ে তিনি সরব হওয়ায় তাঁকে দলের তরফে হাত-পা বেঁধে দেওয়া হয়।

দলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ পদ্ম নেতার

তিনি বলেন, '২০২৬ সাল পর্যন্ত শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার বিজেপির শিক্ষা সেলের আহ্বায়কের দায়িত্বে রয়েছি। কিন্তু দলের জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডল বিভিন্ন জায়গায় বলছেন, আমি দলত্যাগ করেছি, অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন। তৃণমূল আমলে যিনি দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁকে আমাদের মাথার ওপর বসিয়ে দেওয়া হয়েছে।' ওই শিক্ষক নেতার অভিযোগ, তাঁদের মতো পুরোনো কর্মীদের বিদায় দিতে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। জেলা সভাপতি সবটা করছেন। তৃণমূল আমলে সব দুর্নীতি ধামাচাপা দেওয়া হচ্ছে।'

এদিকে, বিশ্বদীপের অভিযোগকে গুরুত্ব দিতে নারাজ জেলা সভাপতি অরুণ। তিনি বলেন, 'জেলায় বিশ্বদীপ ঘোষ কোনও দায়িত্বে নেই। যে কেউ নিজের বক্তব্য তুলে ধরতে পারেন। শিক্ষকদের নিয়ে উনি যা বলেছেন, সেটা সরকার বলবে। দল ও সরকার এক নয়। উনি যদি মনে করেন দল সম্পর্কে কিছু বলবেন, সেটা নির্দিষ্ট জায়গায় বলতে পারেন।'

পুলিশ হেপাজত

ইসলামপুর, ৯ সেপ্টেম্বর : প্রধান শিক্ষক খুনের ঘটনায় ধৃতকে বুধবার আদালতে তোলা হলে বিচারক সাতদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। সরকারি আইনজীবী সঞ্জয় ভাওয়াল এই তথ্য জানিয়ে বলেন, 'ধৃতের বিরুদ্ধে খুনের ঘটনায় জড়িত থাকার তথ্য পেয়েছে পুলিশ।' ইসলামপুরে প্রধান শিক্ষককে খুনের ঘটনায় মহারাষ্ট্রের সংগলি জেলার ভিটা থেকে সোমবার আনজামুল আলমকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। মঙ্গলবার ট্রানজিট রিমান্ডে তাঁকে ইসলামপুরে আনা হয়। ধৃতের বাড়ি গুঞ্জরিয়ার আগুরশিয়ায়। ৮ অগাস্ট রাজা ভীম প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নজরুল ইসলামকে আততায়ীরা গুলি করে খুন করেছিল। খুনের মাস্টারমাইন্ড এক শিক্ষিকাকে পুলিশ ইসলামপুর শহর থেকে সম্প্রতি গ্রেপ্তার করেছে। ওই শিক্ষিকার সঙ্গী লালাকে দিল্লি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। বিহার থেকে সোহেলকে গ্রেপ্তার করা হয়। এদিন আনজামুলকে হেপাজতে পেল পুলিশ।

বোর্ড গঠন ঘিরে টানাপোড়েন

চোপড়া, ৯ সেপ্টেম্বর : প্রধান ও উপপ্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনে তাঁদের পদচ্যুত করার পর এবার নতুন বোর্ড গঠন ঘিরে তৃণমূল পরিচালিত সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে শুরু হয়েছে টানাপোড়েন। ১৬ সেপ্টেম্বর বোর্ড গঠনের দিন নির্ধারিত হয়েছে। তার আগে প্রধান ও উপপ্রধান দুই পদে দলের একাধিক সদস্য দাবিদার হওয়ায় প্রকাশ্যে না হলেও পঞ্চায়েতের অন্দরে শুরু হয়েছে গ্রুপিং ও দরকষাকষি। পরিস্থিতি কোনদিকে গড়ায়, সেদিকেই এখন নজর রাজনৈতিক মহলের। এই আবহে বৃহস্পতিবার সদস্যরা নিজেদের মধ্যে আবার বৈঠকে বসতে পারেন বলে জানা গিয়েছে।

২৯ সদস্যের সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধান রুবি খাতুন ও উপপ্রধান চন্দ্রশেখর সিংহের বিরুদ্ধে ২৩ জন সদস্য অনাস্থা প্রস্তাব আনেন। ২৭ অগাস্ট সেই প্রস্তাব পাশ হয়। কিন্তু নতুন বোর্ড গঠনের দিন যত এগিয়ে আসছে, ততই বদলাতে শুরু করেছে সমীকরণ। সদস্যদের একাংশের বক্তব্য, শুরুতে পদ নিয়ে একরকম আলোচনা থাকলেও এখন একাধিক দাবিদার সামনে এসেছেন। তবে নিজেদের মধ্যে আলোচনা না হওয়া পর্যন্ত কারও নাম নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। সদস্যদের মধ্যে মহম্মদ রশিদ আলম বলছেন, 'নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেই পদাধিকারীদের ঠিক করা হবে।' কমলাকান্ত রায় নামে আরেক সদস্যর কথায়, 'প্রধান ও উপপ্রধান নির্বাচনের মাধ্যমে বোর্ড গঠনের ব্যাপারে আজই চিঠি পেয়েছি। এবার সদস্যদের মধ্যে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।'

আরেক সদস্য অখিল পাল বলছেন, 'একাধিক দাবিদার থাকতেই পারেন। তবে আলোচনার পরই বিষয়টি পরিষ্কার হবে।'

তৃণমূল নেতা তথা চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির ভূমি কর্মাধ্যক্ষ প্রদীপ সিংহ বলছেন, 'সোনাপুরে সদস্যরা নিজেরাই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এতে দলের কোনও ভূমিকা নেই।'

বিজেপির মণ্ডল সভাপতি সুরেন্দ্র প্রসাদ বলছেন, 'যতদূর শুনেছি, প্রধানের ক্ষেত্রে সেভাবে তোড়জোড় না হলেও উপপ্রধানের ক্ষেত্রে বেশ কয়েকজন দাবিদার রয়েছেন।'

পঞ্চায়েত সদস্যদের দাবি, বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার কিছুদিন পর থেকেই প্রধান ও

- বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার কিছুদিন পর থেকেই প্রধান ও উপপ্রধান পঞ্চায়েত কার্যালয়ে আসা বন্ধ করে দেন
- গত ২৭ অগাস্ট ২৯ সদস্যের প্রধান ও উপপ্রধানের বিরুদ্ধে ২৩ জন সদস্য অনাস্থা আনেন
- ১৬ সেপ্টেম্বর প্রধান ও উপপ্রধান নির্বাচনের দিন ধার্য

উপপ্রধান পঞ্চায়েত কার্যালয়ে আসা বন্ধ করে দেন। ফলে প্রশাসনিক কাজকর্ম কার্যত অচল হয়ে পড়ে। দীর্ঘদিনের এই পরিস্থিতির পরই অনাস্থা আনা হয়। এদিকে বিদায়ি প্রধানের ফোন সুইচড অফ থাকায় তাঁর প্রতিক্রিয়া মেলেনি। উপপ্রধানকে বারবার ফোন করলেও সাড়া পাওয়া যায়নি। চোপড়ার জয়েন্ট বিডিও ডোমিট লেপচা জানিয়েছেন, ১৬ সেপ্টেম্বর প্রধান ও উপপ্রধান নির্বাচনের দিন ধার্য হয়েছে।

পুজো অনুদান নেওয়া নিয়ে দোটানা শিলিগুড়িতে

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৯ সেপ্টেম্বর : হাতেগোনা আর কয়েকদিন পরেই দুর্গাপুজো। মণ্ডপ থেকে প্রতিমা গড়ার প্রস্তুতি চলছে সব জায়গায়। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ছোট পুজো কমিটিগুলির জন্য ১ লক্ষ টাকা করে অনুদান ঘোষণা করেছেন এবং বড় পুজো কমিটিগুলিকে অনুদান না নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন। এরপর কলকাতার একের পর এক বড় পুজো সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘোষণা করেছে যে, তারা এবার থেকে আর সরকারি অনুদান নেবে না। কলকাতার মতোই শিলিগুড়িতেও বড় পুজো কমিটিগুলি বিজ্ঞাপন থেকে মোটা টাকা আয় করে। তবে অনুদান গ্রহণ নিয়ে শিলিগুড়ির অধিকাংশ পুজো কমিটি এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। সিংহভাগ ক্লাবেই এ ব্যাপারে আলোচনা হয়নি বলে জানা গিয়েছে। টাকার অঙ্ক অনেকটা হওয়ায় দোটানায় পড়েছেন পুজো উদ্যোক্তারা।

সেন্ট্রাল কলোনির পুজো এবার ৬৪তম বর্ষ। বিশেষ আকর্ষণ 'ভাস্কর্যের রূপকথা'। মণ্ডপসজ্জা থেকে আলোকসজ্জা— সবকিছুতেই থাকছে চমক। পুজোর বাজেট প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা। মুখ্যমন্ত্রীর আবেদনে সাড়া দিয়ে চলতি বছর সরকারি অনুদান না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পুজো উদ্যোক্তারা। পুজো কমিটির সম্পাদক পার্থ দে বলেন, 'আমরা সরকারি অনুদান না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

সেন্ট্রাল কলোনি অনুদান না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেও শহরের বাকি বড় বাজেটের পুজো কমিটিগুলির বেশিরভাগ এখনও মনস্থির করতে পারেনি।

দাদাভাই ক্লাবের মাঠে সকাল থেকেই দর্শনার্থীদের ভিড় চোখে পড়ে। বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের ভিড়ে গমগম করে মাঠ চত্বর। ইতিমধ্যেই সেখানে শুরু হয়ে গিয়েছে মণ্ডপ তৈরির কাজ। এবারের থিম 'প্রথা'। পুজোর অনুদান নিয়ে এখনও কমিটির সদস্যদের মধ্যে আলোচনা হয়নি বলে জানানো হয়েছে।

পাশেই সুব্রত সংঘের পুজোও বেশ জনপ্রিয়। প্রতিবছর নতুন থিমে দর্শকদের নজর কাড়ে এই পুজো। চলতি বছর ৬৯তম বর্ষে সুব্রত সংঘের থিম 'আদিশক্তি'। এবার তাদের বাজেট ২০ লক্ষ টাকার নীচে। সরকারি অনুদান নিয়ে প্রশ্ন করা হলে কমিটির সম্পাদক রবীন্দ্রকুমার নাথ বলেন, 'এবার বাজেট বেশি রাখা যায়নি। সরকারি অনুদান নেওয়া হবে কি না, সে ব্যাপারে এখনও আলোচনা হয়নি। অনুদানের পরিমাণ যেহেতু অনেকটা, তাই সবাই মিলে আলোচনা করেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

শক্তিগড় সর্বজনীন এবার ৭৫তম বর্ষে পা দিচ্ছে। এবারের আকর্ষণ রাজস্থানের হাওয়ামহলের আদলে মণ্ডপসজ্জা ও অডিও-ভিজুয়াল লেসার শো। প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা বাজেটে পুজো হচ্ছে। পুজো কমিটির সম্পাদক রথীন দে জানান, সরকারি অনুদান নেওয়া নিয়ে এখনও কোনও আলোচনা হয়নি।

শহরের অপর এক বড় পুজো সংঘশ্রী ক্লাবের। এবার হীরক জয়ন্তী বর্ষে তাদের থিম 'অন্তরদর্শন'। ইতিমধ্যেই মণ্ডপ তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা বাজেটের এই পুজোয় সরকারি অনুদান নেওয়া হবে কি না, সে বিষয়ে এখনও আলোচনা হয়নি বলে জানান কমিটির সদস্য শৈবাল দত্ত।

নমাজের আবেদন

দমদম বিমানবন্দর চত্বরে থাকা মসজিদে নমাজ বন্ধের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা দায়ের হল। নমাজ পড়ার আবেদন জানিয়ে বুধবার বিচারপতি কৃষ্ণ রাওয়ের এজলাসে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। ১৬ সেপ্টেম্বর মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

অ্যাকাউন্টে নজর

জমি দুর্নীতি মামলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়ের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রায় ১৫ কোটি টাকা জমা হয়েছে। শুধু জুনেই জমা পড়েছে প্রায় ৭১ লক্ষ টাকা। এটা শুধু হিমশৈলের চূড়া বলে সুপ্রিম কোর্টে দাবি রাজ্যের।

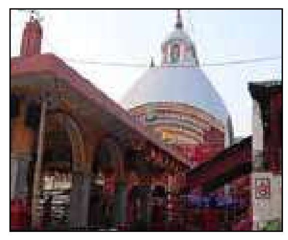

কঠোর নিরাপত্তা

কৌশিকী অমাবস্যার জন্য নিরাপত্তা বলয়ে মুড়ে ফেলা হচ্ছে তারাপীঠ। মেলাপ্রাঙ্গণে প্রায় ৪ হাজার পুলিশকর্মী, ১১টি ওয়াচটাওয়ার ও ৪০০ সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। ফেস রেকগনিশন ক্যামেরা ও ড্রোনের সাহায্যে চলবে নজরদারি।

প্রস্তুতি থমকে

দুর্গাপুজোর কমিটি গঠনে জটিলতার জেরে দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি থমকে বাগবাজার সর্বজনীনের। ক্লাবের মাঠে এখনও খুঁটিপুজো হয়নি। ইতিমধ্যেই বিষয়টি আদালতে বিচারাধীন। শুনানির পরে জটিলতা কাটার সম্ভাবনা।

২৬৩ জনের রাজ্য কমিটি বিজেপির

কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর : বঙ্গ বিজেপির রাজ্য কার্যকরী কমিটিতে এলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বাবা প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ শিশির অধিকারী। রাজ্য সভাপতি ঘোষণা হওয়ার ১৪ মাস পরে বুধবার দলের রাজ্য কার্যকরী কমিটি ঘোষণা হল। ২৬৩ জনের সেই কমিটিতে শিশির অধিকারী ছাড়া কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার এবং শান্তনু ঠাকুর জায়গা পেয়েছেন। এছাড়া রাজ্যের একাধিক মন্ত্রী, বিধায়ক ও বিজেপির রাজ্য এবং জেলা স্তরে বিতর্কিত রাজকমল পাঠক, ডায়মন্ড হারবারের অভিজিৎ দাস (ববি), পরিচিত, অপরিচিত বহু পুরোনো কর্মীকে জায়গা দেওয়া হয়েছে এই কমিটিতে। এবার ২০৭টি আসনে জয় পেয়েছে বিজেপি। ইতিমধ্যেই রাজ্যের প্রায় পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছে। সেই সুবাদে বিধায়কদের মধ্যে অনেকেই মন্ত্রী এবং অন্যান্য পদ পেয়েছেন।

এদিনের প্রকাশিত তালিকায় প্রায় ৫০ জন বিধায়ক সরাসরি মন্ত্রী বা বিধায়ক হিসেবে রাজ্যের কার্যকরী কমিটিতে স্থান পেয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সহ তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তাপস রায়, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, নিশীথ প্রামাণিক, শংকর ঘোষ। তবে একই সঙ্গে দিলীপ ঘোষের মতো ক্যাবিনেট মন্ত্রী এবং সাংগঠনিক দায়িত্বে থাকা নেতারা রাজ্যের কার্যকরী কমিটিতে জায়গা পাননি। যদিও দ্বিতীয় দফায় প্রকাশিত তালিকায় দিলীপ ঘোষ এবং রাহুল সিনহার নাম আছে।

সাসপেন্ড হয়ে দীর্ঘদিন দলের বাইরে থাকা সায়ন্তন বসু এবার বারাসত সাংগঠনিক জেলা থেকে কমিটিতে সদস্য হয়েছেন। এদিকে দলীয় সূত্রে খবর, আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর রাজ্যে আসছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন। রাজ্যে তাঁর সফরের আগে দলের রাজ্য কার্যকরী কমিটি ঘোষণা তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

শিক্ষক বদলিতে নিষেধাজ্ঞা

কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর : জনগণনার কাজে যুক্ত শিক্ষকদের বদলিতে ‘রেড সিগন্যাল’। স্কুলশিক্ষা দপ্তরের এক নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জনগণনার কাজ করা কোনও শিক্ষক-শিক্ষিকাকে বদলি করা যাবে না। ক্ষুব্ধ শিক্ষকদের একাংশের প্রশ্ন, জনগণনার প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ হওয়ার কথা ১৫ সেপ্টেম্বর। তাহলে শিক্ষা দপ্তর কেন বাড়তি ১৫ দিনের সময়সীমা বেঁধে দিল? শিক্ষকদের আশঙ্কা, মূলত আইনি ও আপস বদলি আটকাতেই এই উদ্যোগ। সেনসাস কর্মী ঐক্যমঞ্চের সাধারণ সম্পাদক স্বপন মণ্ডল বলেন, ‘আদালতের নির্দেশে ইতিমধ্যে অনেকের বদলি হচ্ছে। কিন্তু এই বিজ্ঞপ্তিতে যেভাবে শিক্ষকদের রিলিজ করতেও নিষেধ করা হয়েছে, তাতে আদালতের নির্দেশে হওয়া ওইসব বদলিও কার্যত বন্ধ হয়ে যেতে পারে।’

বিরুদ্ধ মতের শিকড় উপড়ে ফেলার ডাক মুখ্যমন্ত্রীর

‘যাদবপুর গেরুয়াই হবে’

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর : বিগত বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র মুখে বারবারই শোনা গিয়েছিল রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলকে শিকড় সহ উৎখাত করার হুঁশিয়ারি। রাজ্যের ক্ষমতায় বদলের পর সেই হুঁশিয়ারি ফিরে এল মুখ্যমন্ত্রীর মুখে। বুধবার যাদবপুরে গেরুয়া সম্মান যাত্রার শেষে বাম, অতিবাম সহ সমস্ত বিরুদ্ধ মতকে শিকড় সহ উপড়ে ফেলার শপথ নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

বৃহস্পতিবার বিধানসভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, শিক্ষাকর্মীদের বদলি সংক্রান্ত বিল পেশ করতে চলেছে উচ্চশিক্ষা দপ্তর। সেই বিলের লক্ষ্য যে যাদবপুরকে কার্যত গেরুয়া করাই, এদিন তা নিজেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘শপথ নিয়েছি, এই যাদবপুরে যেখানে সেন্ট্রাল অফ এক্সেলেন্স, ঋষি অরবিন্দের ভূমি সেখানে কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি গ্যাংকে, কিষেনজিকে রেড স্যালুট দেওয়ার লোকেদের আর যাঁরা গেরুয়া তাণ্ডব লিখেছেন তাঁদের শিকড় সহ তুলব আমি।’

যাদবপুরে ছাত্র সংঘর্ষের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেন গেটের বাইরে সভা করে ‘গেরুয়া তাণ্ডব লেখা’ একটি বিশেষ সংবাদমাধ্যম ও তাদের সঙ্গে সমমনোভাবাপন্নদের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বুধবার সেখানেই ফের সভা করে বিরুদ্ধ মতকে উপড়ে ফেলার হুঁশিয়ারি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন দক্ষিণ কলকাতার গোলপার্ক থেকে যাদবপুর এইট বি বাসস্টপ পর্যন্ত গেরুয়া সম্মান যাত্রা করেন মুখ্যমন্ত্রী। কার্তিক মহারাজ, তাপস রায়, কৌশিক চৌধুরীর মতো মন্ত্রী ও দলীয় নেতা-কর্মীদের সঙ্গে এদিনের মিছিলে বড় সংখ্যায় উপস্থিত ছিলেন গেরুয়া বসন পরা সাধুসন্ত থেকে শুরু করে নাগা সন্ন্যাসীরা। মিছিলের শেষে মঞ্চের সংক্ষিপ্ত ভাষণের একেবারে শুরুতেই মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে দেন, এই গেরুয়া সম্মান যাত্রার উদ্দেশ্য। সতর্ক করে বলেন, গেরুয়া নিয়ে কোনও অপশব্দ লেখার ক্ষেত্রে এরপর যাতে তাঁরা পাঁচবার ভাবেন সেই বার্তা দিতেই তাঁর এদিনের মিছিল। যাদবপুর ক্যাম্পাসের দেওয়ালে কিষেণজি রেড স্যালুট লেখা স্লোগান নিয়ে সেদিনই সুর চড়িয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিনের সভা থেকেও আঙুল উঁচিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে শোনা গেল, ‘কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি, ফ্রি প্যালেস্তাইন, কিষেণজি রেড স্যালুট বলা লোকেদের কী করে সাফ করতে হয় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জানেন।’

যাদবপুর, প্রেসিডেন্সির মতো বিজেপি বিরোধী প্রতিষ্ঠানগুলি দখলই যে শাসক দলের লক্ষ্য সেটা প্রতিদিনই স্পষ্ট হচ্ছে। সেই লক্ষ্যে একদিকে সরকার পুলিশ প্রশাসনকে ব্যবহার করে ক্যাম্পাসকে যেমন বিরোধী শূন্য করার উদ্যোগ নিয়েছে, পাশাপাশি ক্যাম্পাসে বিরুদ্ধ মতাদর্শের চর্চা নির্মূল করতে বিশেষত অধ্যাপক, শিক্ষাকর্মীদের বদলি করে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার কৌশল নিয়েছে সরকার। সেই লক্ষ্যে জরুরি ভিত্তিতে উচ্চশিক্ষা দপ্তরকে দিয়ে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অধ্যাপক, শিক্ষাকর্মীদের বদলি সংক্রান্ত বিল আনতে চলেছে সরকার। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় সেই বিল পেশ হওয়ার কথা। বিধানসভা বিল পেশের আগেই প্রথা বহির্ভূতভাবে এদিন সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী এই বিলকে ঐতিহাসিক বলে দাবি করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ‘উচ্চশিক্ষা দপ্তর ঐতিহাসিক বিল আনতে চলেছে। ইতিমধ্যে ক্যাবিনেট অনুমোদন দিয়েছে। আজ রাজ্যপাল তাতে স্বাক্ষর করেছেন। এই বিলে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক এবং শিক্ষাকর্মীদের বদলি চালু করছে সরকার।’

গেরুয়া সম্মান যাত্রায় মুখ্যমন্ত্রী। বুধবার কলকাতায়। -দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

নয়া রেজিস্ট্রার

কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে দীর্ঘ বিতর্কের মধ্যেই অপসারণ করা হল রেজিস্ট্রার সেলিম বক্স মণ্ডলকে। ক্যাম্পাসে অশান্তির ঘটনায় শিক্ষক ও পড়ুয়াদের একাংশ রেজিস্ট্রারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তারই মধ্যে সেলিম বক্স মণ্ডলকে সরিয়ে ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক দেবজিৎ দত্তকে রেজিস্ট্রার পদে দায়িত্ব দিলেন আচার্য তথা রাজ্যপাল। সরানো হয়েছে ফিনান্স অফিসার শিলাদিত্য চট্টোপাধ্যায়কে। তাঁর পরিবর্তে কলা বিভাগের সচিব ইন্দ্রজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়োগ করা হয়েছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বলেন, ‘বুধবার নতুন রেজিস্ট্রার ও ফিন্যান্স অফিসারের নিয়োগ হল, তাঁরা অস্থায়ী পদে ৬ মাসের জন্য দায়িত্ব পালন করবেন। তাঁদের নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে এবং তাঁরা কাজেও যোগ দিয়েছেন।’

জাগো দুর্গা... কলকাতার কুমোরটুলিতে দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়ের তোলা ছবি।

মমতার নির্দেশে মাঠে কালীঘাট শিবির

পুলিশ হেপাজতে মৃত্যু তৃণমূল কর্মীর

বাখরাহাট, ৯ সেপ্টেম্বর : হালিশহরের পর এবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাখরাহাট। ফের পুলিশ হেপাজতে এক তৃণমূল কর্মীর মৃত্যুর অভিযোগ উঠল পরিবর্তনের পশ্চিমবঙ্গে। আর তা নিয়ে রাজ্য সরকারকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করল কালীঘাট তৃণমূল।

সোমবার স্থানীয় বিজেপি কর্মী বিজয় সিংয়ের সঙ্গে বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন তৃণমূল বুথস্তরের কর্মী পালান রায়। এরপর তাঁকে বাখরাহাট থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। আধ ঘণ্টার মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছিল। কিন্তু তার কিছুক্ষণের মধ্যেই থানার তরফে পরিবারকে ফোন করে পালানের অসুস্থতার কথা জানানো হয়। হাসপাতালে পৌঁছে তাঁর নিথর দেহ দেখতে পান পরিবারের সদস্যরা। এরপরেই পুলিশ হেপাজতে মৃত্যুর অভিযোগ তুলে সরব হন স্থানীয়রা। এই ঘটনাকে হাতিয়ার করে এবার রাজ্য প্রশাসনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক চাপ বাড়াতে শুরু করেছে কালীঘাট তৃণমূল।

তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে পালানের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন রাজ্যসভার সাংসদ দোলা সেনের নেতৃত্বাধীন এক প্রতিনিধিদল। অসহায় পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে দলের তরফে। পরে দোলা বলেন, ‘চারমাসের মধ্যে পুলিশ হেপাজতে তিনজনকে আমরা হারালাম। এই ঘটনা শুধু দুর্ভাগ্যজনক নয় বরং নিন্দনীয় এবং তৃণমূল কংগ্রেস সর্বসম্মতক্রমে ধিক্কার জানাচ্ছে। বাম আমলে হেপাজতে মৃত্যুর অনেক ঘটনা আমরা দেখতাম। কিন্তু ১৯৯৫ সালে এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর এধরনের ঘটনা কমেছিল।’ বিজেপি সরকারকে কটাক্ষ করে তিনি যোগ করেন, ‘পুলিশি হেপাজতে মৃত্যু বন্ধ হওয়া দরকার। প্রশাসনের শুভ বুদ্ধির উদয় হোক।’ অপরদিকে কুণাল ঘোষ বলেন, ‘বারুইপুর, হালিশহরের পর বাখরাহাটে একই কায়দায় পুলিশি হেপাজতে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। তৃণমূলকে আক্রমণ করে কেন্দ্রীয় শিক্ষাপ্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, ‘ওদের আমলে কী কী মৃত্যু হয়েছে, আমরা বললে মুখ তুলে তাকাতে পারবেন না। আগে অভয়ার সঙ্গে যা হয়েছে সেটা বলুন, পরে পুলিশ হেপাজতে মৃত্যুর হিসেব নেবেন।’

মৃত তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে দোলা সেন সহ অন্যরা। বুধবার বাখরাহাটে।

আমরা গোটা বিষয়ে মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।’

এই ইস্যুতে সরব হয়েছে ঋতব্রতপন্থী তৃণমূলও। রঘুনাথগঞ্জের বিধায়ক আখরুজ্জামানের অভিযোগ, ‘যে দলের কর্মীরা বিজেপির বিরোধিতা করবে, তাঁদের পুলিশ তুলে নিয়ে গিয়ে পিটিয়ে হত্যা করবে। মানুষের মধ্যে ভয়ভীতি প্রদর্শন করে গেরুয়াকরণের একটা চেষ্টা করা হচ্ছে।’ এপ্রসঙ্গে বহরমপুরের প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ অধীররঞ্জন চৌধুরিরও প্রশ্ন, ‘পুলিশ এত হিম্মত পাচ্ছে কীকরে, যে থানার ভিতরে বিজেপি নেতাদের ইশারায় মানুষকে পিটিয়ে মেরে ফেলছে?’ সরকারের দ্রুত হস্তক্ষেপের দাবিও তুলেছেন তিনি। জবাবে কালীঘাট

রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর আইনশৃঙ্খলার প্রশ্নে কোনও আপস করা হবে না বলে একাধিক বার বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। পুলিশকে কঠোর হাতে পরিস্থিতি সামলানোর নির্দেশও দেওয়া হয়েছে বলে প্রশাসনিক মহলের দাবি। কিন্তু পালাবদলের মাত্র চার মাসের মধ্যে পরপর পুলিশ হেপাজতে মৃত্যুর অভিযোগ সামনে আসায় সেই প্রশাসনিক অবস্থান নিয়েই প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে বিরোধীরা। পুলিশি হেপাজতে মৃত্যুর অভিযোগের পাশাপাশি পালাবদলের পর ঘরছাড়াদের বাড়ি ফেরানোর দাবিতেও এ দিন রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের দ্বারস্থ হয় কালীঘাট তৃণমূল।

ঢালাও আয়োজনে শপথগ্রহণ ঘুগের

কলকাতা, ৯ সেপ্টম্বর : রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পর নজিরবিহীন আড়ম্বর ও ঢালাও ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের ৪৫তম প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথগ্রহণ করলেন বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগেই। বুধবার রাজভবন ও হাইকোর্ট চত্বরের জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান রাজ্যপাল আর এন রবি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, বিধানসভার অধ্যক্ষ রথীন্দ্রনাথ বসু, মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল এবং রাজ্যের আইন প্রতিমন্ত্রী বিরাজ বিশ্বাস সহ প্রমুখ। তবে ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত ছিলেন বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিনের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানকে ঘিরে হাইকোর্ট চত্বরে বেশ কিছু অভূতপূর্ব পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। আদালতের মূল বারান্দা থেকে প্রথম তলা পর্যন্ত দীর্ঘদিনের লাল কার্পেটের পরিবর্তে বিছানো হয় গাঢ় সবুজ রঙের কার্পেট। রাজনৈতিক বিতর্ক কিংবা ‘গেরুয়া’ বিতর্ক এড়াতেই কৌশলে কার্পেটের রং বদলে সবুজ

করা হল, তা নিয়ে আদালত চত্বরে আইনজীবী ও প্রশাসনিক অলিন্দে চর্চা শুরু হয়েছে। আদালত ভবনের নিরাপত্তা জোরদার করার পাশাপাশি বিভিন্ন ভবনে জায়ান্ট এলইডি স্ক্রিনের ব্যবস্থা করা হয়।

দায়িত্ব গ্রহণের পরই আবেগঘন বক্তব্যে বাংলার ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে কুর্নিশ জানান নবনিযুক্ত প্রধান বিচারপতি। মনীষীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি বলেন, ‘এই ভূমি স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর। এই বাংলাই ভারতের স্বাধীনতার জন্ম দিয়েছে।’ বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতাও জ্ঞাপন করেন তিনি।

নিজের দীর্ঘ জীবনসংগ্রামের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিতে গিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন নতুন প্রধান বিচারপতি। প্রধান বিচারপতি বলেন, ‘আমার বাবা একজন অধ্যাপক ছিলেন। ছেলেবেলায় ৪ মাইল দূরে স্কুলে সাইকেল চালিয়ে যেতাম। আজ মায়ের কথা খুব মনে পড়ছে। তিনি নিশ্চয়ই দূর থেকে আশীর্বাদ করছেন।’

উচ্ছেদের মামলা খারিজ

কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর : মালদার ইংরেজবাজার পুরসভা এলাকায় ২০০-রও বেশি হকার উচ্ছেদ সংক্রান্ত মামলা খারিজ করল প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে ও বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চ। উচ্ছেদ হলে আদালতে মামলা দায়ের করার পরামর্শ দিল হাইকোর্ট। নেতাজি মোড় থেকে হেডপোস্ট অফিস মোড়, রাজমহল রোড হয়ে রবীন্দ্র অ্যাভিনিউ পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় অনেক হকার তাদের জীবিকা নির্বাহ করেন। কিন্তু অগাস্ট মাসে জেলা প্রশাসন ও পুরকর্তৃপক্ষ মৌখিক নির্দেশ দিয়েছে, ওই হকারদের সরে যেতে হবে। তার পরেই প্রায় ২০০-রও বেশি হকার আদালতের দ্বারস্থ হন। তাঁদের অভিযোগ, কোনওরকম সার্ভে, উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া হয়নি। এই পরিস্থিতিতে জীবন ও জীবিকার সুরক্ষার দাবি করেছেন তাঁরা। কিন্তু ডিভিশন বেঞ্চের মত, নোটিশ দেওয়া হলে বা উচ্ছেদের পদক্ষেপ করা হলে তাহলে আদালত বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করতে পারবে।

জলের কি ধর্ম আছে, প্রশ্ন জ্যোতিনগরের

রিমি শীল

কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর : ৪ মে’র পর সত্যিই ‘পরিবর্তন’ দেখছেন তাঁরা। মাথায় ঝুলছে উচ্ছেদের খাড়া। তার চেয়েও বড় জ্বালা হয়ে দাঁড়িয়েছে জল। ছয় দশক ধরে গঙ্গাপাড়ে বাস করা জ্যোতিনগর কলোনির বাসিন্দাদের কাছে জল এখন অমূল্য সম্পদ। দেড়মাসের প্রতিটি দিন তাঁদের কাছে অপেক্ষার। নাওয়া-খাওয়ায় একমাত্র ভরসা গঙ্গার অপরিস্রুত ঘোলা জল। কখনও আবার থাকছে না বিদ্যুৎ সংযোগ। হাইকোর্টের নির্দেশে আপাতত উচ্ছেদ রুখলেও প্রশাসনের কাছে ‘ধর্মকাঁটায়’ ভুগছেন তাঁরা। কলকাতার মধ্যেও চিৎপুরের উত্তর বন্দর থানা এলাকার জ্যোতিনগর কলোনির ৬ নম্বর ওয়ার্ড যেন আলাদা জনপদ।

চিড়িয়া মোড় পেরোলেই বিবিবাজার। খানিক এগিয়ে সর্বমঙ্গলা ঘাটের কাছে ছোট ছোট ঘুপচি ঘরে প্রায় ৬০০ পরিবারের বাস। বন্দরের জমি হওয়ায় আগেই নোটিশ ধরানো হয়েছে তাঁদের। আপাতত উচ্ছেদ সংক্রান্ত দুটি মামলা আদালতে বিচারাধীন। তার মধ্যে দেড়মাস আগে কোনও এক অজানা কারণে কলোনির ৬টি কলে জল উধাও। কারোর মাথার ছাদ শুধুই ত্রিপল, কোনও পরিবার আবার একটি ঘুপচি ঘরেই সাত-আট জনের বাস। তৃষ্ণা মেটাতে জলের গাড়ির ব্যবস্থা করেছে সিপিএম। কিন্তু তার জন্য তুলতে হয় মোটা অঙ্কের চাঁদা। পুরসভা ও বিধায়কের দুয়ারে কড়া নেড়েও সহায়তার বদলে জুটছে ‘ধর্মের লাঞ্ছনা’। দু’হাত দেখিয়ে আক্ষেপের সুরেই সাকিলা বিবি বললেন, ‘দেখুন দেখুন গা-হাত-পা’র কী অবস্থা। বাচ্ছাগুলো গঙ্গার জল খেয়ে নানান রোগে ভুগছে। আমরা কি এই দেশের নাগরিক নই?’

বারবেলায় দুটো ভাত খেতে বসে সামনে জল নেই রসিদা বিবির। কান্নাভেজা চোখে বললেন, ‘সবার ঘরে ফিটকিরি এনে রাখা হয়েছে। বিশ্বাস করবেন না, বাচ্চারা স্কুল থেকে এসে বা কোনও আত্মীয় এসে যখন জল চায়, দিতে পারি না। আমাদের বিধায়ক রীতেশ তিওয়ারি আমাদের সঙ্গে যা ব্যবহার করলেন, আমরা চাই উনি ভালো থাকুন। এখন মনে হয়, হিন্দু হলেই ভালো হত।’ কোলের শিশুকে গঙ্গায় স্নান করাতে করাতে মহম্মদ লিহাজ বললেন, ‘১৯৮০ সাল থেকে এখানে রয়েছি। বিধায়ক বললেন, তোমরা আমাকে ভোট দিয়েছো? তোমাদের কোনও কাজ করতে পারব না। আচ্ছা দিদি, জলের কি কোনও ধর্ম রয়েছে? উনি কি শুধুই হিন্দুদের বিধায়ক?’

রাজনীতির জাঁতাকলে বৈষম্যের শিকার হওয়া রেশমা, রসিদা, সাকিলা, লিহাজদের আশা শুধুই ‘একটু জল’। বুধবার জ্যোতিনগর কলোনিতে গিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন সিপিএম নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ‘সরকার যদি না দাঁড়ায়, তাহলে আমাদের ঢাল হয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। এদের তো থাকার ব্যবস্থা করে দিতে হবে।’

জ্যোতিনগরবাসীর নাওয়া-খাওয়ায় ভরসা গঙ্গার অপরিস্রুত ঘোলা জল।

শামুক শিকার। বুধবার নদিয়ায়। -পিটিআই

বিজেপির বাজি কি চন্দ্রনাথের মা?

নন্দীগ্রাম, ৯ সেপ্টেম্বর : মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ছেড়ে যাওয়া নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনের দামামা বাজতেই শুরু হয়েছে প্রার্থী নিয়ে জল্পনা। শাসকদলের হয়ে কে লড়বেন, তা নিয়ে দলের অন্দরে আলোচনা চলছে। সম্ভাব্য নামের তালিকায় সবচেয়ে বেশি চর্চায় উঠে আসছে শুভেন্দুর প্রয়াত আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথের মা হাসি রথের নাম।

বিজেপির সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে অঞ্জন ভারতী, মেঘনাদ পাল এবং প্রলয় পালের নামও উঠে আসছে। তিনজনই তমলুক সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত এবং এলাকায় দলের পরিচিত মুখ। ইতিমধ্যেই রেয়াপাড়ার বিধায়ক কার্যালয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বের উপস্থিতিতে রুদ্ধদ্বার বৈঠক হয়েছে। তমলুক সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি মলয় সিনহার জানিয়েছেন, ‘সাংগঠনিক বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব প্রার্থী ঘোষণা করবে।’

অন্যদিকে, নন্দীগ্রামে উপনির্বাচন ঘিরে কালীঘাটপন্থী তৃণমূলের ছবিটা সম্পূর্ণ আলাদা। পালাবদলের পর পূর্ব মেদিনীপুরে তৃণমূলের সাংগঠনিক তৎপরতা কার্যত শিকেয়। প্রাক্তন মন্ত্রী অখিল গিরির ফোনও বন্ধ বলে দাবি স্থানীয় কর্মীদের। দলের দুর্দিনে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নন্দীগ্রামে প্রার্থী হওয়ার আবেদন জানিয়েছেন ‘কালীঘাটপন্থী তৃণমূল’ নেতা আবু তাহের। একই দাবি তুলেছে ঋতব্রত-তৃণমূলও।

একাধিক শপিং মলে অভিযান

অর্কজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর : নগরবাসীর খাবার তো বটেই, অগ্নি সুরক্ষাবিধি এমনকি ওষুধপথ্যের ওপরেও এবার নজরদারী শুরু করল মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রশাসন। বুধবার সকাল থেকে শহরের একাধিক নামী শপিং মল এবং বড়বাজারের মেহতা বিল্ডিং, বাগড়ি মার্কেটে একাধিক ওষুধের দোকান, গুদামে অভিযান চালায় প্রশাসন।

উৎসবের মরশুমের আগে শহরের অভিজাত শপিং মলগুলির নিরাপত্তা পরিকাঠামো এবং অগ্নি নির্বাপন বন্দোবস্ত খতিয়ে দেখতে একযোগে অভিযানে নামে কলকাতা পুলিশ ও দমকল বিভাগ। সাউথ সিটি মল, মানি স্কোয়ার, অ্যাক্রোপলিস মল-সহ শহরের মোট ২৯টি অভিজাত শপিং মল ও কমার্শিয়াল কমপ্লেক্সের ফায়ার অডিট করা হয়। শপিং মলগুলির নো-অবজেকশন সার্টিফিকেট, ফায়ার অ্যালার্ম, স্প্রিংকলার সিস্টেম ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র খতিয়ে দেখেন তদন্তকারীরা। শপিংমলের ফুডকোর্টের সুরক্ষা ব্যবস্থাও খতিয়ে দেখেন তাঁরা। পাশাপাশি বড়বাজারের একাধিক ওষুধের দোকানে একযোগে হানা চালায় কলকাতা পুলিশের এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ ও ড্রাগ কন্ট্রোল বোর্ড। বিভিন্ন দোকানে ঢুকে ওষুধের রসিদ, ব্যাচ নম্বর ও গুণমান খতিয়ে দেখেন আধিকারিকরা। ভুয়ো ও নিম্নমানের ওষুধের সরবরাহ রুখতেই এই অভিযান বলে জানা গিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর দরবারে পূর্ণদাস বাউল

কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর : লালমাটির যে সুরকে তিনি বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়েছিলেন, সেই বীরভূমের বুকেই চরম অবিচারের মুখে পড়তে হয়েছে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লোকশিল্পী পদ্মশ্রী পূর্ণদাস বাউলকে। ইলামবাজারে তাঁর জমি জবরদখল এবং কলকাতার বাসভবন ভাঙচুর-উচ্ছেদের জোড়া অভিযোগ নিয়ে সোজা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ‘জনতার দরবারে’র দ্বারস্থ হলেন ৯৩ বছরের এই প্রবীণ বাউল সাধক। শিল্পীর

বীরভূমে জমি দখল, কলকাতায় উচ্ছেদ

তরফে মুখ্যমন্ত্রীর দফতরে যাবতীয় বক্তব্য তুলে ধরেন পূর্ণদাস বাউলের পুত্র দিব্যেন্দু দাস এবং পুত্রবধূ অদিতি দাস।

দিব্যেন্দুর দাবি, ইলামবাজারে তাঁদের পরিবারের যে নিজস্ব জায়গা ছিল, সেটা প্রভাব খাটিয়ে কব্জা করে নেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, সেই বিতর্কিত জায়গায় বহুতল আবাসন থেকে শুরু করে বেআইনি নানা পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। এই চক্রের পেছনে একাধিক প্রভাবশালীর হাত রয়েছে দাবি করে পরিবার জানায়, বারবার প্রশাসনের কাছে ঘুরেও কোনও সমাধান মেলেনি। তাঁদের কথায়, তৃণমূলের অনুব্রত মণ্ডলের কাছে এই বেআইনি জবরদখল নিয়ে একাধিকবার দরবার করা হলেও তিনি কোনও সুরাহা করেননি। এছাড়া আরেক ব্যক্তির নাম এতে জড়িত, তবে তিনি আদৌ বর্তমানে জীবিত রয়েছেন কিনা, সেটা পরিষ্কার নয় বলে জানিয়েছেন শিল্পীর পরিবার। জমিটি পুনরুদ্ধার করে সামাজিক কাজে ব্যবহার করতে চান পূর্ণদাস বাউল। তিনি আগেই বলেছিলেন, ‘বাউল সংস্কৃতি ও বাউলদের শিক্ষার প্রসারে আমরা ওই জায়গাটি ব্যবহার করতে চাই। কিন্তু জমিটি দখল হয়ে থাকায় এতদিন তা সম্ভব হয়নি।’ জমি ফেরত পেয়ে সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতেই তাঁরা প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন।

পরিবারের সদস্যদের কথায়, ইলামবাজারের ভিটেমাটি হাতছাড়া হওয়ায় বাধ্য হয়ে তাঁরা কলকাতায় এসে আস্তানা গড়েছিলেন। কিন্তু সেখানেও রেহাই মেলেনি। দক্ষিণ কলকাতার ঢাকুরিয়ায় তাঁদের পৈতৃক বাড়িটিকে বেআইনিভাবে বলপ্রয়োগ করে সম্পূর্ণ গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং উচ্ছেদ করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে পূর্ণদাস বলেন, ‘উনি আমাদের আশ্বস্ত করেছেন।’ দিব্যেন্দু বলেন, ‘উনি আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন, আগামী ২-৩ মাসের মধ্যে জমিটা ফেরত পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন।’

■ ৪৭ বর্ষ ■ ১১৪ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৩ ভাদ্র ১৪৩৩

‘মৃত্যু’ নিকেতন

আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বহুতল নির্মাণের ঘটনা ভারতে আকছার ঘটে। ক্ষমতায় যে দল থাকুক, ঝান্ডার রং যেমন হোক, ছবিটা বদলায় না। কখনও জমির চরিত্র বদলে দেওয়া হয়। কখনও অবৈধভাবে বাড়ির উচ্চতা বাড়ানোর প্ল্যান অনুমোদন হয়ে যায়। সবই হয় ব্যক্তিগত স্বার্থ আর মুনাফা চরিতার্থ করার উদ্দেশে। তাতে যদি মানুষ বলি হয়ে যায়, তাতে কিছু লোভী মানুষের কিছু এসে যায় না। কারণ তাঁরা জানান, অন্যায় করে দিব্যি পার পাওয়া যায় এদেশে।

কিছু ক্ষেত্রে কড়াকড়ি করা হলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রভাবশালীরা পার পেয়ে যান। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাউথ ক্যাম্পাসের কাছে সত্য নিকেতন এলাকায় রবিবার বহুতল ভেঙে ৫ পড়ুয়া, ২ নির্মাণ শ্রমিক সহ ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত আরও কয়েকজন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে বলে ওই বহুতলটিতে তো বটেই, আশপাশের আরও কয়েকটি বহুতলে দিব্যি চলছিল পেয়িং গেস্টের ব্যবসা।

কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত ভিনরাজ্যের পড়ুয়ারা ওই বহুতলগুলিতে ঘরভাড়া নিয়ে থাকতেন। অভিযোগ, ভেঙে পড়া বহুতলটি একাধিক নিয়ম লঙ্ঘন করে নির্মিত হয়েছে। বহুতলের বেসমেন্টে অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে সংস্কার ও সম্প্রসারণ চলছিল। বর্ষার জলে ভিজে নরম হয়ে যাওয়া ভিতের ওপর কোনওরকম সমীক্ষা ছাড়াই বেসমেন্টে নির্মাণ করা হয়েছিল, যার ফলে এই মর্মান্তিক পরিণতি হয়।

প্রশ্ন হল, এত বড় বেআইনি নির্মাণ এবং বিপজ্জনক কাজের খবর কি দিল্লি পুরসভা বা স্থানীয় প্রশাসনের কাছে ছিল না? নাকি দুর্নীতির তোষামোদে চোখ বন্ধ করে রাখার চিরপরিচিত বন্দোবস্ত সেখানে কায়েম ছিল? একদিনে তো ওই ইমারত দাঁড়িয়ে যায়নি। যখন বাড়িটির ভিত কাটা হচ্ছিল, যখন নিয়ম ভেঙে অতিরিক্ত তলা নির্মাণ হচ্ছিল, তখন প্রশাসন কোথায় ছিল?

ভিনরাজ্যের পড়ুয়াদের এই মর্মান্তিক পরিণতির নেপথ্যে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ভূমিকাও খতিয়ে দেখা উচিত। দেশের অন্যতম ওই সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ভিনরাজ্যের হাজার হাজার পড়ুয়া থাকলেও পর্যাপ্ত হস্টেল নেই। হস্টেলের আসন সংখ্যা এত সীমিত যে, সিংহভাগ পড়ুয়াকে ক্যাম্পাসের বাইরে থাকতে হয়। বাধ্য হয়ে ছাত্রছাত্রীরা সত্য নিকেতন, কমলানগর বা রাজিন্দরনগরের মতো ঘিঞ্জি এলাকায় আশ্রয় নেন।

এই অসহায়তাকে মূলধন করে গড়ে উঠেছে পেয়িং গেস্টের বিরাট ব্যবসা। যেখানে প্রায় কোনও নিয়মেরই তোয়াক্কা করা হয় না। অতিরিক্ত ভাড়া, এক ঘরে গাদাগাদি করে একাধিক পড়ুয়াকে রাখা, নিম্নমানের খাবারদাবার, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং নিরাপত্তাহীন জীবন- সবকিছু ছাত্রছাত্রীরা মেনে নিতে বাধ্য হন। তাঁদের কাছে অন্য বিকল্প থাকে না বলে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ভালো করেই জানে, পড়ুয়ারা ক্যাম্পাসের বাইরে কেমন ভয়াবহ পরিস্থিতিতে বসবাস করছেন। পড়ুয়াদের কথা ভেবে হস্টেলের আসন সংখ্যা বাড়াতে ব্যর্থ বিশ্ববিদ্যালয়। ভোগবাদী নগর ব্যবস্থায় এর পিছনে আছে লাভের অঙ্কে সবকিছু নির্ধারণ। শিক্ষাও হয়ে উঠেছে পণ্য। পড়ুয়াদের মাথা গোঁজার ঠাঁই সেই ব্যবসার অন্যতম অত্যন্ত লাভজনক অনুষঙ্গ।

অসাধু বাড়িওয়ালা, প্রোমোটার এবং স্থানীয় পুলিশ ও প্রশাসনের একাংশের এক যৌথ সিন্ডিকেট সক্রিয় থাকে এই ব্যবসায়। সেখানে মানবজীবনের নিরাপত্তা নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক বিষয়। বছর কয়েক আগে নয়াদিল্লিরই ওল্ড রাজিন্দরনগরে কোচিং সেন্টারের বেসমেন্টে জল ঢুকে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীদের মৃত্যু কিংবা সাম্প্রতিক নানা অগ্নিকাণ্ড ও বাড়ি ভেঙে পড়া- প্রতিটি ঘটনাতেই তা স্পষ্ট।

ঘটনা ঘটলে কিছু রাজনৈতিক বাকযুদ্ধ হয়, কিছু কর্মচারীকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়, কয়েকদিন খবরের শিরোনাম উত্তাল থাকে, তারপর সবকিছু আড়ালে চলে যায়। সত্য নিকেতনের ট্র্যাজেডি সমস্ত নীতি-নৈতিকতার মুখোশ খুলে দিয়েছে। এই নির্মম উদাসীনতা থেকে সমাজ শিক্ষা না নিলে আবারও অন্য কোনও সত্য নিকেতনে তরুণদের স্বপ্নের অপমৃত্যুর পুনরাবৃত্তির শঙ্কা থাকে।

অমৃতধারা

ঈশ্বর সব মানুষের মধ্যেই আছে, কিন্তু সব মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রভাব থাকবে, সেটার প্রয়োজনীয়তা নেই। এইজন্যই আমরা মানুষ নিজের দুঃখে পীড়িত আছি। যদি আপনি কর্ম করেন, তাহলে নিজের কর্মের প্রতি ভক্তির ভাব থাকা অতি আবশ্যক। তখন সেই কর্ম একমাত্র সার্থক হতে পারে। একজন সাংসারিক মানুষ, যিনি কিনা সৎভাবে ঈশ্বরের প্রতি সমর্পিত নন, তার জীবনে কোনো আশা রাখাই উচিত নয়। যদি আমাদের ঈশ্বরের দেওয়া শক্তিকে সৎ এবং ভালো কাজে ব্যবহার করতে হয় তাহলে ঈশ্বরের কৃপা পাওয়ার জন্য নিজেদের জীবনকে সমাজের ভালো কাজের জন্য ব্যয় করা উচিত। নৌকাকে সর্বদা জলের উপরেই থাকা উচিত কিন্তু জলকে নৌকার উপর থাকা উচিত নয়।

- রামকৃষ্ণ

এ আমার, এ তোমার পাপ ...

মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিকে কড়া গার্ড দেওয়া হয়েছে বলে হাঙ্গামার সময় কেন নীরব থাকলাম আমরা?

অমিতাভ কাঞ্জিলাল

নিজের বিদ্যালয়ের ছাত্রদের হাতে নিগৃহীত হলেন জলপাইগুড়ি জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে পেছন থেকে ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দেওয়া হল- তুই-তোকারি করে চলল ভর্ৎসনা-গঞ্জনার ঝড়। পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাবার চেষ্টা করলে পুলিশের গাড়ি অবরোধ করে হাঙ্গামা বাধায় কতিপয় ছাত্র। ঘটনার বিবরণ ছড়িয়ে পড়তেই নেটদুনিয়া তোলপাড়। জনমতের প্রবল ঝাঁঝে দুর্বিনীত ছাত্ররা প্রায় দুর্বৃত্তের তকমা পেয়ে যাচ্ছে। জনমতের জোয়ার স্তিমিত হতে অবশ্য বেশি সময় লাগবে না, তখন গোল্লায় যাওয়া মূল্যবোধের জন্য একটি সম্মিলিত দীর্ঘশ্বাস বাতাসে কেমন মিহি হয়ে মিশে যাবে।

কারা মেরেছে? কেন মেরেছে? এসব স্থানীয় প্রশ্নের উত্তর সংবাদমাধ্যম গুছিয়ে জানিয়েছে। শিক্ষক দিবসের সুবাদে মিড-ডে মিলের বিশেষ ভোজে মাংসের টুকরোর সাইজ নিয়ে বিবাদের পরিণামে প্রধান শিক্ষকমশাই ছাত্রদের শাসন করতে গিয়ে এই মিলিত আক্রমণের মুখে পড়েন। ঘটনার অন্য কোনও বহিরাগত প্ররোচনার তত্ত্ব কেউ সামনে আনছেন না। প্রশ্ন হল, তাহলে কোথা থেকে আসে ছাত্রদের এত স্পর্ধা? সমগ্র জাতি যেন বিস্মিত! হতবাক!

কিন্তু আদতে হতবাক হবার বিষয় তো রাজ্যবাসীর ‘গোল্ডফিস মেমরি’! নাকি আজকের জাগ্রত জনমত রিপ ভ্যান উইঙ্কেলের মতো হঠাৎ নিদ্রোত্থিত হয়ে নিজের সময়ের সঙ্গে পালটে যাওয়া সময়কে মেলাতে পারছে না! আজ যে ছাত্রটি জলপাইগুড়ি জিলা স্কুলের অষ্টম বা নবম শ্রেণির পড়ুয়া সে কি কখনও দেখেনি রায়গঞ্জ ইউনিভার্সিটি কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ ডঃ দিলীপ দে সরকারকে কলার ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে মাঠে এনে গণপ্রহার দিচ্ছিলেন তিলক চৌধুরীর মতো ‘ছোট ছেলেরা’? শোনেনি ভাঙড় কলেজের অধ্যাপিকার দিকে কলেজ সভাপতি আরাবুল ‘কাজের ছেলে’ ইসলাম জলের জগ ছুড়ে মেরেছেন? জানতে পারেনি আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের ঘরে ঢুকে বহিষ্কৃত ছাত্র নেতা গিয়াসুদ্দিন মণ্ডলের দাদাগিরির নমুনা? কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শান্তা দত্তকে অভিরূপ চক্রবর্তী নামক ছাত্র নেতার ইতর ভাষায় আক্রমণ করার কথা টেরও পায়নি ওরা? ওরা কি ঘুমিয়ে ছিল যখন ওদের শহরের কীর্তিমান পুর চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় জলপাইগুড়ি সদর গার্লস স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকাকে কান ধরে ওঠবস করিয়েছিলেন? আরও অনেক অনেক অনেক ঘটনায় ওরা কেবল দেখেই গিয়েছে, তা থেকে কোনও ‘শিক্ষা’ গ্রহণ করেনি এমনটা ভাবছেন নাকি? কয়েকটা প্রজন্মের ছাত্রদের মগজে লুম্পেন প্রবৃত্তির চাষ করে যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা শিক্ষাঙ্গনে বিষবৃক্ষ আবাদ করেছে আজ কি জাতি আশা করছে সেখান থেকে প্রাক শারদীয় শিউলির সুবাসে আশ্রমিক মূল্যবোধের পরাকাষ্ঠা গজিয়ে উঠবে? একটা সরকার-সংগঠিত ষড়যন্ত্রে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার পিঠে যে তরবারি আমূল বিদ্ধ করা হয়েছে- তার প্রতিটা সর্বনাশের অনুঘটক ছিল জনবৃত্তের নীরব সহনশীলতা! আজ আচমকা ফেটে পড়ার অভ্যাস করছেন, ভালো কথা, এ অভ্যাস টিকবে তো?

স্কুল-কলেজগুলোর মাথায় কতগুলো অযোগ্য অভব্যের আসন জুটেছিল স্রেফ রাজনৈতিক বিরুদ্ধতাকে টাইট দিতে! মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে অপদস্থ কিংবা বরখাস্ত করার জন্য এদের বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হত। জলপাইগুড়ি জিলা স্কুলের যে প্রধান শিক্ষক আক্রান্ত হলেন নিজের সন্তানসম ছাত্রদের হাতে- তলিয়ে দেখব না তাঁর অতীত ভূমিকা? ক্ষমতার অপব্যবহারে সুদীক্ষিত তিনি, মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সুযোগ নষ্ট করতে ততক্ষণ উদ্যত যতক্ষণ না জেলা শাসক সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করছেন। বিদ্যালয় পরিচালনায় নানাবিধ অনিয়ম সাড়ম্বরে আড়াল করতে পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রীর ভাইকে অতিথি করে এনে দরাজ সার্টিফিকেট বাগিয়ে নেন! প্রতিটি ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানের সর্বত সর্বনাশ করার জন্য সরকারি ও দলীয় স্তরে উদ্যোগ নিতে কোনও জায়গায় কোনও ফাঁক রাখা হয়নি। ছাব্বিশ হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর চাকরির সমূহ সর্বনাশ এমনি এমনি তো করা হয়নি।

প্রধান শিক্ষককে মারধর করার পর ছাত্রদের উল্লাস। -ফাইল চিত্র

তো চলেছে! পড়াশোনা তো লোপাট করে দেওয়া হয়েছে সুচিন্তিতভাবেই। সরকারি স্কুল ভালোভাবে চললে ভালো জীবন প্রত্যাশী বাঙালি বেসরকারি স্কুলের দিকে ধাবিত হতে যাবে কেন? আর বেসরকারি স্কুলের মালিকবর্গ কীসের বিনিময়ে সস্তায় প্রশস্ত জমি, অলক্ষ্যে বেআইনি ভবন, শ্রম আইনকে বুড়ো আঙুল দেখানো চাকরির শর্তে শিক্ষক-পেষণ চালালেও সরকার স্পিকটি নট থাকে তা সহজেই অনুমেয়।

অতএব সরকারি স্কুলের গরিব ছাত্রছাত্রীরা হয়ে উঠুক দুর্বিনীত, বিভ্রান্ত- পেটো ছোড়ার জন্য দলীয় সম্পদ তো চাই সকল দলেই। অন্তত এরা তো চাকরি চাইতে আসবে না, ভাতাতেই এদের পারিবারিক বিলাস! আর যাদের সামর্থ্য আছে তারা নিজেদেরটা বুঝে নিয়ে সরকার পোষিত শিক্ষা ব্যবস্থার এই সার্বিক বিসর্জনের কার্নিভাল দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলুন, সে দীর্ঘশ্বাসও বাতাসে কেমন মিহি হয়ে মিশে যাবে।

জলপাইগুড়ি জিলা স্কুলের ঘটনা কোনও বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়। ছাত্ররাও জানে কাদের জমানা সদ্য শেষ হয়েছে, অতএব পরাজিত দলের নেতারা যখন হরহামেশাই ডিম থেরাপির শিকার হচ্ছেন- আর সমাজে তা নিয়ে উচ্চবাচ্য বিশেষ নেই। অতএব হারুয়া পাটির হেডস্যর বেশি শাসন দেখাতে আসলে পালটা ধাওয়া দিলে লোকে কিছুদিন ছ্যা ছ্যা করবে, কিন্তু আমাদের ভবিষ্যৎ দাদাগিরির রাস্তা খুলে যাবে হয়তো! একদা শিলিগুড়ি কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ অরবিন্দ বসুকে থাপ্পড় মারা ছাত্র নেতাই তো পরে সেই কলেজের পরিচালন পরিষদের সভাপতি হয়ে বসেছিল- কে জানে রাজনীতি কোন ক্রিডেন্সিয়ালকে কখন কতটা গুরুত্ব দেয়!

কয়েকটা প্রজন্মের ছাত্রদের মগজে লুম্পেন প্রবৃত্তির চাষ করে যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা শিক্ষাঙ্গনে বিষবৃক্ষ আবাদ করেছে আজ কি জাতি আশা করছে সেখান থেকে প্রাক শারদীয় শিউলির সুবাসে আশ্রমিক মূল্যবোধের পরাকাষ্ঠা গজিয়ে উঠবে?

কী ছিল সেদিন আমাদের ভূমিকা? কেন কেঁচো হয়েছিলাম? আমাদেরই প্রতিবেশী যখন উল্লাসে ফেটে পড়েছে টিভি ক্যামেরার সামনে ‘দিদি বলছে এইবার সবাই পাশ! কেউ ফেল নাই!’ সেদিন কেন গিয়ে এই নির্লজ্জ আচরণের প্রতিবাদ করিনি! মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিকে কড়া গার্ড দেওয়া হয়েছে বলে যাঁরা হাঙ্গামা করতে পথে নেমেছিলেন, যেন টুকলি করাটা ছাত্রের মৌলিক অধিকারের মধ্যে পড়ে, তাদের প্রতি সেদিন কেন নীরব থাকলাম আমরা? উঁচু ক্লাসের ছাত্র নীচু ক্লাসের ছাত্রের থেকে তোলাবাজি করছে জেনে কোনও পদক্ষেপ করতে পেরেছি? ক্যাডার মাস্টারমশাইরা তো তখন কে মিড-ডে মিল দেখবেন, কে পঞ্চায়েতে দাঁড়াবেন, কে বোর্ড পরীক্ষার পর্যবেক্ষক হবেন- আর সারা বছর সরকারি বাহারি প্রকল্পের গ্রাউন্ড ওয়ার্ক করবেন- এই

আমরা আমাদের ছাত্রজীবনে শিক্ষকদের কেমন শ্রদ্ধাভক্তি করতাম, পথে আজও দেখা হলে সিগারেট লুকিয়ে ঝুঁকে প্রণাম করতে গিয়ে বিশেষ উপায়ে শঙ্খ বাজিয়ে ফেলি কি না, তা নিয়ে আলোচনা চলুক। কিন্তু আত্মসমীক্ষায় একবার ভেবে দেখুন তো, সাম্প্রতিক অতীতে কোন কর্তব্যনিষ্ঠ শিক্ষকের হেনস্তা জেনে কে কতবার প্রতিবাদ করেছেন বা সংহতি জানিয়েছেন, কিংবা নিদেনপক্ষে সরকারের দৃষ্টি এড়িয়ে সামাজিকতার খাতিরেও তাঁকে বলেছেন, ‘আপনাকে বিশ্বাস করি, পাশে আছি। আমার যতটুকু সামর্থ্য আছে সেটুকু নিয়েই থাকব আপনার সাথে!’ কখনও ভাতের গ্রাস মুখে তুলতে গিয়ে হাত নেমে এসেছে ভোট করাতে গিয়ে রেললাইনে কয়েক টুকরো হয়ে পড়েছিলেন যে রাজকুমারবাবু স্যর, তাঁর পরিবারের এখনকার কথা ভেবে? তাই এবারের ঘটনাটাও গা-সওয়া হয়ে যাবে, ধৈর্য রাখুন! নিরুপদ্রবে জীবন চলছে চলুক না! আসল সমস্যা তো পুজোয় আমিষ খাবেন না নিরামিষ! আর দেখবেন এমন ঘটনা আবারও ঘটবে- শিক্ষকরা নিজেরা যে একত্রিত হয়ে তার প্রতিবাদ করবে, সেটাও তাদের মুরোদে কুলোবে না, কারণ মেরুদণ্ড একবার বেচে দিলে এখন খোলস পালটেও তো সোজা হয়ে দাঁড়াবার সামর্থ্য ফিরে আসে না!

আসলে সমাজের ভাবনায় অনিয়ন্ত্রিত লোভের রাজত্ব চলছে, সবার শুধু চাই চাই আর চাই! কেউ দিতে আগুসার নয়! সবাই অধিকার-সচেতন, কর্তব্যবোধ কারও অবশিষ্ট নেই! এই অনন্ত ক্ষুধার্তের সমাজে কীসের অনুশাসন, কীসের শৃঙ্খলা? কে মানে কাকে? ছাত্রের চোখ থেকে শিক্ষকের জন্য সম্মান লোপাট করে দিয়েছে, রোগী পরিবারের চোখে ডাক্তারের জন্য শ্রদ্ধা লোপাট করে দিয়েছে, খেলোয়াড়ের চোখে রেফারির জন্য সম্ভ্রম লোপাট করে দিয়েছে, কিশোর-কিশোরীর জন্য প্রতিবেশী গুরুজনের প্রতি সমীহ লোপাট করে দিয়েছে- স্রেফ পনেরোটা বছর! সেদিনের ‘পরিবর্তন’ আজ বাংলার যত্রতত্র পরীর হাতে বর্তন ধরিয়ে দিয়েছে পরিতাপের অশ্রু জমা করার জন্য।

(লেখক অধ্যাপক)

আজ

১৯১৫

আজকের দিনে প্রয়াত হন বিপ্লবী বাঘা যতীন।

১৯২৩

শিশু সাহিত্যিক সুকুমার রায় প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

মুসলিমদের গরবায় যোগ দেওয়া উচিত নয়- এমন কথা বলা ঠিক নয়। ভারত এমন একটি দেশ, যেখানে সব ধর্মের মানুষের একে অপরের উৎসবে যোগ দেওয়া উচিত। এর বিরুদ্ধে যে কোনও অবস্থানই সংবিধান বিরোধী। সংবিধান সব ধর্মকেই সুরক্ষা দেয়।

- রামদাস আঠাওয়ালে (কেন্দ্রীয় মন্ত্রী)

ভাইরাল/১

কয়েকদিন পরেই গণেশপুজো। বেঙ্গালুরুর মাগাড়ি রোড এলাকায় গণেশমূর্তিগুলি বিক্রির জন্য রাখা ছিল। একদল দুষ্কৃতী ভোররাতে একের পর এক মূর্তি গাড়িতে তুলে নিয়ে মুহূর্তে চম্পট দেয়। চুরির সিসিটিভি ফুটেজ সমাজমাধ্যমে ভাইরাল।

ভাইরাল/২

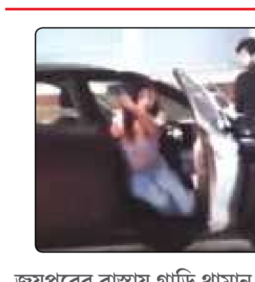

জয়পুরের রাস্তায় গাড়ি থামান এক মহিলা। পেছনের গাড়ির চালকের সঙ্গে তর্কাতর্কিতে জড়িয়ে পড়েন। ঘটনার ভিডিও নিজের ফোনে শুট করতে থাকেন। এদিকে জ্যামে আটকে অনবরত সাইরেন বাজিয়ে চলেছে একটি অ্যাম্বুল্যান্স। মহিলার ভ্রূক্ষেপ নেই।

জনমন জনমত

শিক্ষাঙ্গনে হিংসায় প্রশ্নের মুখে মূল্যবোধ

জলপাইগুড়ি জিলা স্কুলের ঘটনা শুধু একটি বিচ্ছিন্ন সংঘর্ষ নয়, রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থার গভীরে জমে থাকা ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। শিক্ষক দিবসের ভোজ থেকে দশম শ্রেণির পড়ুয়াদের বাদ দেওয়া নিয়ে বচসা, আর তার জেরে ছাত্রদের এলোপাতাড়ি মারে প্রধান শিক্ষক ধর্মচাঁদ বাড়ুই রক্তাক্ত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। শতাব্দীপ্রাচীন এই স্কুলের ইতিহাসে এমন দৃশ্য নজিরবিহীন ও বেদনাদায়ক। এই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠানটিকে এমন নেতিবাচক কারণে শিরোনামে দেখে মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে।

একজন শিক্ষকের গায়ে হাত তোলা কোনও পরিস্থিতিতেই সমর্থনযোগ্য নয়। তিনি সমাজের সম্মানের প্রতীক, তাঁর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা জরুরি। প্রাথমিকভাবে এই হিংসায় জড়িত ছাত্রদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করা উচিত। আইন কারও নিজের হাতে তুলে নেওয়া মানা যায় না।

তবে এর পাশাপাশি প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে পড়ুয়াদের ওঠা অভিযোগ এবং মিড-ডে মিল সংক্রান্ত ক্ষোভেরও নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। এতে প্রকৃত সত্য সামনে আসবে এবং ভুল বোঝাবুঝি এড়ানো যাবে। একজন শিক্ষাবিদ হিসেবে মনে করি, শিক্ষক ও ছাত্রের সম্পর্ক শ্রদ্ধা ও শৃঙ্খলার ওপর দাঁড়িয়ে থাকা উচিত। একই সঙ্গে প্রতিটি স্কুলে পড়ুয়াদের অভাব-অভিযোগ শোনার স্থায়ী ব্যবস্থাও গড়ে তুলতে হবে, যাতে এমন লজ্জাজনক দিন আর দেখতে না হয়।

মলয় চক্রবর্তী, ঘোকসাডাঙ্গা, কোচবিহার।

সুস্থ সংলাপে প্রাণ ফিরে পাক শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষক দিবসের রেশ কাটতে না কাটতেই জলপাইগুড়ি জিলা স্কুলের নজিরবিহীন ঘটনা স্তম্ভিত করার মতো। খাওয়াদাওয়া নিয়ে বচসার জেরে ছাত্রদের মারে প্রধান শিক্ষকের রক্তাক্ত হওয়া এবং ছাত্রদেরও আহত হওয়ার দৃশ্য গুরু-শিষ্যের চিরায়ত সম্পর্ককে গভীর সংকটের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

সামান্য কারণে হিংসা ছড়িয়ে পড়া বা শিক্ষকের গায়ে হাত তোলা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, এটি সমাজের গভীরে শিকড় গেড়ে বসা নৈতিক অবক্ষয়ের লক্ষণ। লাগামহীন ডিজিটাল মাধ্যমের প্রভাব, পারিবারিক স্তরে নীতিশিক্ষার অভাব ও

চারপাশের হিংসার পরিবেশ তরুণ প্রজন্মকে অসহিষ্ণু করে তুলছে।

পালটা শিক্ষকদের ভূমিকাও প্রশ্নের ঊর্ধ্বে নয়। শাসনের নামে শারীরিক বলপ্রয়োগ কখনও সুস্থ সমাধান হতে পারে না। শিক্ষকের অস্ত্র হওয়া উচিত স্নেহ, ধৈর্য ও সুস্থ সংলাপ। উভয় পক্ষ সংযম হারালে শিক্ষাঙ্গন রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। শুধু পুলিশ ডেকে এই সমস্যার সমাধান মিলবে না। শিক্ষা দপ্তর, অভিভাবক ও সমাজকর্মীদের যৌথ উদ্যোগে স্কুলগুলিতে সুস্থ মূল্যবোধের চর্চা ফেরানো জরুরি, নয়তো এই অন্ধকার থেকে মুক্তি অসম্ভব।

কিরণ মজুমদার (সিন্টু)
১ নম্বর ডাবগ্রাম কলোনি, শিলিগুড়ি।

ঘুরে দাঁড়ানোর বার্তা দিয়েছিল ‘ডাংধরি মাও’

সময় বদলালেও নারী নিরাপত্তা নিয়ে রায়সাহেব ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার চিন্তাভাবনা আজও সমান প্রাসঙ্গিক।

শ্রাবস্তী রায়

সমাজ পরিবর্তনশীল। কিন্তু এই পরিবর্তন কখনও আপনা থেকে আসে না। প্রতিটি যুগে কিছু মানুষ নিজেদের চিন্তা, কর্ম ও সাহস দিয়ে সমাজকে বদলানোর পথ দেখিয়েছেন। উনিশ শতকের বাংলায় রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কিংবা স্বামী বিবেকানন্দ যেমন সমাজ সংস্কারে এগিয়ে এসেছিলেন, তেমনই ভারতবর্ষে জ্যোতিবা ফুলে, সাবিত্রীবাই ফুলে, দয়ানন্দ সরস্বতী কিংবা ডঃ বিআর আম্বেদকরের মতো মানুষরা সমাজের নানা নেতিবাচক দিক সংস্কারে ব্রতী হয়েছিলেন। বিংশ শতকের অবিভক্ত উত্তরবঙ্গও এই ধারা থেকে পিছিয়ে ছিল না। কোচবিহারের খলিসামারির সন্তান রায়সাহেব ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা রাজবংশী সমাজের সার্বিক উন্নতির পাশাপাশি নারী সুরক্ষার প্রশ্নেও সময়ের তুলনায় আধুনিক চিন্তার পরিচয় দিয়েছিলেন। পেশায় আইনজীবী পঞ্চানন বর্মার জন্ম ১২৭২ বঙ্গাব্দের পয়লা ফাল্গুন, মাথাভাঙ্গা মহকুমার খলিসামারি গ্রামে।

আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে নারী অপহরণ ও নির্যাতনের ঘটনায় উদ্বিগ্ন হয়ে পঞ্চানন বর্মা সমাজকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছিলেন। হিন্দু মিশন প্রচার পত্রিকার তথ্য অনুযায়ী, ১৯২৬ থেকে ১৯৩২ সালের মধ্যে অবিভক্ত উত্তরবঙ্গে সরকারি হিসেবেই অপহৃতা ও নির্যাতিতা নারীর সংখ্যা ছিল ৬৮২। এই পরিস্থিতির প্রতিবাদেই তাঁর কলমে জন্ম নেয় প্রতিবাদী কবিতা ‘ডাংধরি মাও’। কবিতাটি নিছক সাহিত্য নয়, যেন নারী জাগরণের প্রত্যক্ষ আহ্বান। অসহায় হয়ে চুপ করে না থেকে নিজেদের শক্তি সম্পর্কে সচেতন হওয়ার বার্তা যেমন রয়েছে, তেমনই অন্যায়ের বিরুদ্ধে পুরুষ সমাজকেও এগিয়ে আসার আহ্বান আছে। ‘চমকি উঠিল্ ডুকরুন শুনি ডাংধরি মোর মাও...’ দিয়ে শুরু কবিতার পংক্তিগুলিতে সেই সময়ের সামাজিক

বাস্তবতার তীব্র প্রতিফলন ধরা পড়ে।

নারীর আত্মরক্ষার প্রয়োজনও তিনি বুঝেছিলেন। নারী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে তিনি নারীদের শিক্ষার পাশাপাশি আত্মরক্ষার জন্য লাঠিখেলা ও ছোরা চালনার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন। রাজবংশী সমাজে নারীদের ওপর অত্যাচার, ধর্ষণ ও অপহরণের ঘটনা বৃদ্ধিতে গ্রামে গ্রামে সংগঠিত হওয়ার প্রয়োজনও তিনি দেখেছিলেন। বিপন্ন নারীদের উদ্ধার এবং সমাজকে সংগঠিত করার কাজেও উদ্যোগী হয় তাঁর আন্দোলন। অর্থাৎ তাঁর কাছে নারীকে শুধু নিরাপত্তা দেওয়ার বিষয়টি যথেষ্ট ছিল না। প্রয়োজন ছিল আত্মবিশ্বাস, শিক্ষা ও আত্মরক্ষার সামর্থ্য। সেই ভাবনার সঙ্গে আজকের সময়েরও গভীর যোগ রয়েছে। নারী শিক্ষিত ও স্বনির্ভর হলেও নিরাপত্তা ও মর্যাদার প্রশ্নে সামাজিক সচেতনতার প্রয়োজন শেষ হয়ে যায়নি।

আজ মেয়েরা উচ্চশিক্ষা নিচ্ছেন, কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছেন, প্রশাসন, বিজ্ঞান, খেলাধুলো ও রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছেন। তবু নারী নির্যাতন, শ্লীলতাহানি, অপহরণ, গার্হস্থ্য হিংসা ও নানা ধরনের হয়রানি আজও ঘটে। প্রযুক্তির যুগে সাইবার হয়রানিও নতুন সমস্যা। তাই ‘ডাংধরী মাও’-এর বার্তা এখনও প্রাসঙ্গিক। নারীকে দুর্বল ভেবে চুপ করিয়ে রাখা যাবে না। নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে হবে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সাহস অর্জন করতে হবে। তবে নারীর নিরাপত্তার দায় কখনও নারীর একার নয়। পুরুষ, পরিবার, সমাজ ও প্রশাসন সকলেরই দায়িত্ব রয়েছে। পঞ্চানন বর্মার চিন্তার গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল নারীকে ক্ষমতাবান করে তোলা এবং পুরুষ সমাজের সহযোগিতা নিশ্চিত করা।

মনীষী পঞ্চানন বর্মার নারী সুরক্ষা ভাবনার এত বছর পরেও তাঁর সময়ের সামাজিক বাস্তবতা ও সাহসী উদ্যোগের গুরুত্ব আজও আলাদা করে মনে রাখার মতো। তাঁর ‘ডাংধরি মাও’ নতুন করে মনে করিয়ে দেয় আত্মমর্যাদা ও অধিকারবোধের কথা। সমাজ বদলেছে, সময় বদলেছে, সমস্যার ধরনও বদলেছে। কিন্তু নারীর সম্মান, নিরাপত্তা ও স্বাধীনতার প্রশ্ন পুরোপুরি মীমাংসিত হয়নি। তাই নারীকে করুণা নয়, সম্মান ও অধিকার দিতে হবে। তাকে দুর্বল ভেবে রক্ষা করার বদলে নিজের শক্তিতে দাঁড়ানোর সুযোগ দিতে হবে, আর পুরুষদেরও সেই পথচলায় পাশে থাকতে হবে। পঞ্চানন বর্মার তিরোধান দিবস পেরিয়ে গেলেও তাঁর সেই আহ্বান আজও যেন একই সুরে ফিরে আসে, নারী ও পুরুষের সমান মর্যাদায় গড়ে উঠুক সমাজের মুক্তভূমি।

(লেখক সংস্কৃতিকর্মী। ধূপগুড়ির বাসিন্দা।)

বিন্দুবিসর্গ

শব্দরঙ্গ ■ ৪৫৪৬

১		২	★	৩			
	★	৪			★	★	★
	★		★	৫		৬	
৭	৮	★	★		★		★
★		★	৯	★	★	১০	১১
১২				★	১৩	★	
★	★	★	১৪			★	
১৫				★	১৬		

পাশাপাশি : ১। নিকাশ বা বিনাশ ৩। সামর্থ্য ও অসামর্থ্য, শক্তি ও দুর্বলতা ৪। অতি গভীর স্থান যার তল পাওয়া যায় না ৫। বাঙালি ব্রাহ্মণের পদবি ৭। পর্যন্ত, অবধি ১০। মরুভূমির সংক্ষিপ্ত নাম ১২। নগদ অর্থ ১৪। উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ১৫। বেশভূষা পরিধান ও তার পরিপাট্য ১৬। ত্যাগ, পরিহার বা বয়কট।

উপর-নীচ : ১। অতি বেগবান স্রোত ২। প্রভু, কর্তা ৩। শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ, বলরাম, বলশালী ব্যক্তি ৬। মর্তমান জাতীয় কলাবিশেষ ৮। ধমক দেওয়া, ভর্ৎসনা করা ৯। ধূর্ত, কূটকৌশলী, ফন্দিবাজ ১১। খেলার তাসের রংবিশেষ ১৩। বীণাজাতীয় বাদ্যযন্ত্র, রুদ্রবীণা।

সমাধান ■ ৪৫৪৫

পাশাপাশি : ২। সিদ্ধহস্ত ৫। ভেলকি ৬। বকধার্মিক ৮। মগ ৯। কালি ১১। মরাকটাল ১৩। উত্তম ১৪। পাকাপোক্ত।

উপর-নীচ : ১। নভেম্বর ২। সিকি ৩। হরেক ৪। শরিক ৬। বগ ৭। ধামালি ৮। মড়ক ৯। কাল ১০। মরমর ১১। মলিদা ১২। টাটকা ১৩। উক্ত।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

বিতর্ক শুরু হতেই তড়িঘড়ি সাফাই কমিশনের

ভারতরত্ন বিজ্ঞানীকে তলব

বেঙ্গালুরু, ৯ সেপ্টেম্বর : 'প্রফেসর' শব্দে অতিরিক্ত একটি ইংরেজি 'এফ' অক্ষর রয়েছে। যা পুরোনো ভোটার তালিকায় ছিল না। তাহলে নতুন তালিকায় কীভাবে সেটি চলে এল তা নিয়েই এবার নির্বাচন কমিশনের আতসকাচের তলায় চলে এলেন ভারতরত্ন সম্মানে ভূষিত বিজ্ঞানী সিএনআর রাও। কর্ণাটকে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়ায় প্রশ্নের মুখে পড়েছে তাঁর ভোটাধিকার। পুরোনো ভোটার তালিকার সঙ্গে তাঁর নামের বানানে অমিল থাকার কারণে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই বিজ্ঞানীকে নোটিশ পাঠিয়েছে নির্বাচন কমিশন। শুধু তাই নয়, পরিচয় প্রমাণের জন্য তাঁকে শুনানিতে হাজির থাকতেও বলা হয়েছে।

এসআইআরে বিশিষ্টদের ভোটাধিকার নিয়ে প্রশ্ন তোলার ঘটনা এটাই প্রথম নয়। পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর চলাকালীন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের সঙ্গে তাঁর মায়ের বয়সের ব্যবধান ১৫ বছর ছিল বলে নোটিশ ধরিয়েছিল কমিশন। বিতর্কের মধ্যেই তাঁর শান্তিনিকেতনের বাড়িতে গিয়ে নথিপত্র যাচাই করেছিলেন কমিশনের আধিকারিকরা। বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী নন্দলাল বসুর নাতি সুপ্রবুদ্ধ সেনের নাম ভোটার তালিকা বাদ গিয়েছিল। শেষমেশ সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপে ট্রাইবিউনালে শুনানির পর তাঁর নাম ভোটার তালিকায় ফের অন্তর্ভুক্ত হয়।

ভারতরত্ন বিজ্ঞানীর ক্ষেত্রে বিতর্কের ঝড় উঠতেই নির্বাচন কমিশনের সাফাই, '২০০২ সালের ভোটার তালিকা অনুযায়ী, প্রফেসর সিএনআর রাওয়ের নাম ৭৬-মল্লেশরম বিধানসভার ১২৯ নম্বর পার্টের ৪৩১ নম্বর সিরিয়ালে ভোটার হিসেবে নথিভুক্ত ছিল। সেসময় তাঁর নাম রামা হিসেবে নথিভুক্ত ছিল। বর্তমানে ১৫৭ নম্বর মাল্লেশরম বিধানসভার ৫৯ নম্বর পার্টের ১৮৭ নম্বর সিরিয়ালের ভোটার হিসেবে নথিভুক্ত রয়েছে প্রফেসর সিএন রাও এমের নাম। তাঁর নাম খসড়া ভোটার তালিকাতেও রয়েছে।'

জেলা নির্বাচনি আধিকারিক (ডিইও) এবং চিফ কমিশনার মহেশ্বর রাও জানিয়েছেন, প্রফেসর সিএনআর রাওকে কোনও নোটিশ পাঠানো হয়নি। তিনি বলেন, 'এসআইআর প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে তাঁকে এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের বাড়ি গিয়ে তাঁদের হাতে এনুমারেশন ফর্ম তুলে দিয়েছিলেন রাজ্য এসভিইইপি নোডাল আধিকারিক এবং বেঙ্গালুরু ওয়েস্ট সিটি কর্পোরেশনের কমিশনার। সেই ফর্ম যথাযথভাবে পূরণ করে দেওয়াও হয়েছে।' নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কমিশনের এক আধিকারিক বলেন, রাওকে কোথাও শুনানির জন্য আসতে হবে না। আধিকারিকরাই তাঁর বাড়ি গিয়ে প্রয়োজনীয় নথি যাচাই করে নেবেন।

রাওয়ের অফিস থেকেও জানানো হয়েছে, তাঁরা কোনও নোটিশ হাতে পাননি। নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে তা থাকতে পারে। বিজ্ঞানীর এক প্রতিনিধি জানিয়েছেন, ওই এফ অক্ষরের গেরো ছাড়া আর কোনও সমস্যা নেই। তবে আমরা হাতে কোনও চিঠি পাইনি। কর্ণাটকে ৪ সেপ্টেম্বর যে খসড়া তালিকা প্রকাশিত হয়েছে তাতে মোট ভোটার রয়েছেন ৪,৪৬,৩৮,১২৪ জন। গত সপ্তাহে ৪৩.৮১ লক্ষ ভোটারের নামে নোটিশ জারি হয়েছে। এসআইআর নিয়ে কর্ণাটক জুড়ে প্রতিবাদ, আন্দোলনও হয়েছে।

জল বেড়েছে মাহি নদীতে। বন্যার আশঙ্কায় বাঁধের অবস্থায় নজরদারি। বুধবার বিহারের সারনে।

হড়পার ক্ষতি দেখতে কমিটি

কাঠমান্ডু, ৯ সেপ্টেম্বর : সম্প্রতি ঘটে যাওয়া হড়পা ও ধসের ফলে হওয়া আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ খতিয়ে দেখতে একটি বিশেষ সংসদীয় কমিটি গঠন করল নেপালের পার্লামেন্ট। প্রাকৃতিক দুর্যোগে দেশের সড়ক যোগাযোগ, বিদ্যুৎ প্রকল্প, কৃষি ও পরিকাঠামোর ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। দেশের অর্থনীতির ওপর এর কতটা প্রভাব পড়েছে, তার পরিমাপ করবে প্রতিনিধি দল।

কমিটিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, বিধ্বস্ত অঞ্চলগুলি পরিদর্শন করে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পুনর্বাসনের জন্য সুপারিশ করতে। এছাড়া বিপুল অর্থনৈতিক ধাক্কা সামাল দিতে দীর্ঘমেয়াদি এবং স্বল্পমেয়াদি পুনর্গঠন পরিকল্পনা প্রস্তাব করার দায়িত্বও তাদের দেওয়া হয়েছে। সরকার জানিয়েছে, এই রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী বাজেট ও ত্রাণ তহবিলের বণ্টন নিশ্চিত করা হবে।

ছাত্রকে নোটিশ, সুপ্রিম তোপে ম্যাজিস্ট্রেট

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর : দিল্লির যন্তরমন্তরে 'ককরোচ জনতা পার্টি'র (সিজেপি) বিক্ষোভে অংশ নেওয়া এক পড়ুয়াকে আইনি নোটিশ পাঠানোয় গ্রেটার নয়ডার এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকে ভর্ৎসনা করল সুপ্রিম কোর্ট।

শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে কোনও শাস্তিমূলক পদক্ষেপ বা মামলা করা যাবে না বলে ১ সেপ্টেম্বরের সর্বভারতীয় নির্দেশে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তা সত্ত্বেও এই নোটিশ জারিতে ক্ষুব্ধ প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত মন্তব্য করেন, 'একজন ম্যাজিস্ট্রেট কীভাবে এই ধরনের নোটিশ জারি করার সাহস পান? আমরা জানিয়েছিলাম আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না। কোনও ম্যাজিস্ট্রেট সেই নির্দেশ লঙ্ঘন করতে পারেন না।'

গৌতমবুদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র অক্ষত ত্রিপাঠীকে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার (বিএনএসএস) ১২৬ ও ১৩৫ ধারার অধীনে নোটিশ পাঠিয়ে ৫ লক্ষ টাকার ব্যক্তিগত বন্ড জমা দেওয়ার নির্দেশ দেয় স্থানীয় প্রশাসন। পুলিশ রিপোর্টে দাবি করা হয়, তিনি শিক্ষার্থীদের

> একজন ম্যাজিস্ট্রেট কীভাবে এই ধরনের নোটিশ জারি করার সাহস পান?
> **সূর্য কান্ত, প্রধান বিচারপতি**

সরকারবিরোধী প্রচারে উসকানি দিচ্ছেন। যদিও ছাত্রটির দাবি, নোটিশ জারির সময়ে তিনি সিমেস্টারের ছুটিতে নিজের বাড়ি প্রয়াগরাজে ছিলেন এবং ক্যাম্পাসে কোনও উসকানি দেননি।

সুপ্রিম কোর্টে মৌখিক আবেদনের মাধ্যমে বিষয়টি উত্থাপন করেন প্রবীণ আইনজীবী বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে আদালতকে বলেন, 'এটা ভারতের শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটি পরীক্ষা। নয়ডা ও উত্তরপ্রদেশ কর্তৃপক্ষ পড়ুয়াদের মধ্যে ভীতি সৃষ্টি করতে পারেন না।' তিনি আরও যোগ করেন, 'একবার আদালত অবমাননা হলে কেবল নোটিশ প্রত্যাহার করে সেই অপরাধ মুছে ফেলা যায় না।'

বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনার সমন্বয়ে গঠিত তিন বিচারপতির বেঞ্চ সমস্ত নথি জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। পরবর্তীতে পুলিশি তদন্তে তথ্য ভুল প্রমাণিত হওয়ায় নোটিশটি প্রত্যাহার করা হলেও, পূর্ববর্তী নির্দেশ অমান্য করার বিষয়ে গ্রেটার নয়ডার ম্যাজিস্ট্রেট ও জেলা প্রশাসনের কাছে লিখিত ব্যাখ্যা তলব করেছে শীর্ষ আদালত।

চিনা ট্যাংকে বিস্ফোরণ

ঢাকা, ৯ সেপ্টেম্বর : 'মেড ইন চায়না'। সে শিশুদের খেলনা হোক কিংবা বৈদ্যুতিন সামগ্রী, চিনা পণ্যের গুণমান নিয়ে মানুষের মনে সবসময়ই হাজারো প্রশ্ন ওঠে। কিন্তু বুধবার বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর যে অভিজ্ঞতা হল তার পর চিনের তৈরি পণ্য নিয়ে প্রশ্ন তো বটেই, এবার মানুষের মনে আতঙ্কের বাতাবরণও তৈরি হবে। এদিন চট্টগ্রামের হাথাজারি মাঠের ফায়ারিং রেঞ্জে মহড়া চলাকালীন একটি চিনা টাইপ-৫৯ ট্যাংকে বিস্ফোরণ হয়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দুই বাংলাদেশি সেনাজওয়ানের। গুরুতর আহত হয়েছেন এক সেনা আধিকারিক। তাঁকে এয়ারলিফট করে ঢাকার কম্বাইনড মিলিটারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কীভাবে এই চিনা ট্যাংকে বিস্ফোরণ হল তা খতিয়ে দেখছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী।

এনসিইআরটিকে কোর্টের ভর্ৎসনা

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর : অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যবইয়ে বিচার বিভাগে দুর্নীতির পাঠ অন্তর্ভুক্ত করায় এনসিইআরটিকে কড়া বার্তা দিয়ে স্বতঃপ্রণোদিত মামলাটির নিষ্পত্তি করল সুপ্রিম কোর্ট।

শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, আইনি ব্যবস্থার গঠনমূলক ও বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনা একটি জীবন্ত গণতান্ত্রিক কাঠামোর অপরিহার্য অঙ্গ, যা সংস্থাকে আত্মসংশোধনে সাহায্য করে। কিন্তু উপযুক্ত তথ্য যাচাই না করে অসংলগ্ন মন্তব্য কোমলমতি শিশুদের শিক্ষার অঙ্গ করা অনুচিত। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনাকান্তের গঠিত বেঞ্চ স্পষ্ট ভাষায় বলেছে, 'গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিচারব্যবস্থাও সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। গঠনমূলক সমালোচনা অবশ্যই প্রশংসনীয় ও স্বাগত, কিন্তু তা যুক্তিসংগত মঞ্চে হওয়া উচিত, কোমলমতি পড়ুয়াদের পাঠ্যবইয়ে যাচাই ছাড়া নয়।'

'এক্সপ্লোরিং সোসাইটি : ইন্ডিয়া অ্যান্ড বিয়ন্ড' শীর্ষক সমাজবিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকে 'বিচার বিভাগে দুর্নীতি' অংশটি দেখে আদালত পূর্বে স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ করে বইটির সমস্ত কপি বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দিয়েছিল। একে বিচার বিভাগকে কালিমালিপ্ত করার গভীর চক্রান্ত বলে মন্তব্য করেছিল আদালত। পরবর্তীতে প্রাক্তন বিচারপতি ইন্দু মলহোত্রা, কেকে বেণুগোপাল ও অধ্যাপক প্রকাশ সিংয়ের বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশে অধ্যায়টি বস্তুনিষ্ঠভাবে পুনর্বিন্যাস করা হয়। এনসিইআরটি'র ডিরেক্টর দীনেশ প্রসাদ সকলানি এবং শিক্ষা সচিব সঞ্জয় কুমার আদালতে নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

প্রশ্নের মুখে রাঘব

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর : অবশেষে দিল্লির ভোটার হলেন অধুনা বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ রাঘব চাড্ডা। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়ায় পঞ্জাবের খসড়া ভোটার তালিকা থেকে তাঁর নাম বাদ গিয়েছিল। ওই ঘটনাকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বলে পঞ্জাবের আপ সরকারকে বিঁধেছিলেন তিনি। কিন্তু ওই তোপ দাগার কয়েক দিনের মধ্যেই নাটকীয়ভাবে দিল্লির ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে রাঘবের নাম। ৩১ অগাস্ট দিল্লির খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়। কিন্তু ৮ সেপ্টেম্বর তাতে যে ৭০০ জন নতুন ভোটারের নাম উঠেছে তাঁদের মধ্যে রাঘবের নাম থাকায় বিতর্ক তৈরি হয়েছে। খসড়া তালিকা প্রকাশের পর কীভাবে তাঁর নাম দিল্লির তালিকায় উঠল তা নিয়ে আপের সঙ্গে রাঘব চাড্ডার মধ্যে তুমুল চাপানউতোর শুরু হয়েছে। আপের অভিযোগ, অনিয়ম করে দিল্লিতে নিজের নাম ভোটার তালিকায় তুলেছেন রাঘব। জবাবে নিজের পুরোনো দলকে 'প্রত্যাখ্যাত প্রেমিক' বলে খোঁচা দিয়েছেন তিনি।

গণপতির আগমনে বিশেষ আরতি। বুধবার মহারাষ্ট্রের সাংলিতে।

তালিকায় আফগানরাও

রাঁচি, ৯ সেপ্টেম্বর : এসআইআর মানেই যেন নিত্যনতুন বিতর্কের ইন্ধন। সে বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, কর্ণাটক, পঞ্জাব যেখানেই হোক না কেন। ব্যতিক্রম হল না ঝাড়খণ্ডও। এসআইআরের পর রাজ্যের যে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে তাতে ঢুকে পড়েছে আফগানিস্তানের তিন নাগরিকের নাম। ২৮৬ নম্বর জামশেদপুর পূর্ব বিধানসভার ৩০, ৩১, ৩৩ নম্বর সিরিয়ালে রয়েছে আসিল খান, মহম্মদ আসলাম এবং মহম্মদ ইব্রাহিমের নাম। বিষয়টি জানাজানি হতেই নির্বাচন কমিশন তাঁদের নাম তালিকা থেকে বাদ দিয়েছে। তদন্তের নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে যাঁরা দোষী তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোরও।

'হয় চাকরি ছাড়ো, নয়তো মরো'

কাশ্মীরি পণ্ডিতদের লস্কর-হুমকি

শ্রীনগর, ৯ সেপ্টেম্বর : পিএম প্যাকেজের অধীনে উপত্যকায় কর্মরত প্রায় সাত হাজার কাশ্মীরি পণ্ডিত কর্মচারীর তথ্য ডার্ক ওয়েবে ফাঁসের পর এবার সরাসরি প্রাণনাশের হুমকি দিল জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তইবার ছায়া গোষ্ঠী ইউএলসি। গত এক মাসে অন্তত পাঁচ বার এই হুমকি চিঠি পাঠানো হয়েছে। ১ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত শেষ চিঠিতে কর্মচারীদের ফোন নম্বর, বাড়ির ঠিকানা ও গাড়ির নম্বর টেলিগ্রাম এবং হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। পিএম প্যাকেজের পণ্ডিতদের অবিলম্বে চাকরি না ছাড়লে দেহ টুকরো করে ব্যাগে ভরে নিজ এলাকায় পাঠানোর হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। শ্রীনগরের এক সাংবাদিক জানান, এই চিঠি প্রথম ডার্ক ওয়েবে প্রকাশ পায়।

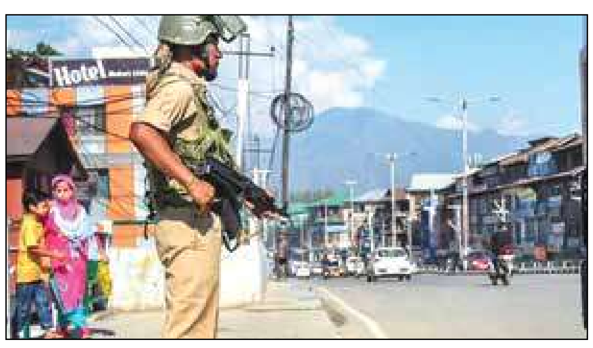

তদন্ত চেয়েছেন সমাজকর্মী সাবা কাউল। অল পিএম প্যাকেজ এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের রাকেশ হান্ডু ৬ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী ও উপরাজ্যপালকে চিঠি দিয়ে এফআইআর ও নিরাপত্তার দাবি জানান। সরকার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার দাবি করলেও, তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেন হান্ডু। প্রায় ৭ হাজার কর্মীর (কাশ্মীরি পণ্ডিত) জন্য মাত্র ৮০০টি সরকারি কোয়ার্টার বরাদ্দের বিষয় তুলে ধরার পাশাপাশি জীর্ণ আবাসের ছবি পোস্ট করে তাঁর কটাক্ষ, 'এই হল আপনাদের স্বাভাবিক অবস্থা। কিন্তু কার জন্য, সেটাই প্রশ্ন?' মুম্বইয়ের এক কাশ্মীরি পণ্ডিতের মন্তব্য, 'নয়ের দশকেও এদের কৌশল একই ছিল, শুধু তখন ইন্টারনেট ছিল না। তালিকা টাইপ করে দেওয়ালে টাঙানো হত।'

ফারুক আবদুল্লা বলেন, 'হুমকি শুধু পিএম প্যাকেজের পণ্ডিতরা পাচ্ছেন কেন? অন্য সিনিয়ার আধিকারিকরা কেন নন? আসলে প্রশাসন জম্মু ও কাশ্মীরকে রাজ্যের মর্যাদা দিতে চাইছে না। তাই নজর ঘোরাতে এইসব করছে।' ওমর আবদুল্লা কড়া বার্তা দিয়ে বলেন, 'এই হুমকিকে হালকাভাবে নেওয়া উচিত নয়, কাশ্মীরি পণ্ডিতদের নিরাপত্তা দেওয়া হোক।'

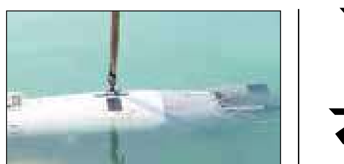

মার্কিন ডুবোজাহাজকে কবজা ইরানের

তেহরান ও নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর : হরমুজ প্রণালীতে আমেরিকার একটি চালকহীন ডুবোজাহাজ নিজেদের কবজায় নেওয়ার দাবি করেছে ইরান। তবে মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ডের মুখপাত্র ক্যাপ্টেন টিম হকিন্স জানান, ডুবোজাহাজটিতে একদিন আগেই যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিয়েছিল এবং এটিতে কোনও প্রযুক্তি ছিল না। এর আগে ইয়েমেনের ইরান সমর্থিত হুতি জঙ্গিরা সৌদি আরবের আবহা, খামিস মুশাইত, জাজান ও নজরানের একাধিক বেসামরিক এলাকা এবং তেল পরিকাঠামোতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে। সৌদি আরবের বেসামরিক অবকাঠামোয় হুতি হামলার নিন্দা জানিয়েছে ভারত। বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, 'আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা নষ্ট করা এবং বাব-এল-মান্দেব প্রণালীতে মুক্ত নৌচলাচলের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টিকারী এই ধরনের হামলা কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।'

বন্দে মাতরম নিয়ে কংগ্রেস-এনসি দ্বন্দ্ব

শ্রীনগর, ৯ সেপ্টেম্বর : বন্দে মাতরমের ৬টি স্তবক গাওয়া নিয়ে শাসক বিজেপির সঙ্গে কংগ্রেসের সংঘাত চলছিলই। এবার এই ইস্যুতে হাত শিবিরের সঙ্গে ইন্ডিয়া শরিক ন্যাশনাল কনফারেন্সের (এনসি) মতবিরোধও প্রকাশ্যে চলে এল। মঙ্গলবার শ্রীনগরে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বন্দে মাতরমের ৬টি স্তবকই গাওয়া হয়। সেখানে উপস্থিত জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা এবং ন্যাশনাল কনফারেন্স সভাপতি ফারুক আবদুল্লা জাতীয় গান চলাকালীন উঠে দাঁড়িয়ে সম্মানও জানান।

এর সমালোচনায় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কেসি বেণুগোপাল ওই অনুষ্ঠানের একটি ভিডিও শেয়ার করে লেখেন, 'আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা ভারতের জন্য যে সমন্বয়বাদী ও বহুমাত্রিক আদর্শের স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং লালন করেছিলেন, বন্দে মাতরমের পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ তার সঙ্গে খাপ খায় না।' জাতীয় গানের প্রথম দুটি স্তবক গ্রহণ করার বিষয়ে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তকে সম্মান জানাতে তিনি জোট সহযোগীদের প্রতি আহ্বানও জানান। কংগ্রেসের এই সমালোচনার জবাব দিয়ে ন্যাশনাল কনফারেন্স জানিয়েছে, জম্মু ও কাশ্মীর সরকার শুধুমাত্র তাদের সরকারি দায়িত্ব পালন করেছে। কারণ জাতীয় গানের প্রতি দাঁড়িয়ে সম্মান জানানো এখন একটি সংবিধিবদ্ধ বা আইনি

> স্বাধীনতা সংগ্রামীরা দেশের জন্য সমন্বয়বাদী ও বহুমাত্রিক আদর্শের স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং লালন করেছিলেন, বন্দে মাতরমের পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ তার সঙ্গে খাপ খায় না।
> **কেসি বেণুগোপাল**

বাধ্যবাধকতায় পরিণত হয়েছে। এনসি মুখপাত্র তনবীর সাদিক, পরিষ্কার জানান, যাঁরা এই গান গাইতে চান, ন্যাশনাল কনফারেন্স তাঁদের বিরোধিতা করে না।

ধস বাজারে

মুম্বই, ৯ সেপ্টেম্বর : ভারতীয় শেয়ার বাজারে পতন চলছেই। চলতি সপ্তাহে টানা তিনদিন পতনের পর সেনসেক্স ৭৪৭৬৪.২৩ এবং নিফটি ২৩৪৩১.৫০ পয়েন্টে থিতু হয়েছে। এদিন সেনসেক্স ৮১৩.৩৫ এবং নিফটি ২০৩.৬ পয়েন্ট পড়েছে। গত তিন মাসের মধ্যে এটিই দুই সূচকের সর্বনিম্ন অবস্থান। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, মূলত আন্তর্জাতিক বাজারে অশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ১০০ ডলারে পৌঁছে যাওয়ায় সারা বিশ্বের শেয়ার বাজারে এর বিরূপ প্রভাব পড়েছে। জ্বালানি তেলের দাম বাড়লে মূল্যবৃদ্ধির হার বাড়বে। ফলে সুদের হার কমার সম্ভাবনা ক্ষীণ হচ্ছে। যে কারণেই শেয়ার বিক্রির হিড়িক পড়েছে।

জোটের নাম

চেন্নাই, ৯ সেপ্টেম্বর : তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী থালাপতি বিজয়ের টিভিকের নেতৃত্বাধীন শাসক জোটের নাম হল সেকুলার সোশ্যাল জাস্টিস ভিক্টোরি অ্যালায়েন্স বা এসএসজেভিএ। জোটের সভাপতি বিজয়। বুধবার শরিক কংগ্রেস, ভিসিকে, আইইউএমএল, এমডিএমকে শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন তিনি। তবে সিপিএম, সিপিআই সমর্থন করলেও তারা বৈঠকে ছিল না।

লঙ্কার মাটি থেকে ভারতে আঘাত নয়

কলম্বো, ৯ সেপ্টেম্বর : ভারত-শ্রীলঙ্কা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক তথা আঞ্চলিক নিরাপত্তা ইস্যুতে তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা দিলেন শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট অনুরা কুমারা দিশানায়েকে। ভারতের নিরাপত্তাকে ক্ষুণ্ণ করার কাজে শ্রীলঙ্কার মাটিকে কোনওভাবেই ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন তিনি।

কলম্বোয় ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে এ কথা বলেন শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট। সাম্প্রতিক সময়ে ভারত মহাসাগর অঞ্চলে চিনের প্রভাব বৃদ্ধি নিয়ে দিল্লির যে উদ্বেগ রয়েছে, তাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে শ্রীলঙ্কার শীর্ষ নেতৃত্ব ভারতকে তাঁদের পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন।

বৈঠকে দু-দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা, তামিলদের সমস্যা এবং নিরাপত্তার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। দিশানায়েকে বলেন, 'শ্রীলঙ্কার নিকটতম এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী দেশ। সম্পর্কের দিক থেকে দিল্লির নিরাপত্তার স্বার্থরক্ষা করা কলম্বোর অন্যতম অগ্রাধিকার।' পাশাপাশি সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত নিরাপত্তা এবং জেলেদের সমস্যার মতো বিষয়গুলিও দুই দেশের মধ্যে আলোচনা হয়েছে।

ভয়ে কাঁপছে রাজধানীর একাধিক 'ছাত্রপাড়া'

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর : দিল্লি নগর নিগমের অনুমতি ছাড়া যেখানে একটি দেওয়ালও তোলা যায় না, সেখানে সত্য নিকেতনে একের পর এক বেআইনি ফ্লোর কীভাবে গড়ে উঠল, সেই প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে সমানে। আতঙ্কে অনেক পড়ুয়াই হস্টেল ছেড়ে দিচ্ছেন। কিন্তু তাঁদের সামনে প্রশ্ন একটাই, যাবেন কোথায়? সকাল থেকে সত্য নিকেতনের বাইরের রাস্তায় নিরাপত্তার দাবিতে সকাল থেকে আন্দোলনে বসেছেন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ব্যাগ, সুটকেস, বইপত্র, জামাকাপড়। তবে নতুন করে আর ওই বিপজ্জনক পিজিগুলিতে ফিরতে রাজি নন বিহার থেকে আসা দীপ্তি, উত্তরপ্রদেশ থেকে আসা নীলিমা বা মধ্যপ্রদেশ থেকে আসা অঙ্কুশরা।

সত্য নিকেতনের ঘটনার আতঙ্কের অভিঘাত ছড়িয়ে পড়েছে রাজধানীর অন্যতম বড় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতিকেন্দ্র মুখার্জি নগরেও। ইউপিএসসি এবং এসএসসি পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর মনে বসবাসের ব্যবস্থা এবং নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। প্রায় তিন মিটার চওড়া সরু গলির দু'পাশে গড়ে ওঠা উঁচু ও পুরনো বাড়িগুলিতে চলছে অসংখ্য পেয়িং গেস্ট বা পিজি। সেগুলির আশপাশে ঝুলছে বিদ্যুতের তার, গলিতে সারাক্ষণ ভিড়। কোনও জরুরি পরিস্থিতিতে যা আরও বড় বিপদ ডেকে আনতে পারে। কোথাও ছাদ ফুটো, দেওয়ালে ফাটল, কোথাও আবার জল চুঁইয়ে পড়ার দাগ। পড়ুয়াদের অভিযোগ, থাকার জন্য যে ঘরগুলি দেওয়া হয়, সেগুলির ভাড়া ক্রমশ বাড়ছে। থাকাখাওয়া, পড়াশোনা এবং অন্যান্য খরচ মিলিয়ে একজন পড়ুয়ার মাসে প্রায় ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত খরচ হয়। কিন্তু ঘরগুলির আয়তন এতই ছোট যে দু'টি বিছানা এবং বইখাতা রাখার পর হাঁটার জায়গাটুকুও থাকে না। কোনও কোনও ঘর দেখতে একেবারেই পায়রার খোপের মতোই। যেখানে কিছুক্ষণ থাকার পর সত্যিই যেন দম আটকে আটকে আসে। অথচ এখানেই বছরের পর বছর ভবিষ্যতের আমলারা পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। বাড়ির বেহাল দশা এবং পিজি নিয়ে লক্ষ্মী নগর, মুনিরকা, রাজেন্দ্র নগর, প্যাটেল চেস্ট, নেহরু বিহার ও ইন্দিরা বিহারেও একই প্রশ্ন উঠছে। পড়ুয়াদের অভিযোগ, অনেক পিজিতেই রেন্ট এগ্রিমেন্ট করা হয় না। ব্রোকারদের মাধ্যমে ঘর নিতে হয়।

বিহারের মুজফ্‌ফরপুর থেকে আসা অঙ্কেশ ২০২১ সাল থেকে মুখার্জি নগরে ইউপিএসসির-র প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তাঁর কথায়, 'পাঁচতলা পর্যন্ত ওঠার সিঁড়ি অত্যন্ত সরু, ভবনের বিভিন্ন জায়গায় স্যাঁতসেঁতে ভাব। প্রায় সাত হাজার টাকা ভাড়া দিয়েও গরম ও বর্ষায় দুর্ভোগ পোহাতে হয়। এমনকি বইপত্রও নষ্ট হয়ে যায়। একাধিক বাড়িতে পিলার না থাকায়, এলাকা দিয়ে ভারী যানবাহন গেলে পুরো বিল্ডিং টাই কাঁপতে শুরু করে। বেঙ্গালুরু থেকে আসা ইউপিএসসির পরীক্ষার্থী ওম জানান, 'সত্য নিকেতন শুধু একটি বাড়ি ভেঙে পড়ার ঘটনা নয়, এটি ছাত্রদের স্বপ্নেরও ট্র্যাজেডি।' বহু পড়ুয়ার পরিবারের উদ্বেগও বেড়েছে। বাড়ি থেকে বারবার ফোন করে জানতে চাওয়া হচ্ছে, তাঁদের সন্তান নিরাপদে আছে কিনা। সবমিলিয়ে সত্য নিকেতন যেন রাজধানীর ভিনরাজ্যের পড়ুয়াদের জীবনের নতুন একটি মোড়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

হিমালয় আবার ডাকছে

বন্যার ক্ষত পেরিয়ে পর্যটকের অপেক্ষায় নেপাল

পাহাড়ের কোনও দরজা থাকে না। থাকে শুধু পথ। কখনও সে পথ মেঘে ঢাকা, কখনও বরফে। কখনও আবার হঠাৎ নেমে আসা জলের তোড়ে সেই পথ হারিয়ে যায়। তবু পাহাড় অপেক্ষা করে। মানুষও ফিরে আসে। এই মুহূর্তে নেপালের পাহাড়ও যেন তেমনই অপেক্ষায়।

কয়েক দিন আগেই প্রবল বন্যা আর ধসের তাণ্ডব বয়ে গিয়েছে দেশের বিস্তীর্ণ অংশে। ভোটেকোশী নদীর জল ফুলেফেঁপে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে বাড়ি, গাড়ি, সেতু, রাস্তা। উত্তরের বেশ কিছু এলাকায় ক্ষয়ক্ষতির ছবি ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর নানা প্রান্তে। স্বাভাবিকভাবেই সেই ছবি দেখে অনেক পর্যটকের মনে প্রশ্ন, এখন কি নেপাল যাওয়া নিরাপদ?

নেপাল নিজেই সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে পথে নেমেছে। পর্যটনমন্ত্রী খড়গরাজ পৌড়েল শুরু করেছেন, ‘নেপাল কলিং’ ক্যাম্পেইন। তাঁর বার্তা, নেপাল এখনও খোলা। হিমালয়ের ট্রেকিং রুটগুলি এখনও অপেক্ষা করছে পর্যটকের জন্য। বার্তাটা শুধু পর্যটনের নয়। বিপর্যয়ের পর যে দেশটি আবার দাঁড়াতে চাইছে, তার অর্থনীতির চাকাও ঘোরানোর চেষ্টা।

এক দেশে, কত রকম নেপাল

নেপাল বললেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে বরফঢাকা পাহাড়। এভারেস্ট। অন্নপূর্ণা। ট্রেকিংয়ের সরু পথ। কিন্তু নেপালকে শুধু পাহাড় দিয়ে মাপলে তার অনেকটাই দেখা হয় না। কাঠমান্ডু দিয়ে শুরু করা যায় সফর। প্রাচীন মন্দির, বৌদ্ধ স্তূপ, কাঠের কারুকাজে ভরা পুরোনো স্থাপত্য আর থামেলের ব্যস্ত অলিগলি- শহরটি যেন একই সঙ্গে ইতিহাস ও আধুনিকতার ঠিকানা। সকালটা কোনও প্রাচীন মন্দিরের সামনে কাটিয়ে বিকেলে থামেলের ক্যাফেতে বসে কফি খাওয়া যায় অনায়াসে। তারপর পোখরা। ফেওয়া লেকের জলে পাহাড়ের ছায়া। সকালের আলোয় অন্নপূর্ণার তুষারশৃঙ্গ। লেকের ধারে ধীর পায়ে হাঁটা। চাইলে প্যারাগ্লাইডিং। সন্ধ্যায় পাহাড়ের গায়ে আলো জ্বলে ওঠা। কাঠমান্ডুর কোলাহলের পরে পোখরা যেন একেবারে অন্য নেপাল। যাঁদের জঙ্গল ভালো লাগে, তাঁদের জন্য রয়েছে চিতওয়ান। সাফারি করে দেখা মিলতে পারে একশৃঙ্গ গন্ডারের। আর ইতিহাস ও ধর্মের টানে গেলে লুম্বিনী- গৌতম বুদ্ধের জন্মভূমি। অর্থাৎ নেপাল মানে একটি মাত্র ভ্রমণ নয়। একই সফরে শহর, পাহাড়, জঙ্গল, ধর্ম আর ইতিহাস সবকিছুকে ছুঁয়ে দেখা যায়।

শরৎ আসছে, পাহাড় হাসছে

সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর নেপালের পর্যটন ক্যালেন্ডারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। বর্ষার মেঘ সরে গিয়ে আকাশ পরিষ্কার হয়। দূরের পাহাড় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ট্রেকিংয়ের জন্যও এই সময়টি জনপ্রিয়। এই মরশুমেই নেপালের বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ে। ফলে ঠিক এই সময়ের মুখে বন্যার ধাক্কা পর্যটন ব্যবসায়ীদের চিন্তায় ফেলেছে। অগাস্টে নেপালে ৮৫ হাজারের বেশি বিদেশি পর্যটক গিয়েছেন। গত বছরের তুলনায় সংখ্যাটা কিছুটা কম। তার উপর বন্যার খবর ছড়িয়ে পড়ার পর সেপ্টেম্বর-নভেম্বরের বুকিং বাতিল হওয়ার খবরও এসেছে। কারণটা সহজ। কোনও পর্যটকই এমন জায়গায় যেতে চান না, যেখানে পৌঁছানোর রাস্তা অনিশ্চিত। কিন্তু এখানেই নেপাল একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে- বন্যা পুরো দেশকে গ্রাস করেনি।

কাঠমান্ডু, পোখরা, চিতওয়ান, লুম্বিনী, জনকপুর, বার্দিয়া- দেশের বহু জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্র স্বাভাবিক রয়েছে। অন্নপূর্ণা ও এভারেস্ট অঞ্চলেরও অধিকাংশ পর্যটন কার্যক্রম চালু রয়েছে। তবে এর অর্থ এই নয় যে চোখ বুজে যে কোনও রুটে বেরিয়ে পড়া যায়। বন্যার সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে উত্তরের নির্দিষ্ট কিছু এলাকায়। বিশেষ করে রসুয়া অঞ্চলে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। কিছু রাস্তা ও সেতু এখনও বিপর্যস্ত। ফলে ট্রেকিং বা সড়কপথে যাত্রার আগে স্থানীয় প্রশাসন, হোটেল কিংবা ট্রেকিং এজেন্সির কাছ থেকে সর্বশেষ পরিস্থিতি জেনে নেওয়া জরুরি।

এবারের ভ্রমণ একটু অন্যরকম

ভ্রমণ মানে সাধারণত নিজের জন্য কিছু সময় সরিয়ে রাখা। একান্তই নিজের জন্য। সেইসঙ্গে ছবি তোলা। নতুন জায়গার স্বাদ নেওয়া। ফিরে এসে গল্প করা। কিন্তু কখনো-কখনো ভ্রমণের অর্থ একটু বড় হয়ে যায়। নেপালের পর্যটনশিল্প এখনও পুরোপুরি ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি। করোনা-পরবর্তী ধাক্কা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির নানা টানাপড়েন- সব মিলিয়ে গত কয়েক বছর খুব সহজ ছিল না। তার উপর এবারের বন্যা নতুন করে আশঙ্কা তৈরি করেছে। নেপালের পর্যটন দপ্তর তাই চাইছে বিদেশিরা যেন শুধু সংবাদে দেখা বিপর্যয়ের ছবিটা দেখে গোটা দেশকে বিচার না করেন। এই বার্তার মধ্যে অবশ্যই সতর্কতা থাকবে। বিপর্যস্ত এলাকায় যাওয়া নয়। ঝুঁকিপূর্ণ রাস্তা এড়িয়ে চলা। আবহাওয়ার খবর নেওয়া। স্থানীয় প্রশাসনের নির্দেশ মেনে চলা। কিন্তু যেখানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক, সেখানে পর্যটন চালু রাখা।

কারণ একজন পর্যটক যখন কাঠমান্ডুর ছোট হোটেলে থাকেন, স্থানীয় গাড়ি নেন, পাহাড়ি গ্রামের গাইডকে সঙ্গে নেন, কোনও ছোট রেস্তোরাঁয় খাওয়া-দাওয়া করেন- তখন তাঁর খরচের একটা অংশ সরাসরি পৌঁছে যায় স্থানীয় মানুষের হাতে। সেই কারণেই এবারের নেপাল ভ্রমণ হয়তো একটু আলাদা হতে পারে।

হয়তো কাঠমান্ডুর কোনও মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি শুনতে শুনতে মনে পড়বে, কয়েকশো কিলোমিটার দূরে এখনও কোনও গ্রাম ধ্বংসস্তূপ সরাচ্ছে। পোখরার শান্ত জলের দিকে তাকিয়ে মনে হবে, এই সৌন্দর্যের আড়ালেও একটা দেশ কঠিন সময় পেরোচ্ছে। আর বরফঢাকা পাহাড়ের দিকে তাকালে মনে হবে- প্রকৃতি যেমন কখনও কঠিন, তেমনই তার সৌন্দর্যও অমোঘ।

নেপাল তাই এখন শুধু বলছে না, ‘এসো।’

সে যেন বলছে- আমরা আছি। পাহাড় আছে। পথও খুলছে। তুমি এসো, তবে আমাদের এই ফিরে আসার গল্পটারও একটু অংশ হয়ে। হিমালয় আসলে আপনারই অপেক্ষায়।

শিউলির গন্ধে ভ্রমণ

শালিনী চট্টোপাধ্যায়

শরৎ এসেছে। কাশফুলের সাদা ঢেউ, নীল আকাশ আর ভোরের উঠোনে ছড়িয়ে থাকা শিউলির গন্ধে বাংলাকে নতুন করে চিনে নেওয়ার সময়।

ভোরের আলো তখনও ঠিক করে ফোটেনি। ঘুমচোখে উঠোনে পা রাখতেই কেমন একটা মিষ্টি গন্ধ এসে নাকে লাগে। নীচে তাকিয়ে দেখা যায়, সবুজ ঘাসের উপর ছড়িয়ে আছে ছোট ছোট সাদা ফুল। মাঝখানে কমলা ডাঁটি। শিউলি।

কোথাও দূরে হয়তো ঢাকের কাঠি এখনও পড়েনি। মণ্ডপ তৈরি হওয়ার কাজও শুরু হয়নি। তবু বোঝা যায়, উৎসব আসছে।

শরৎ এসেছে।

এই ঋতুর জন্য বাঙালির আলাদা কোনও আমন্ত্রণ লাগে না। আকাশ একটু বেশি নীল হলেই, মেঘগুলো তুলোর মতো ভেসে গেলেই, রাস্তার ধারে হঠাৎ কাশফুল মাথা তুললেই মন বলে এবার কোথাও যাওয়া যাক।

দূরে নয়। খুব নামী কোনও পর্যটনকেন্দ্রেও নয়। বরং এমন কোনও জায়গায়, যেখানে সকালটা শুরু হয় পাখির ডাকে, দুপুর গড়িয়ে যায় গাছের ছায়ায় আর বিকেলে নদীর ধারে দাঁড়ালে মনে হয়, শহরটা যেন অনেক দূরে।

শরৎ দেখতে তাই এবারে একটু অন্যরকম ভ্রমণ হোক।

কাশফুলের সাদা দেশে

বাংলার শরৎকে সবচেয়ে সহজে চেনা যায় কাশফুলে। বর্ষার শেষে নদীর চর, রেললাইনের ধারে, গ্রামের আলপথে হঠাৎ সাদা হয়ে ওঠে চারপাশ। হাওয়ায় দুলতে থাকা কাশের সারি দেখে মনে হয়, প্রকৃতি যেন নিজের হাতে উৎসবের সাজ সাজিয়েছে।

এই সময় নদীর ধারের কোনও গ্রামে চলে যাওয়া যায়। গন্তব্য হতে পারে বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া কিংবা নদিয়ার কোনও অচেনা প্রান্ত। খুব বেশি পরিকল্পনার প্রয়োজন নেই। বরং খানিকটা উদ্দেশ্যহীন হাঁটাহাঁটিই এই ভ্রমণের আসল মজা।

সকালে বেরিয়ে পড়ুন। সঙ্গে ক্যামেরা থাকলে ভালো, না থাকলেও ক্ষতি নেই। কাশবনের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ কোনও মাটির বাড়ি চোখে পড়তে পারে। উঠোনে ধান শুকোচ্ছে। গাছের নীচে বসে কেউ সবজি কাটছেন। পাশের পুকুরে হাঁস ভেসে বেড়াচ্ছে। শহরের চোখে এগুলো হয়তো সাধারণ দৃশ্য। কিন্তু শরতের ভ্রমণে এই সাধারণ দৃশ্যগুলিই হয়ে ওঠে অসাধারণ।

মাটির গন্ধে শরৎ

বীরভূমের দিকে গেলে শরৎকে একটু অন্যভাবে পাওয়া যায়। লালমাটির পথ, তাল গাছ, খেজুর গাছ, মাটির বাড়ি আর গ্রামের নীরবতা- সব মিলিয়ে সেখানে শরৎ যেন ধীর পায়ে হাঁটে। শহরের মতো তার কোনও তাড়া নেই।

বোলপুর-শান্তিনিকেতনের চেনা জায়গাগুলি তো রয়েছেই। তবে এবার শহরের ভিড় ছেড়ে একটু বাইরে বেরিয়ে পড়া যায়। গ্রামের পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে খুঁজে নেওয়া যায় নিজের শরৎ। ভোরে কোনও বাড়ির উঠোনে শিউলি পড়ে থাকতে দেখা যেতে পারে। কোথাও পুকুরের জলে নীল আকাশের ছায়া। দূরে কাশফুল। বাতাসে হালকা শীতের ইঙ্গিত।

আর এই সময়েই বোঝা যায়, ভ্রমণ মানে সবসময় দর্শনীয় স্থান দেখা নয়। কখনো-কখনো একটি ঋতুকে নিজের চোখে দেখে নেওয়াও ভ্রমণ।

বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরেও শরৎ অন্যরকম। টেরাকোটার মন্দিরের গায়ে লেগে থাকা রোদ, পুরোনো শহরের সরু রাস্তা আর চারপাশের গ্রাম- সবকিছুর উপর পড়ে শরতের স্বচ্ছ আলো। ইতিহাস দেখতে গিয়ে প্রকৃতিও দেখা হয়ে যায়।

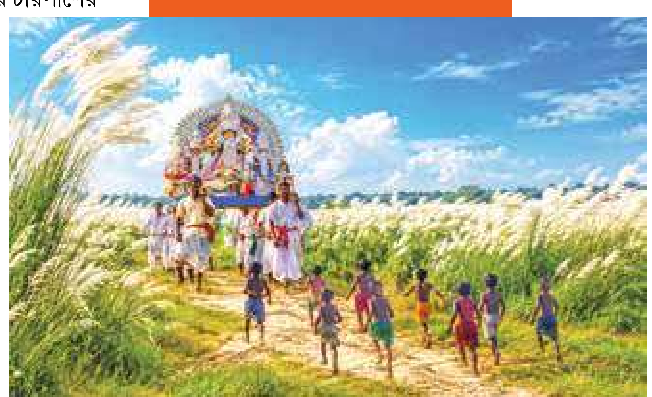

লালমাটির পথে, নীল আকাশের নীচে

পুরুলিয়ায় শরৎ মানে পাহাড়ের গায়ে অন্য আলো।

বর্ষা সরে গেলে আকাশ পরিষ্কার হয়। দূরের অযোধ্যা পাহাড় আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সবুজ তখনও পুরোপুরি ফিকে হয়নি, আবার বর্ষার ভারও নেই। রাস্তায় কাদা কমে আসে। ভোরের বাতাসে একটা শুকনো, হালকা শীতল ভাব। পুরুলিয়ার ভ্রমণে তাই এবার পাহাড়ের চূড়ায় ওঠার পাশাপাশি গ্রামের পথেও হাঁটা যায়। লালমাটির রাস্তা ধরে কোথাও একটু থামুন। স্থানীয় কোনও বাড়িতে সকালের চা পাওয়া গেলে মন্দ কী!

শহরে বসে আমরা অনেক সময় ভাবি, শরৎ মানেই শুধু নীল আকাশ আর সাদা মেঘ। অথচ এই ঋতুর আসল সৌন্দর্য লুকিয়ে থাকে তার ছোট ছোট পরিবর্তনে।

বর্ষার ভেজা গন্ধ কমে আসে। বাতাস একটু শুকনো হয়। রোদ আর তেমন তীব্র লাগে না। সন্ধ্যা নামতে শুরু করে একটু আগে।

আর ভোর?

ভোরের সঙ্গে শিউলির গন্ধটা যেন একটু বেশি জড়িয়ে যায়।

উৎসবের আগে একটুখানি পালিয়ে যাওয়া

পুজোর সময় বাঙালি ঘুরতে বেরোয় ঠিকই। কিন্তু তখন সব জায়গাতেই ভিড়। হোটেলের দাম বাড়ে। রাস্তায় গাড়ির চাপ। পরিচিত পর্যটনকেন্দ্রগুলির অনেকটাই হয়ে ওঠে মানুষের ভিড়ে ভরা। তাই শরৎকে উপভোগ করার সবচেয়ে ভালো সময় হয়তো পুজোর ঠিক আগের কয়েকটা দিন।

দু’দিনের ছোট্ট একটা সফর। কোনও নামী রিসর্ট নয়, গ্রামের কাছে ছোট কোনও হোমস্টে। সকালে ঘুম থেকে উঠে হাঁটতে বেরোনো। দুপুরে স্থানীয় খাবার। বিকেলে নদী বা মাঠের ধারে বসে থাকা। রাতে আকাশ দেখা।

ব্যাস।

এই ভ্রমণে খুব বেশি কিছু করার নেই। বরং কিছু না করাটাই উদ্দেশ্য।

ফোনটা একটু দূরে রেখে, শহরের ব্যস্ততা থেকে কয়েক ঘণ্টার জন্য নিজেকে সরিয়ে রেখে, চারপাশের শব্দগুলো শোনার চেষ্টা করা। পাখির ডাক। দূরের ট্রেনের হুইসল। গাছের পাতায় বাতাসের শব্দ। সন্ধ্যার পরে ঝিঁঝি পোকার ডাক।

হয়তো বুঝতে পারবেন, এতদিন ভ্রমণ করতে গিয়ে আমরা আসলে কত কিছুই না মিস করেছি।

শরৎ কোনও গন্তব্য নয়

শরৎ আসলে কোনও নির্দিষ্ট জায়গার নাম নয়।

তাকে পাওয়া যায় কলকাতার শহরতলির কোনও মাঠে। পাওয়া যায় বীরভূমের লালমাটির গ্রামে। পাওয়া যায় বাঁকুড়ার মন্দিরের উঠোনে। পুরুলিয়ার পাহাড়ের গায়ে। নদিয়ার কোনও নদীর চরে। উত্তরবঙ্গের কোনও নিঃশব্দ গ্রামেও।

শুধু চোখটা একটু অন্যভাবে খুলতে হয়।

এবার তাই পুজোর কেনাকাটা, মণ্ডপ দেখা আর ভিড়ের শহর থেকে একটু আগে বেরিয়ে পড়ুন। শরৎকে তার নিজের মতো করে দেখুন।

ভোরে শিউলি কুড়িয়ে নেওয়া কোনও শিশুর পাশে দাঁড়ান। কাশফুলের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যান। অচেনা কোনও গ্রামের চায়ের দোকানে বসে এক কাপ চা খান। সূর্য ডোবার সময় কোনও নদীর ধারে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকুন।

তারপর ফিরুন।

হয়তো সঙ্গে করে কোনও দামি স্মারক আনবেন না। কোনও বিখ্যাত পর্যটনকেন্দ্রের ছবি দিয়েও ভরবে না মোবাইলের গ্যালারি।

শুধু জামাকাপড়ে, চুলে, স্মৃতিতে লেগে থাকবে একটা গন্ধ।

শিউলির গন্ধ।

আর তখন বুঝবেন, ভ্রমণ কখনো-কখনো দূরে যাওয়ার নাম নয়।

কখনও নিজের চেনা বাংলাটাকেই নতুন করে আবিষ্কার করার নাম।

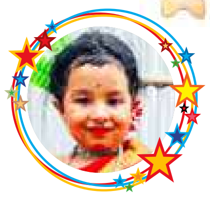

ছোট্ট তারা

নর্থ পয়েন্ট রেসিডেন্সিয়াল স্কুলের এলকেজির পড়ুয়া তিতলি দত্ত ভালো নাচে। স্কুলে প্রতিটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে।

যদি কেউ কথা না কয়...

সপ্তর্ষি রায়চৌধুরী

শিলিগুড়ি, ৯ সেপ্টেম্বর : শব্দহীন পথে জীবনের কত রং। মুখে কথা নেই, আকার-ইঙ্গিতে ভাব বিনিময়। রান্না, আপ্যায়ন। সীমিত 'ক্ষমতা' নিয়ে আত্মমর্যাদার গল্প বুনছেন এক নির্বাক দম্পতি। বাইরে প্রচণ্ড কোলাহলের মাঝে শালবাড়ি বাজারে সিদ্ধার্থ তামাং এবং রূপা ছেত্রীর রেস্তোরাঁ যেন আদতেই নৈঃশব্দ্যের সেরা ঠিকানা।

রেস্তোরাঁটি ছোট্ট। চারটি টেবিল। মেরেকেটে দশজন বসা যায়। নেই চেনা হাঁকডাক। শুধু সিদ্ধার্থ বা রূপা নন, রেস্তোরাঁর প্রতিটি কর্মী 'বিশেষ' মানুষ। কেউই কথা বলতে বা শুনতে পান না। প্রথমবার জায়গাটিতে পা রেখে সাংকেতিক ভাষায় ওদের অনর্গল 'কথা' বলতে দেখে অনেকেই খানিক বিড়ম্বনায় পড়েন, কীভাবে যোগাযোগ করবেন ভেবে। কিন্তু অসুবিধা হয় না, যখন হাসিমুখে তাঁদের সামনে পেন ও চিরকুট এগিয়ে দেন সিদ্ধার্থ। মোমো, থুকপা, স্যান্ডউইচ, চাউমিন কিংবা চা-কফি, মেনুকার্ড দেখে চিরকুটে লিখে দিলেই খানা হাজির।

সিদ্ধার্থ ও রূপার সবচেয়ে বড় সাফল্য, তাঁদের 'কমিউনিটি'-কে একছাতার তলায় আনার প্রয়াস। আশপাশের অনেক ভাষাহীন তরুণ-তরুণী চায়ের ধোঁয়ায় সন্ধ্যা কাটিয়ে দেন ইশারায় আড্ডা মেরে। এই রেস্তোরাঁ দুটি আক্ষরিক অর্থেই মূকবধির মানুষদের প্রিয় জায়গা হয়ে উঠেছে। এখানে তাঁরা স্বাধীন, নেই নিরাপত্তাহীনতা। তাছাড়া খাঁটি নেপালি খাবারের স্বাদ নিতে 'সুস্থ' লোকেদের ভিড় লেগেই থাকে।

সিদ্ধার্থর জন্ম দার্জিলিংয়ে। তাঁর চার বছর বয়স পর্যন্ত মা পারু তামাং অপেক্ষা করছিলেন, ছেলে বোধহয় এবার কথা বলবে; কিন্তু ছেলে কথা বলেনি। বিশেষভাবে সক্ষমদের স্কুলে সিদ্ধার্থ অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন। এরপর বিভিন্ন উপায়ে রোজগারের চেষ্টা। আট বছর আগে সিদ্ধার্থর সঙ্গে বিয়ে হয় কার্সিয়াংয়ের রূপার। দুজন স্বাধীনভাবে বাঁচবেন বলে ঠিক করেন। সবুজ পাহাড় ছেড়ে তাঁদের গন্তব্য হয় কংক্রিটের সমতল। সামান্য পুঁজিতে হিলকার্ট রোডের ধারে শালবাড়ি বাজারে একটি দোকানঘর ভাড়া নেন তিন বছর আগে। শুরু হয় পথচলা।

খাবারের অনন্য স্বাদ ও পাহাড়ি-যুগলের ব্যবহারে খুব কম সময়ে রেস্তোরাঁটি জনপ্রিয়তা পায়। মাস ছয়েক আগে কয়েক গজ দূরে আরেকটি দোকানঘর ভাড়া নিয়ে একটি ফ্যামিলি রেস্তোরাঁ শুরু করেছেন সিদ্ধার্থ-রূপা। এই জায়গাটি তুলনামূলক বড়। বসার জন্য সোফা রয়েছে। সবমিলিয়ে ত্রিশজন একসঙ্গে খেতে পারেন। ব্যবসা বাড়তে নিজেদের মতো আরও কয়েকজন 'নীরব' ছেলেমেয়ের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন দম্পতি। দুই রেস্তোরাঁয় মোট চারজন কর্মী। কমবেশি সবাই ইংরেজি পড়তে পারেন। তাঁদের মধ্যে কিরণকুমার শাহ, এলিনা খান এবং দানিশ রাঁধুনি। নেপাল থাপা সাফাই করেন। সিদ্ধার্থ ও রূপা এখন ভাগাভাগি করে দুই দোকানের ক্যাশ কাউন্টার সামলান।

বর্ণমালার সমাহার শালবাড়ি বাজারের নির্বাক রেস্তোরাঁয়।

ছোট রেস্তোরাঁটিতে ঢুকলে সবচেয়ে বেশি চোখ টানে দেওয়াল। সেখানে বর্ণমালার সমাহার। খাওয়াদাওয়া শেষ হলে অতিথিদের সামনে আবার চিরকুট রাখেন সিদ্ধার্থ। খাবারের স্বাদ, ব্যবহার, রেস্তোরাঁর পরিবেশ সহ সার্বিক অভিজ্ঞতা লিখে দেন তাঁরা। অনেকে ছবি এঁকে দেন। আর সেই লেখা-ছবি সংবলিত চিরকুটগুলি যত্ন করে দেওয়ালে সেঁটে দেন সিদ্ধার্থরা। সংকেত জানায়, ওইটুকুই তাঁদের পরম প্রাপ্তি।

রেস্তোরাঁয় দেখা শুভম ও শিবানীর সঙ্গে। তাঁরা অবশ্য কথা বলতে পারেন। প্রথমবার নির্বাক এই রেস্তোরাঁর খাবার চেখে দুজনেই মুগ্ধ। চিরকুটে লিখে তাঁরা জানালেন, আবার আসব। ক্ষণিকেই চিরকুট জায়গা পেল দেওয়ালে।

ধীরজ নামে আরেক তরুণ নিয়মিত আসেন। বেশিরভাগ সময় কেবল চা অর্ডার করে চুপচাপ বসে থাকেন দীর্ঘক্ষণ। কেন? তাঁর মতে, বিশৃঙ্খল পৃথিবীর বিপরীতে এক টুকরো শান্তির খোঁজ মেলে এখানেই।

পুরনিগমের সামনে সিপিএমের কর্মী-সমর্থকদের বিক্ষোভ। বুধবার।

জমি শক্ত করার তৎপরতা

পুরনিগমের বাম-বিক্ষোভ

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৯ সেপ্টেম্বর : জমি পুনরুদ্ধারে মরিয়া বামেদের পাখির চোখ পুরনিগমের ভোট। পুরনিগমে প্রশাসকরাজ কায়েম হতেই পুর পরিষেবা নিয়ে প্রশ্ন তুলছিল বামেরা; জনমত তৈরিতে বাড়ি বাড়ি প্রচারে জোরও দেওয়া হচ্ছিল। বুধবার বিস্তর অভিযোগ ও দাবিকে সামনে রেখে পুরনিগম অভিযান করলেন নেতা-কর্মীরা। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এদিন মিছিলে দেখা গিয়েছে প্রাক্তন মেয়র তথা বর্ষীয়ান সিপিএম নেতা অশোক ভট্টাচার্যকে।

শহরের একাধিক রাস্তা বেহাল হয়ে পড়েছে, পানীয় জল সরবরাহ নিয়েও রয়েছে সমস্যা। বামেদের অভিযোগ, বর্তমানে পুর নাগরিক পরিষেবা ভেঙে পড়েছে। এর জন্য দ্রুত পুর নির্বাচন প্রয়োজন বলে মনে করছেন বাম নেতারা। আইনিভাবে ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের পক্ষে জোরালো সওয়াল করছে বাম নেতৃত্ব। অব্যবস্থা ও ব্যর্থতার অভিযোগ এবং ১৬টি দাবিকে সামনে রেখে বুধবার বামেদের তরফে পুরনিগম অভিযান করা হয়। তার আগে লালমোহন মৌলিক ঘাটের সামনে থেকে একটি মিছিল বের করা হয়।

রাজ্যে ক্ষমতার পরিবর্তনের পরই শাসকদলকে নিশানা করেছে সিপিএম সহ অন্যান্য বাম দল। রেলের জমিতে বসবাসকারীদের পুনর্বাসন, শহরের রাস্তার সংস্কার, পানীয় জল সমস্যা মেটানো সহ বিভিন্ন নাগরিক পরিষেবাকে ইস্যু করেছে বামেরা। এদিনের আন্দোলনে বিভিন্ন ওয়ার্ডের কর্মীদের শামিল করা হয়। পুরনিগম অভিযানের মিছিলে পা মিলিয়ে সিপিএমের বর্ষীয়ান নেতা অশোক ভট্টাচার্য বলেন, 'পুর বোর্ড না থাকায় সাধারণ মানুষকে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। দ্রুত নির্বাচন করা দরকার।' পুর বোর্ড না থাকায় ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে বিজেপির কোঅর্ডিনেটররা কাউন্সিলারের ভূমিকা পালন করছেন বলে অভিযোগ করেন প্রাক্তন কাউন্সিলার শরদিন্দু চক্রবর্তী।

এদিনের আন্দোলনে যোগ দেওয়া একতিয়াশালের মঞ্জু ঝা বলেন, 'আগে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পেতাম, কিন্তু এখনও অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পাচ্ছি না। এমনকি বাড়ির সামনের রাস্তাও বেহাল হয়ে পড়ে রয়েছে।' রথখোলার বাসিন্দা অলোকা দাস জানান, তিনি সরকারি কোনও প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন না। নাগরিকদের সমস্যাগুলো যাতে দ্রুত মেটানো যায়, সেজন্যই এই অভিযান বলে সিপিএমের জেলা সম্পাদক সমন পাঠক জানান। তীব্র গরমে মিছিলে হেঁটে পুরনিগমের সামনে এসে অসুস্থ হয়ে পড়েন ৩৮ নম্বর ওয়ার্ড থেকে আসা এক সিপিএম কর্মী। তাঁকে তড়িঘড়ি চিকিৎসার জন্য শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি সুস্থ আছেন বলে সিপিএম নেতা দিলীপ সিং জানান।

এদিন বামেদের তরফে সাতজন প্রতিনিধির দল দাবিগুলো নিয়ে পুর কমিশনার বীরবিক্রম রাইয়ের সঙ্গে কথা বলে। পুরভোটের আগে নিজেদের হারিয়ে যাওয়া ঘাঁটি ফিরে পেতে পরিকল্পিতভাবে নাগরিক সমস্যাগুলোকে ইস্যু করে বামেরা ময়দানে নেমেছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। বামেদের আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, তার জন্য পুরনিগমে বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল।

নয়া কমিটি

শিলিগুড়ি, ৯ সেপ্টেম্বর : প্রথমবারের মতো কনফেডারেশন অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশনের (সিডব্লিউবিটিএ) নর্থ বেঙ্গল চ্যাপ্টারের কমিটি গঠিত হল। বুধবার শিলিগুড়িতে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই কমিটি গঠন করা হয়। সংগঠনের নর্থ বেঙ্গলের সভাপতি হয়েছেন খোকন ভট্টাচার্য, কার্যনির্বাহী সভাপতি করা হয়েছে শিবশংকর সরকারকে। এছাড়াও সহ সভাপতি করা হয়েছে উৎপল সরকার ও সুব্রত সাহাকে, সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পেয়েছেন গোপাল খেরিয়া, যুগ্ম সম্পাদক হয়েছেন করণ সিং জৈন ও প্রদ্যুৎ সিং চৌহান। অ্যাসোসিয়েশনের তরফে উত্তরের ব্যবসায়ীদের সুবিধার জন্য শিলিগুড়িতে জিএসটি অ্যাফিলিয়েটেড ট্রাইবিউনাল বেঞ্চ স্থাপন, গুলমায় লজিস্টিক ও ট্রেডিং হাব তৈরি সহ একাধিক দাবি তোলা হয়েছে।

কাজ শুরু

শিলিগুড়ি, ৯ সেপ্টেম্বর : ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের রায় কলোনি এলাকায় পেভার্স ব্লক বসিয়ে রাস্তার কাজ শুরু হল। এদিন নির্মীয়মাণ রাস্তা পরিদর্শনে যান বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়। দীর্ঘদিন ধরেই এই রাস্তা একেবারে বেহাল দশায় ছিল। এবার রাস্তার কাজ শুরু হওয়ায় রীতিমতো খুশি এলাকাবাসী। শিখা চট্টোপাধ্যায় বলেন, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর থেকে এই রাস্তার কাজ শুরু করা হল। বর্ষার পর এই ওয়ার্ড সহ ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে আরও প্রচুর রাস্তার কাজ হবে।

১৩ বছর আগে ফিটনেস শেষ

দুর্ঘটনার কবলে পড়ুয়া সহ পুলকার

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৯ সেপ্টেম্বর : ফের দুর্ঘটনার কবলে পুলকার। বরাত জোরে রক্ষা পেল সাত পড়ুয়া। বুধবার দুপুরে প্রণামী মন্দির রোড এলাকায় একটি চলন্ত পুলকার থেকে চাকা খুলে বেরিয়ে যায়। ঘটনায় পর বেশকিছুটা দূর পর্যন্ত ছেঁচড়ে এগিয়ে যায় পুলকারটি। এদিকে, দুর্ঘটনাগ্রস্ত পুলকারটির চাকা উলটো দিকের লেনে চলে গেলে সেটিকে সাইড করতে গিয়ে পড়ে যান এক বাইকচালক। গুরুতর না হলেও তিনি আঘাত পান। এদিনের ঘটনার পর পুলকারে পড়ুয়াদের নিরাপত্তা নিয়ে ফের একাধিক প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

দুর্ঘটনাগ্রস্ত পুলকারটির একাধিক নথি মেয়াদ উত্তীর্ণ বলে জানা গিয়েছে। ২০১১ সালের ২০ মে রেজিস্ট্রেশন হওয়া পুলকারটির ফিটনেসের মেয়াদ শেষ হয়েছে ২০১৩ সালের ১৯ মে। এমনকি গাড়িটির পলিউশনের মেয়াদও চলতি বছরের ৬ জুলাই শেষ হয়। যদিও ইনসুরেন্স রয়েছে ২০২৭ সালের ৮ জুলাই পর্যন্ত। সম্প্রতি রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং শিলিগুড়িতে এসে মেয়াদ উত্তীর্ণ পুলকার চলা নিয়ে কড়া বার্তা দিয়ে গিয়েছেন। ঠিক সেসময়ই প্রায় ১৩ বছরের বেশি সময় আগে ফিটনেসের মেয়াদ শেষ হওয়া পুলকার কীভাবে রাস্তায় চলছিল? তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। পুলিশের নজরদারির অভাব রয়েছে বলেও অভিযোগ করেছেন অনেকে।

অন্যদিকে, পুলকারচালক পাপাই রায়ের বক্তব্যে গাড়ির রক্ষণাবেক্ষণে গাফিলতির বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে। পাপাইয়ের স্বীকারোক্তি, 'গাড়িটিতে কয়েকদিন ধরেই বিয়ারিংয়ের সমস্যা চলছিল। এদিন দুই নম্বর গিয়ার থেকে তিন নম্বরে দিতেই চাকা খুলে বেরিয়ে যায়।' ফলে প্রশ্ন উঠছে, বিয়ারিংয়ের সমস্যা থাকলেও কেন সেটা ঠিক না করে পড়ুয়াদের গাড়িতে চাপানো হল?

চাকা খুলে ছেঁচড়ে এগিয়েছে পুলকার। (ইনসেটে) দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটির চাকাটি পড়ে রয়েছে অন্য লেনে। বুধবার।

এদিকে, পুলকারটির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা সংস্থার তরফে এক ব্যক্তি জানিয়েছেন, স্কুলের সঙ্গে পুলকারটির কোনও চুক্তি নেই। কয়েকজন অভিভাবক গাড়িটি ভাড়া করেছেন। এ নিয়ে ওই ব্যক্তির বক্তব্য, 'অনেক অলিগলিতে বাস ঢুকতে পারে না। সেকারণে পুলকার ভাড়া করে থাকেন অভিভাবকরা। এই পুলকারটিও সেভাবে চলছিল। তাছাড়া পড়ুয়াদের নিয়ে পুলকার প্রতিদিন স্কুলের সামনে গিয়েই দাঁড়ায়।'

এদিকে, দুর্ঘটনাগ্রস্ত পুলকারটির সামনে একটি বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের স্টিকার থাকতে দেখা গিয়েছে। এব্যাপারে দেখাশোনার দায়িত্বে থাকা ওই ব্যক্তির যুক্তি, 'বছর দুয়েক আগে ওই স্কুলের সঙ্গে আলোচনা হয়েছিল। কথা হয়েছিল, পুলকারটি স্কুল নিয়ে নেবে। তখনই স্কুলের নাম লেখা হয়েছিল। পরে তা বাতিল হয়ে গেলেও স্কুলের নামটা আর ওঠানো হয়নি।'

গাড়ির ফিটনেস নিয়ে ওই ব্যক্তি বলছেন, 'টেকনিক্যাল কিছু সমস্যার কারণে ফিটনেস করানো যায়নি। দ্রুতই করিয়ে নেওয়া হবে।' এদিকে, গোটা ঘটনাতেই বিব্রত হয়ে পড়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কথায়, 'আমাদের দশটা পুলকার রয়েছে। আরও দুটি পুলকার অভিভাবকদের ভাড়ার মাধ্যমে চলে। পুরো বিষয়টা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

এদিনের ঘটনা নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা তপন রায় বলেন, 'দুপুরে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি হওয়ায় রাস্তা ফাঁকায় ছিল। হঠাৎ করেই বিস্ফোরণের মতো একটা আওয়াজ শুনতে পাই। বাইরে বেরিয়ে দেখি, একটি পুলকার ছেঁচড়ে যাচ্ছে। দৌড়ে ওই পুলকারের কাছে গিয়েছিলাম। বাচ্চাগুলো ভালো থাকায় আশ্বস্ত হই।'

এদিকে, ঘটনার পর বিকল্প গাড়ি নিয়ে এসে পড়ুয়াদের পুলকার থেকে বের করে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হয়। আশঙ্কিত হয়ে পড়েন পড়ুয়াদের অভিভাবকরাও। ধীরাজ রায় নামের এক পড়ুয়ার দাদা বলেন, 'বাচ্চাদের আমরা ভরসার সঙ্গে পুলকারে দিয়েছি। ভাড়া দিচ্ছি। পুলকারের সবকিছু ঠিক রয়েছে কি না, সেটা দেখা সম্ভব নয়। প্রশাসনেরও উচিত এই বিষয়গুলি গুরুত্ব সহকারে দেখা।'

কোঅর্ডিনেটরদের ডানা ছাঁটল পদ্ম

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ৯ সেপ্টেম্বর : পুরনিগমের কোঅর্ডিনেটরদের কাজের ধরন এবং সাম্প্রতিক দলীয় কোন্দল নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করল শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপি নেতৃত্ব। বুধবার মৈনাক পর্যটন আবাসনে ১-২ ছাড়া পুরনিগমের প্রত্যেক কোঅর্ডিনেটরকে নিয়ে বৈঠক হয়। সেখানে রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী শংকর ঘোষকে মুখ্য ভূমিকায় মঞ্চে দেখা গিয়েছে। ছিলেন জেলা বিজেপির সভাপতি অরুণ মণ্ডল ও রাজ্য বিজেপির যুগ্ম কোষাধ্যক্ষ প্রবীণ আগরওয়াল। কোঅর্ডিনেটরদের নিয়ে আয়োজিত এই হাইভোল্টেজ বৈঠকে অনিয়ম, দুর্নীতি এবং প্রশাসনের কাজে হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে চরম হুঁশিয়ারি দিয়েছে নেতৃত্ব। এদিন অরুণ বলেছেন, 'সাংগঠনিক বৈঠকে কোঅর্ডিনেটরদের দিকনির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

বৈঠক সূত্রের খবর, এর আগেও একাধিকবার কোঅর্ডিনেটরদের সতর্ক করেছিলেন পর্যটনমন্ত্রী। তবে বারবার সতর্কবার্তা দেওয়া সত্ত্বেও অনেকেই তা মানছেন না বলে অভিযোগ। এদিনের কড়া হুঁশিয়ারিতে দলের অন্দরের সেই অসন্তোষই প্রকাশ্যে এসেছে বলে মনে করা হচ্ছে। এদিন স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, এবার থেকে কোঅর্ডিনেটরদের বিরুদ্ধে অনিয়ম বা দুর্নীতির কোনও অভিযোগ উঠলে আর ছাড় দেওয়া হবে না। পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হতে পারে।

দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল নিয়েও অত্যন্ত কড়া বার্তা দেওয়া হয় বৈঠকে। এই মুহূর্তে কোন্দলে জড়িত থাকার অভিযোগে যাঁদের শোকজ করা হচ্ছে, ভবিষ্যতে তাঁদের সরাসরি বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে বলে হুঁশিয়ারি দেন শীর্ষ নেতারা। তবে সম্প্রতি শোকজ হওয়া নান্টু পাল এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ইতিমধ্যেই শোকজের উত্তর দিয়েছেন বলে জানান দলের সাংগঠনিক জেলা সভাপতি।

পুরনিগমের কোঅর্ডিনেটরদের বিরুদ্ধে প্রশাসনের দৈনন্দিন কাজে অনাবশ্যক হস্তক্ষেপের একাধিক অভিযোগ উঠছিল। সূত্রের খবর, এ ব্যাপারেও সবাইকে কড়া বার্তা দিয়েছে নেতৃত্ব। তাঁদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ওয়ার্ডে কোনও কাজের প্রয়োজন বা স্থানীয় সমস্যা থাকলে, মন্ত্রীকে সরাসরি বা সংশ্লিষ্ট মণ্ডল সভাপতিদের মাধ্যমে জানাতে হবে।

কোঅর্ডিনেটরদের নিজেদের ওয়ার্ডের বুথ স্তরের বৈঠকগুলির ওপর বাড়তি নজর দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সামনেই পুরসভা নির্বাচন। তাই সমস্ত বিতর্ক দূরে সরিয়ে রেখে এখন থেকেই পুরভোটের জন্য দলকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়েছে নেতৃত্ব। সব মিলিয়ে, পুরভোটের আগে শিলিগুড়িতে দলীয় শৃঙ্খলা ফেরাতে এবং ভাবমূর্তি স্বচ্ছ রাখতে বিজেপি নেতৃত্ব যে কড়া অবস্থান নিচ্ছে, তা এই বৈঠকের নির্দেশিকাতেই স্পষ্ট।

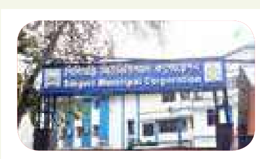

- বুধবার পুরনিগমের কোঅর্ডিনেটরদের নিয়ে বৈঠক হয়
- অনিয়ম, দুর্নীতি এবং প্রশাসনের কাজে হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে কোঅর্ডিনেটরদের হুঁশিয়ারি দিয়েছে নেতৃত্ব
- নিজেদের ওয়ার্ডের বুথ স্তরের বৈঠকগুলির ওপর বাড়তি নজর দেওয়ারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কোঅর্ডিনেটর বলেছেন, 'পুরভোটের আগে প্রস্তুতি নিতে বলা হয়েছে। দলীয় শৃঙ্খলার পাঠও দেওয়া হয়েছে।' আর এক কোঅর্ডিনেটরের কথায়, 'আজ সাবধান করে দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের কাজে দলকে হস্তক্ষেপ না করার নির্দেশও রয়েছে।'

রাজ্য বিজেপির যুগ্ম কোষাধ্যক্ষ প্রবীণ আগরওয়াল বলেছেন, 'দলীয় নির্দেশ মেনে দল চলছে। আগামীদিনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে সবটা মিলে আলোচনা হয়েছে।'

হুঁশ যেন ফিরছে না সাধারণ মানুষের। বুধবারও যত্রতত্র পার্কিং করে রাখা বাইক বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। শহরকে যানজট মুক্ত রাখতে এমন অভিযান বলে দাবি পুলিশের। হাসপাতাল মোড়ে ছবিটি তুলেছেন সূত্রধর।

পেইড প্রোমোশন এবং পেজের রিচ বাড়াতে সবকিছুকে 'ভালো' বলে চালানো এবার বন্ধ হওয়া উচিত। এতে যেমন রেস্তোরাঁগুলোর ওপর থেকে মানুষের বিশ্বাস উঠে যাচ্ছে, তেমনই ফুড ব্লগারদের ভূমিকা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। আজ শেষ পর্ব।

অতৃপ্তির ঢেঁকুর

'হ্যালো এভরিওয়ান'-এ ভরসা নড়েছে

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ৯ সেপ্টেম্বর : 'হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল! আজকে চলে এসেছি শিলিগুড়ির একদম নতুন একটা ক্যাফেতে। এখানকার ইন্টিরিওর থেকে শুরু করে লাইটিং - জাস্ট লুকিং লাইক আ ওয়াও!', 'উফ! চিকেন মোমোটা জাস্ট ওয়াও গাইস! চলুন, এবার টেস্ট করার পালা। আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলছি, শিলিগুড়িতে এমন অসাধারণ টেস্ট এর আগে আপনারা কোথাও পাননি! দেরি না করে আজই চলে আসুন।' ফুড ব্লগারদের সৌজন্যে এমন ডায়ালগ কমবেশি অনেকেই শুনেছেন। আবার প্রভাবিত হয়ে নির্দিষ্ট সেই ক্যাফে বা রেস্তোঁরায় বন্ধুবান্ধব বা পরিবার নিয়ে হাজিরও হয়েছেন। কিন্তু অভিজ্ঞতা কেমন? আসলেই কি ব্যাপারটা 'ওয়াও'? নাকি সবটাই 'দেখনদারি'? প্রশাসনের অভিযানে যেসব আঁতকে ওঠার মতো যে সমস্ত ছবি উঠে এসেছে, তাতে অতিবড় ভোজনরসিকও বলছেন 'দেখনদারি' তো বটেই।

খাদ্য সুরক্ষা ও মান নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় শহরের ফুড ব্লগাররাও নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন। ব্লগার বলাই বণিকের বক্তব্য, 'পেইড প্রমোশনে অনেক সময় রান্নাঘর দেখানোর অনুমতি মেলে না। তবে ওপেন কিচেন হলে আমরা তা অবশ্যই দেখাই।'

এসএফ রোডের একটি রুফটপ ক্যাফে-রেস্তোরাঁর চমৎকার ইন্টিরিওর ও সুস্বাদু খাবারের ভিডিও কিছুদিন আগে বেশ ভাইরাল হয়েছিল। ক্যামেরা ও আলোর জাদুতে তৈরি সেই ভিডিও দেখে কমেন্টবক্স উপচে পড়েছিল ক্যাফেটির নাম জানার আগ্রহে। অথচ, এর মাত্র কয়েক মাস পরেই যখন শিলিগুড়ি পুরনিগমের খাদ্য সুরক্ষা বিভাগ সেখানে অভিযান চালায়, তখন রান্নাঘরে মেলে মেয়াদ উত্তীর্ণ ফুড প্রোডাক্ট এবং সিল করে দেওয়া হয় পুরো রান্নাঘর। শহরের বিভিন্ন ক্যাফে ও রেস্তোরাঁয় এ ধরনের একের পর এক অভিযানে যে চিত্র সামনে আসছে, তা নাড়িয়ে দিয়েছে ভোজনরসিকদের। প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, ব্লগারদের ভিডিওতে দেখানো 'আহা-উহু' করা খাবারের রিভিউ কি তবে পুরোটাই পেইড প্রমোশনের সৌজন্যে?

নেটিজেনদের একাংশের মতে, পেজের রিচ বাড়াতে বা প্রচারের স্বার্থে সবকিছুকে 'ভালো' বলে চালানো উচিত নয়। এর ফলে একদিকে যেমন রেস্তোরাঁগুলোর ওপর থেকে মানুষের বিশ্বাস উঠে যাচ্ছে, তেমনই ফুড ব্লগারদের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। দেশবন্ধুপাড়ার বাসিন্দা সন্দীপন দত্তের অভিজ্ঞতা, 'ব্যস্ততার মাঝে সব জায়গার খোঁজ রাখা সম্ভব হয় না বলে উইকেন্ড বা সেলিব্রেশনের জন্য ফুড ব্লগারদের ভিডিওর ওপর ভরসা রাখি। কিন্তু এক ব্লগারের ভিডিও দেখে শালুগাড়ার একটি ক্যাফেতে গিয়ে দেখি, খাবারের মান অত্যন্ত খারাপ এবং পরিমাণও বেশ কম - পুরোটাই টাকা নষ্ট।'

রান্নাঘরের ছবি বা ভিডিওতে যতই 'অসাধারণ' তকমা দেওয়া হোক না কেন, খাবারের আসল মান ও পরিচ্ছন্নতা নিয়ে ভোজনরসিকদের মনে সংশয় তৈরি হয়েছে। পেইড প্রমোশন ও প্রচারের আড়ালে তাঁদের 'ভরসা'র সঙ্গে প্রতারণা অনেকেই মেনে নিতে পারছে না। যদিও ফুড ব্লগার প্রতীক মজুমদারের বক্তব্য, 'বর্তমান পরিস্থিতি দেখে আমরাও উদ্বিগ্ন। পরবর্তী শুটে রান্নাঘর দেখানোর কথা বলব।'

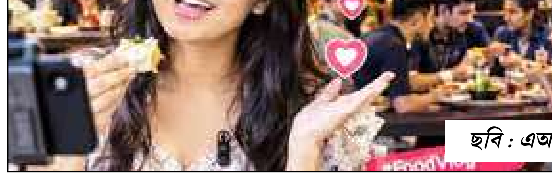

ছবি : এআই

চটকদার ভিজুয়ালের ফাঁদে তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন হাকিমপাড়ার রোহিত সরকার ও ঋত্বিকা ঘোষও। রোহিতের কথায়, 'সেবক রোডের একটি রেস্তোরাঁয় দেখি ভিডিওর সঙ্গে বাস্তবের মিল নেই। প্লেটের গায়েও হলুদ দাগ লেগে ছিল।' ঋত্বিকা মনে করেন, সময়ের অভাবে মানুষ এখন আর ক্রস চেক করার সুযোগ পান না, সরাসরি ভিডিও দেখে সেখানে চলে যান।

তবে আমজনতা বলছে, এই পরিস্থিতি থেকে একমাত্র নিস্তার মিলবে খাদ্য সুরক্ষা বিভাগের লাগাতার অভিযানে। সোশ্যাল মিডিয়ায় পচা-বাসি খাবারের ছবি বা ভিডিও দেখে হারিয়ে যাওয়া আস্থা ফেরাতে প্রশাসনিক নজরদারিই এখন ভরসা খাদ্যপ্রেমীদের। আদৌ কি সেই আস্থা ফিরবে?

পৃথিবীর পাঠশালা

খাড়া দেওয়ালে আইবেক্সের কসরত

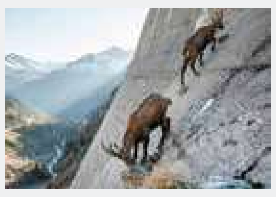

ইতালির এক বিশালাকার বাঁধের একদম খাড়া পাথুরে দেওয়ালে অদ্ভুত এক দৃশ্য চোখে পড়ে। সেখানে আলপাইন আইবেক্স নামের বুনো ছাগলরা কোনও সুরক্ষা ছাড়াই প্রায় নব্বই ডিগ্রি খাড়া দেওয়াল বেয়ে উঠছে। এত উঁচুতে এদের ওঠার কারণ কোনও শিকারির ভয় নয়, বরং লবণের খোঁজে। বাঁধের পাথরের খাঁজে জমে থাকা খনিজ লবণ চাটতেই এরা জীবনের চরম ঝুঁকি নিয়ে সেখানে চড়ে বসে। এদের রবারের মতো নমনীয় খুর এদের পিছলে পড়া থেকে বাঁচায়।

উল্কাপাতে জমাট হিরের খনি

রাশিয়ার সাইবেরিয়ায় পপিগাই নামের এক বিশালাকার খাদ রয়েছে। আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিন কোটি বছর আগে

মহাকাশ থেকে এক বিশাল উল্কাপিণ্ড প্রচণ্ড গতিতে এসে এই জায়গায় আছড়ে পড়েছিল। সেই অভিঘাতের চরম তাপ আর চাপে মাটির নীচে থাকা সাধারণ গ্রাফাইট চোখের পলকে হিরেতে পরিণত হয়। এই খাদে এত বিপুল পরিমাণ ইন্ডাস্ট্রিয়াল হিরে মজুত রয়েছে যা আগামী কয়েক হাজার বছর ধরে পুরো পৃথিবীর চাহিদা মেটাতে সক্ষম।

প্লেগ শেষের অদ্ভুত সুফল

চতুর্দশ শতাব্দীতে ইউরোপে ব্ল্যাক ডেথ মহামারিতে প্রায় অর্ধেক মানুষ মারা গিয়েছিল। এই চরম ধ্বংসের পর সমাজে এক অদ্ভুত পরিবর্তন আসে। শ্রমিকের সংখ্যা কমে যাওয়ায় বেঁচে থাকা কৃষকদের গুরুত্ব হঠাৎ বেড়ে যায় এবং তারা বেশি পারিশ্রমিক দাবি করতে শুরু করে। এর ফলে পুরোনো সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে এবং সাধারণ মানুষের আর্থিক অবস্থা ভালো হতে থাকে। ইতিহাসবিদদের মতে, এই সামাজিক পরিবর্তনের হাত ধরেই ইউরোপে শিল্প ও বিজ্ঞানের নবজাগরণ ঘটেছিল।

ইস্পাতের চেয়ে শক্ত রেশম

মাকড়সার জাল দেখতে খুব নরম ও ভঙ্গুর মনে হলেও, এর গঠন বিজ্ঞানীদের তাক লাগিয়ে দেয়। সমান ওজনের হিসেবে তুলনা করলে মাকড়সার তৈরি সিল্কের সুতো সাধারণ ইস্পাতের তারের চেয়েও প্রায় পাঁচগুণ বেশি শক্ত এবং নমনীয়। এটি ছিঁড়ে না গিয়ে নিজের দৈর্ঘ্যের কয়েকগুণ পর্যন্ত প্রসারিত হতে পারে। বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়াররা এখন এই জালের প্রোটিন নকশা নকল করে হালকা কিন্তু বুলেটপ্রুফ পোশাক এবং কৃত্রিম লিগামেন্ট তৈরির গবেষণা চালাচ্ছেন।

রেলপথ রক্ষায় বাড়তি নজরদারি

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ৯ সেপ্টেম্বর : রেলপথে ধসের জেরে সম্প্রতি উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের ট্রেন যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। একটানা বেশ কয়েকদিন একের পর এক ট্রেনের সফর বাতিল হয়েছে। যাত্রীরা চরম হয়রানির শিকার হন। এই পরিস্থিতিতে এবার উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল বাড়তি সতর্কতা নিতে শুরু করেছে। রেলের তরফে জানানো হয়েছে, যে কোনও প্রকার দুর্ঘটনা এড়াতে রেলপথ ধরে চলা পেট্রলিংয়ে বিশেষ করে জোর দেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে ভূমিধস মোকাবিলায় রেলের তরফে এবার প্রযুক্তির সাহায্যও নেওয়া হচ্ছে। এ বিষয়ে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা বলেছেন, 'ভূমিধসের জেরে রেল ট্র্যাক বসে গিয়ে যাতে কোনও বিপত্তি না বাধে, সেদিকে নজর রাখা হচ্ছে। প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়ার পাশাপাশি পেট্রলিং আরও বাড়ানো হয়েছে। সেইসঙ্গে নদী সংলগ্ন এলাকাগুলিতেও ট্র্যাকে বাড়তি নজর দেওয়া হচ্ছে।'

ফরাক্কা-ধুলিয়ানের রেলপথে ধসের নেপথ্যে ইঁদুরের কারসাজিই প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে। এদিকে সাম্প্রতিক সময়ে অসমে রেলপথে ভূমিধসের ঘটনাও ঘটেছে। এই পরিস্থিতিতে এবার উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল নজরদারি অনেকটাই আঁটোসাঁটো করতে শুরু করেছে। কোনও এলাকায় রেল ট্র্যাকের নীচ থেকে মাটি সরতে শুরু করেছে কি না, তা উপর থেকে অনেক সময় খালি চোখে বোঝা সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে এবার প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে 'গ্রাউন্ড পেনেট্রেটিং রাডার' ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের বিভিন্ন এলাকায় এই প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়ে গিয়েছে। রেল কর্তাদের দাবি, গ্রাউন্ড পেনিট্রেটিং রাডারের মাধ্যমে রেল ট্র্যাকের নীচে মাটি কতটা শক্ত রয়েছে, তা বোঝা সম্ভব হবে। এছাড়া ইঁদুরের দৌরাত্ম্যে কোথাও যদি গর্ত তৈরি হয়ে থাকে, তাও ওই যন্ত্রের সাহায্যে বোঝা সম্ভব হবে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের অধীনে কমবেশি চার হাজার কিলোমিটার রেলপথ রয়েছে। দীর্ঘ রেলপথের একাধিক জায়গায় আবার নদী বয়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ওইসব এলাকায় ইঁদুরের উপদ্রবে ভূমিধসের জেরে যাতে রেল ট্র্যাকে কোনও ক্ষতি না হয়, সেদিকে নজর রাখার কাজ শুরু করা হয়েছে। রেল কর্তাদের দাবি, রেল ট্র্যাকের নীচ থেকে আদৌ মাটি সরছে কি না, তা আগেভাগে জানা সম্ভব হলে দ্রুত পরিস্থিতির মোকাবিলা করা সম্ভব হবে। ফলে রেল পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই কমিয়ে আনা সম্ভব হবে।

- যে কোনও প্রকার দুর্ঘটনা এড়াতে রেলপথ ধরে চলা পেট্রলিংয়ে বিশেষ করে জোর দেওয়া হয়েছে
- ভূমিধস মোকাবিলায় রেলের তরফে গ্রাউন্ড পেনেট্রেটিং রাডার ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে
- নদী সংলগ্ন এলাকাগুলিতে ট্র্যাকে বাড়তি নজর দেওয়া হচ্ছে

গয়না চুরি

শিলিগুড়ি, ৯ সেপ্টেম্বর : সুযোগ বুঝে মালিকের সোনার গয়না চুরি করল আয়া। শিলিগুড়ি সুভাষপল্লির বাসিন্দা অসুস্থ রমেন্দ্রনাথ দামকে দেখভালের জন্য রাখা হয়েছিল স্থানীয় লাবণি রায়কে। রমেন্দ্রনাথের অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে আলমারির গয়না চুরি করে জামাইবাবু রামচন্দ্র সরকারের হাতে তুলে দেন লাবণি। পরে সেই অলংকার গলিয়ে ফেলেন উত্তর ২৪ পরগনার বাসিন্দা রামচন্দ্র। মঙ্গলবার আলমারি খুলে গয়না দেখতে না পেয়ে শিলিগুড়ি থানায় অভিযোগ জানান রমেন্দ্রনাথ। তদন্তে নেমে সন্দেহভাজন আয়া লাবণিকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই সত্য সামনে আসে। পুলিশ আয়া ও তাঁর জামাইবাবুকে গ্রেপ্তার করে গলানো সোনা উদ্ধার করেছে। বুধবার অভিযুক্তদের শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

এবিভিপি'র

প্রথম পাতার পর

অভিযোগ, কলেজ থেকে বেরোনোর মুখে মূল ফটকে বহিরাগতরা হেলমেট দিয়ে তাঁকে এলোপাতাড়ি মারে। আঘাতে তিনি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েন। তাঁকে বাঁচাতে এগিয়ে এলে এসএফআইয়ের লোকাল কমিটির সভাপতি অভিষেক সাহা রায়কে বাঁশ দিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয়। তাঁর মাথা ও হাতে গভীর ক্ষত তৈরি হয়েছে। সংগঠনের কলেজ ইউনিট সম্পাদক অঙ্কিতা ভাওয়ালকেও চুলের মুঠি ধরে হেনস্তা ও মারধর করার অভিযোগ উঠেছে।

এমন পরিস্থিতিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছান দার্জিলিং জেলা এসএফআই সম্পাদক অঙ্কিত দে। অভিযোগ, তাঁকেও তাড়া করে এবিভিপি'র সদস্যরা। অঙ্কিতের কথায়, 'কেউ যাতে এসএফআই করতে না পারে, সেটাই এবিভিপি'র লক্ষ্য। আমার পেছনে ধারালো অস্ত্র নিয়ে তিনজন তাড়া করেছিল। গোটা ঘটনার ভিডিও আমাদের কাছে রয়েছে। কলেজ কর্তৃপক্ষ সব দেখেও নির্বিকার। আমরা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি।'

মারধরের ঘটনার পর এবিভিপি সদস্যরা ক্যাম্পাসের ভেতর এসএফআইয়ের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে থাকেন। গেটের বাইরে যুব বিজেপি নেতারাও জড়ো হন। যদিও সমস্ত অভিযোগ নস্যাৎ করে এবিভিপি'র রাজ্য সহ সম্পাদক অনিকেত দে সরকার বলেন, 'মারামারির ঘটনার সঙ্গে আমাদের কেউ যুক্ত নয়। এসএফআইয়ের তরফে সাধারণ ছাত্রদের উসকানিমূলক কথা বলা হচ্ছিল, যার প্রতিবাদ সাধারণ পড়ুয়ারাই করেছেন।'

বোনাস দিতে রাজি নয় ক্ষুদ্র বাগান

নাগরাকাটা, ৯ সেপ্টেম্বর : বড় বাগানগুলির জন্য শ্রম দপ্তর পুজো বোনাসের অ্যাডভাইজারি জারি করতেই উলটো সুর ধরল উত্তরের ক্ষুদ্র চা বাগানগুলি। সাফ জানিয়ে দেওয়া হল, আর্থিক ভরাডুবির জেরে এবার কোনও বোনাস দেওয়া তাদের পক্ষে অসম্ভব। বোনাসের বদলে বড়জোর সামর্থ্য অনুযায়ী শ্রমিকদের কিছু 'অনুদান' মিলতে পারে। বুধবার জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতি লিখিতভাবে ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে এই চরম অবস্থানের কথা জানিয়েছে। একই পথে হাঁটতে চলেছে দার্জিলিংয়ের সমতল ও উত্তর দিনাজপুরের নর্থ বেঙ্গল স্মল টি প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনও। এমনকি ৫০ একরের বেশি আয়তনের প্রায় ৩৫ হাজার শ্রমিকের প্রোজেক্ট বাগানগুলির সংগঠন আইটিপিএ স্মল অ্যান্ড নিউ টি গার্ডেন ফোরামও গতবারের হারে বোনাস দিতে পারবে না বলে জানিয়েছে। উত্তরের মোট উৎপাদনের ৬০ শতাংশের বেশি জোগান দেওয়া ক্ষুদ্র ক্ষেত্রটির এই নজিরবিহীন কড়া অবস্থানে উৎসবের মুখে চা বলয়ে তীব্র সংঘাত ও অশান্তির মেঘ ঘনাচ্ছে।

ইউনিয়নগুলিকে পাঠানো চিঠিতে ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতি স্পষ্ট করেছে যে, গত দু'বছর ধরেই চাষিরা টানা লোকসানের ধাক্কায় দিশেহারা। চলতি সেপ্টেম্বরে কাঁচা পাতার উৎপাদন গত বছরের চেয়ে ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশ কমে গিয়েছে। সংগঠনের সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, 'শ্রমিকদের প্রতি আমাদের পূর্ণ আস্থা ও সম্মান রয়েছে। তবে সামর্থ্যের বাইরে গিয়ে বোনাস দেওয়া অসম্ভব। বাগান টিকে না থাকলে কর্মসংস্থানই ধ্বংস হয়ে যাবে। আশা করি শ্রমিকরা বাস্তব পরিস্থিতি বুঝে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন।' নর্থ বেঙ্গল স্মল টি প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক ভরত জয়সওয়ালের আক্রমণাত্মক দাবি, 'উৎপাদন তলানিতে, তার ওপর রোগপোকার লাগামছাড়া উপদ্রব এবং বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলির একতরফা ভূমিকা। এই ত্র্যহস্পর্শে চাষিদের নাভিশ্বাস উঠছে। তাই বোনাস নয়, অনুদানের কথাই চিঠিতে জানানো হচ্ছে।'

প্রোজেক্ট বাগানগুলির ১২০টি এস্টেটের পরিস্থিতিও খাদের কিনারে বলে দাবি মালিকপক্ষের। সার সংকট, পোকামাকড়ের আক্রমণ এবং জুলাইয়ে নিষিদ্ধ রাসায়নিক বিতর্কে বটলিফ কারখানা বন্ধ থাকায় মার খেয়েছে গোটা মরশুম। আইটিপিএ স্মল অ্যান্ড নিউ টি গার্ডেন ফোরামের আহ্বায়ক জয়ন্ত বণিকের সাফ কথা, 'বাগানগুলি এখন প্রায় পাতাশূন্য। বোনাস বৈঠক আমরা ডাকব ঠিকই, তবে গতবারের মতো প্রত্যাশা রাখলে চলবে না।'

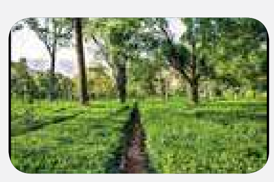

- বড় বাগানে রফার পরেই বেঁকে বসল ক্ষুদ্র ও প্রোজেক্ট বাগানগুলি, বোনাসের বদলে দিতে চায় কেবল অনুদান
- উৎপাদন তলানিতে ও আর্থিক সংকটের যুক্তিতে ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে সাফ অপারগতার কথা জানাল সংগঠনগুলি
- পুজোর মুখে উত্তরের ৬০ শতাংশ চা উৎপাদনকারী ছোট বাগানের এই পদক্ষেপে তীব্র অচলাবস্থার আশঙ্কা

পঞ্চানন বর্মা স্মরণে

চোপড়া, ৯ সেপ্টেম্বর : দি গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে বুধবার চোপড়ায় রায়সাহেব ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার তিরোধান দিবস পালন করা হল। সদর চোপড়ায় পঞ্চানন বর্মার মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সংগঠনের সদস্যরা। সংগঠনের চোপড়া ব্লক সম্পাদক সোমনাথ সিংহ বলেন, 'পঞ্চানন বর্মার আদর্শ ও সমাজের উন্নয়নে তাঁর অবদান স্মরণ করে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।'

ছায়াগাছ নষ্ট

চোপড়া, ৯ সেপ্টেম্বর : দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের তিলকগছ এলাকায় মঙ্গলবার রাতের অন্ধকারে এক ব্যক্তির চা বাগানের ৪০টি ছায়াগাছ কেটে দেওয়ার অভিযোগ উঠল। বাগান মালিক আমিজউদ্দিন চোপড়া থানার দাসপাড়া ফাঁড়িতে বুধবার অভিযোগ দায়ের করেন। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কোচবিহারে কুমোরটুলিতে শেষমুহূর্তের প্রস্তুতি। ছবি : জয়দেব দাস

৩ দিনের জেল হেপাজত

শিলিগুড়ি, ৯ সেপ্টেম্বর : মঙ্গলবার রাতে গ্রেপ্তার হন ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান দিলীপ রায়ের ছেলে বাপি রায়। তিনি ওইদিন উত্তরকন্যার পাশে ভিডিওকনের মাঠে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর জন্য তৈরি হেলিপ্যাডে গাড়ি নিয়ে ঢুকে পড়েছিলেন বলে অভিযোগ। বাপির হেলিপ্যাডে ঢোকা নিয়ে পুলিশের সঙ্গে বচসা বাধে বিজেপি নেতা-কর্মীদের। বাপির বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা করা হয়েছে। বুধবার জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁকে তিনদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। দিলীপের বক্তব্য, 'আমার ছেলেকে অন্যায়ভাবে ফাঁসানোর চেষ্টা হচ্ছে।'

সাত দফা দাবি

চোপড়া, ৯ সেপ্টেম্বর : গত তিন বছরের কাজের হিসাব প্রকাশ সহ সাত দফা দাবিতে বুধবার দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে স্মারকলিপি দিল কংগ্রেস। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন দলের উত্তর দিনাজপুর জেলা কার্যকরী সভাপতি অশোক রায়, ব্লক সভাপতি মহম্মদ মসিরউদ্দিন সহ অন্য নেতা-কর্মীরা।

দুই তরুণীর

প্রথম পাতার পর

তখন জীবনপণ চেষ্টা করে মুখ থেকে ওড়না সরিয়ে চিৎকার করেন তিনি। চন্দনাদেবী জানান, পাশের ঘরে থাকা এক দম্পতি চিৎকার শুনে ছুটে এলে ওই তরুণীরা পালিয়ে যায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সিসিটিভি ফুটেজেও দুই তরুণীকে মুখ ঢেকে এলাকা থেকে পালাতে দেখা গিয়েছে। পুলিশের অনুমান, পুরো বিষয়টিতে আগে থেকে রেইকি করা হয়েছিল। শুধু চুরির উদ্দেশ্যে এলে বৃদ্ধকে এভাবে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হত না। ফলে এর পেছনে কোনও ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা নাকি অন্য কোনও চক্রান্ত রয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। ঘটনার পর স্থানীয় ও ভাড়াটেরা জখম বৃদ্ধকে উদ্ধার করে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে শিলিগুড়ি থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। আহত বৃদ্ধের পাশে থাকা স্থানীয় বিজেপি নেত্রী সাথি সরকার চাকি বলেন, 'প্রশাসনের কাছে অনুরোধ করব, দ্রুত ওই দুই তরুণীকে চিহ্নিত করে ঘটনার আসল রহস্য উদ্ঘাটন করা হোক।'

পরিবেশবান্ধব বিল্ডিং নির্মাণে জোর

শিলিগুড়ি, ৯ সেপ্টেম্বর : পরিবেশবান্ধব বিল্ডিং নির্মাণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে আগামীদিনে আবাসন শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রি (সিআইআই)-এর গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিল শাখা। বুধবার শিলিগুড়িতে সংগঠনের ৩৩তম চ্যাপ্টারের বৈঠক হয়েছে। সেখানেই গ্রিন বিল্ডিং সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সদস্যরা। বৈঠকে ছিলেন রাজ্যের অর্থ এবং পরিবহণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন। নেপালের বিপর্যয় থেকে শিক্ষা নিয়ে উত্তরবঙ্গের প্রাকৃতিক পরিবেশ বাঁচাতে সচেতন হওয়ার বার্তা দেন তিনি। আনন্দময় জানান, জঙ্গল কাটা পড়ছে। এর প্রভাব পড়ছে পরিবেশের উপর। দূষণের কারণে বিশ্ব উষ্ণায়ণ বাড়ছে। এর দায় মানুষ এড়াতে পারে না। আনন্দময় বলেন, 'আবাসন শিল্পে গ্রিন বিল্ডিং পরিবেশের কথা ভেবেই আগামীদিনে মানুষকে সচেতন করতে হবে। সমস্ত বিল্ডিং যাতে গ্রিন বিল্ডিংয়ের মাধ্যমে আবাসন শিল্পের ভবিষ্যৎ হয়ে উঠতে পারে তা সংশ্লিষ্ট সংগঠনকে দেখতে হবে।'

গ্রিন বিল্ডিং কী? সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে, গ্রিন বিল্ডিং বা পরিবেশবান্ধব ভবন হল এমন এক ধরনের নির্মাণকৌশল, যা ভবনের পরিকল্পনা, নির্মাণ, ব্যবহার, রক্ষণাবেক্ষণ এবং সংস্কারের প্রতিটি ধাপে পরিবেশের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে আনে। এর মূল লক্ষ্য হল শক্তি, জল ও অন্য প্রাকৃতিক সম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা। যেমন- সোলার প্যানেল বা প্রাকৃতিক আলোর ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যুতের ব্যবহার কমানো, বৃষ্টির জল ধরে রাখা এবং ব্যবহৃত জল প্রক্রিয়াজাত করে পুনর্ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা, নির্মাণকাজে পুনর্ব্যবহারযোগ্য এবং স্থানীয় টেকসই কাঁচামাল ব্যবহার, পর্যাপ্ত বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা রাখা, নির্মাণকাজ থেকে শুরু করে দৈনন্দিন ব্যবহারে উৎপন্ন বর্জ্য কমানো ও পুনর্ব্যবহারের ব্যবস্থা রাখা ইত্যাদি। এতে কার্বন নিঃসরণও কমবে এবং প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ হবে। গ্রিন বিল্ডিংয়ে বসবাসকারীদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যও ভালো থাকে।

সিআইআই-এর উত্তরবঙ্গের চেয়ারম্যান সতীশ মিত্রুকা জানিয়েছেন, পরিবেশবান্ধব ভবন নির্মাণে জমিতে ৫-১০ শতাংশ ছাড়ের সুবিধা দিচ্ছে সরকার। অর্থাৎ কোনও সংস্থা যে পরিমাণ জমি ভবন নির্মাণের জন্য অনুমোদন পাবে গ্রিন বিল্ডিং করলে তার থেকেও ৫-১০ শতাংশ বেশি জায়গায় সেই নির্মাণ করতে পারবে। তাঁরা উত্তরবঙ্গের পুরসভা এবং গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে কর ছাড়ের দাবি জানিয়েছেন আনন্দময়ের কাছে। অন্যদিকে, প্রতিটি কারখানায় চলতি বছরের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে এলইডি বাতি লাগানোর শেষ সময় দেওয়া ছিল। আরও কিছুদিন সময় দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে।

সতীশ মিত্রুকা বলেন, 'আবাসন শিল্পে ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে গ্রিন বিল্ডিং গ্রহণযোগ্যতা পাবে বলে আমরা আশা করছি।' এদিন গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিলের শিলিগুড়ি শাখার চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কালীকিঙ্কর রায়কে। ভাইস চেয়ারম্যান সন্দীপ গোয়েল।

সিআইআই-এর বৈঠকে রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন। বুধবার।

ইতিহাস লিখছে

প্রথম পাতার পর

ছেলেমেয়েরা যখন বাইরের আধুনিক অ্যাস্ট্রোটার্ফে নামে, তখন গতিবেগের তারতম্যে অনেকটাই পিছিয়ে পড়ে। পরিকাঠামো না থাকায় যে ঘাটতি থেকে যায়, তা পূরণ করা কঠিন।'

মাঠের এই করুণ দশার পাশাপাশি রয়েছে সরঞ্জামের তীব্র সংকট। আধুনিক হকিতে প্রয়োজন ফাইবারের উন্নত স্টিক, সিনথেটিক এবং দামি জুতো। আর গোলকিপারের পুরো ইউনিফর্মের ন্যূনতম খরচই প্রায় ৪০ হাজার টাকা। পলাশবাড়ির দলটির গোলকিপার অমিত বর্মনের বাবা সঞ্জয় বর্মন পেশায় সামান্য এক রাঁধুনি। নুন আনতে পান্তা ফুরোনো সংসারে ছেলের জন্য ওই দামি পোশাক কেনা তাঁর কাছে স্বপ্নের মতো।

ফাইবারের এক-একটি স্টিকের দাম অন্তত তিন হাজার টাকা। প্রথমে কাঠের স্টিকও জুটত না। এখন সম্বল বলতে গোটা পঞ্চাশেক ফাইবার ও কাঠের স্টিক। একশোরও বেশি শিক্ষার্থী একজনের হাত থেকে অন্যজনের হাত ঘুরে তবেই খেলায় অংশ নেয়। ন্যূনতম ৫০০ টাকার জুতো বা ৬০০ টাকার সিনথেটিক কেনারও সাধ্য নেই অনেকের।

তবু লড়াই থামেনি। মরিচঝাঁপির রিনা বর্মন হোটেলের হেঁশেলে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটেন, থাকেন প্লাস্টিকের ছাউনি দেওয়া এক চিলতে ভাঙাচোরা ঘরে। কিন্তু সপ্তম শ্রেণির ছেলে ভবেশকে নিয়ে তাঁর চোখের তারায় উজ্জ্বল স্বপ্ন। রিনার কথায়, 'ধারদেনা করে ছেলেকে খেলার জিনিস কিনে দিয়েছি। কষ্ট হলেও ছেলেটা খেলুক। ওই তো আমার সব।'

এই শিশুদের শরীরে অনেক সময় পুষ্টিকর খাবারটুকুও পৌঁছায় না। কোচ সরোজকুমার বসু আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বলছিলেন, 'গত পাঁচ বছর ধরে এদের হকি শেখাচ্ছি। গ্রামের ছেলেমেয়েদের মনে অসীম জেদ আর প্রতিভা আছে। কিন্তু এত খারাপ পারিবারিক অবস্থা যে, অনেকের দু'বেলা পুষ্টিকর খাবার জোটে না। মাঠ বা সরঞ্জামের অভাব তো আছেই, তবে অপুষ্টি এদের বড় এক অন্তরায়।'

তবে শত অভাব আর অন্ধকারের মধ্যেও আশার আলো জ্বেলেছেন এই কিশোরেরাই। সম্প্রতি 'স্কুল গেমস অ্যান্ড স্পোর্টস'-এর রাজ্য স্তরের অনূর্ধ্ব-১৭ হকিতে শক্তিশালী হাওড়া জেলাকে হারিয়ে রাজ্য চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আলিপুরদুয়ার। আর সেই বিজয়ী দলের অধিকাংশ খেলোয়াড়ই পলাশবাড়ির এই কাদামাটির শিলবাড়িহাট হাইস্কুলের ছাত্র। জয়ের খিদে আর চোখের স্বপ্নকে সম্বল করে অভাবের ঘাসের মাঠেই এখন রোজ ইতিহাস লিখছে পলাশবাড়ি।

এ কোন জাস্টিস...

প্রথম পাতার পর

পড়ুয়াদের একাংশের এই মেজাজ প্রশ্রয় পেয়ে যেতে পারে। রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষের কথায়ও হতাশা। তিনি নিজেও শিক্ষক। শংকরের ভাষায়, 'পৃথিবীর কোনও কিছুতেই শিক্ষক ও মা-বাবার গায়ে হাত দেওয়া বরদাস্ত করা যায় না। শিক্ষকের গায়ে হাত দেওয়া আসলে সামগ্রিকভাবে সমাজের ব্যর্থতা। যাঁরা এই মানসিকতা তৈরি করতে সাহায্য করছেন, তাঁদের ব্যর্থতা।'

কেউ কেউ জলপাইগুড়ির ঘটনায় প্রধান শিক্ষককে দায়ী করেছেন। তাঁদের অভিযোগ, ওই মাস্টারমশাইয়ের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বিস্ফোরণ হয়েছে। সেই যুক্তির সঙ্গে সব শিক্ষক একমত নন। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া এক শিক্ষকের বক্তব্য, 'শিক্ষকরা মানুষ। আমরা ভুল হতে পারি। তবে আমাদের প্রশ্ন করার, অভিযোগ জানানোর বা বিচার চাওয়ার সঠিক পথ ও সুনির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে। হিংসা কখনও পথ হতে পারে না। শিশুরা অবশ্যই তাদের কথা শোনার, সম্মান পাওয়ার ও সুরক্ষিত থাকার যোগ্য। কিন্তু সম্মান একতরফা হতে পারে না। তাদের অধিকার জানার পাশাপাশি দায়িত্ববোধ, আত্মসংযম ও নিজেদের সীমানার প্রতি শ্রদ্ধা রাখতে শেখাও জরুরি।'

আরেক শিক্ষক সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'মহাভারতের একলব্য গুরুর চরণে নিজের আঙুল কেটে গুরুদক্ষিণা দিয়েছিলেন আর আধুনিক বাংলার কুপুত্ররা মাস্টারের মাথা ফাটিয়ে রক্তের আলপনা এঁকে দিল।' শিক্ষকদের অসহায়তা ফুটে উঠেছে একের পর এক পোস্টে? তাঁরা প্রশ্ন তুলছেন, কোন পথে যাচ্ছে সমাজ? জলপাইগুড়ি জিলা স্কুল নিয়ে অভিযোগের অন্ত নেই। পদাধিকার বলে জেলা শাসক সরকারি স্কুলটির পরিচালন কমিটির সভাপতি। স্কুলটির পরিচালনা নিয়ে কাঠগড়ায় তাই জেলা প্রশাসন। প্রধান শিক্ষককে পড়ুয়াদের নিগ্রহে রাজ্যজুড়ে ধিক্কার শুরু হওয়ায় রাজ্য সরকার অবশ্য কিছু পদক্ষেপ করেছে।

রাজ্য স্কুল শিক্ষা দপ্তরের সচিব বিনোদ কুমার জলপাইগুড়ির মাধ্যমিক স্কুলগুলির জেলা পরিদর্শক সুজিত সরকারের কাছে ওই ঘটনার রিপোর্ট তলব করেছেন। বলা হয়েছে, প্রধান শিক্ষককে ছাত্রদের ধাক্কা দিয়ে ফেলার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত স্কুল চত্বরে কী কী ঘটেছিল এবং ছাত্ররা কেন এমন আচরণ করল, তা যেন খতিয়ে দেখা হয়। নিগৃহীত প্রধান শিক্ষক ধর্মদাস বাড়ুইয়ের বিরুদ্ধে অভ্যন্তরীণ কোনও অভিযোগ বা অসন্তোষ ছিল কি না, তা-ও তদন্ত করে জেলা পরিদর্শককে রিপোর্ট দিতে বলেছেন স্কুল শিক্ষা দপ্তরের সচিব।

নিছক তদন্ত করলেই এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঠেকানো সম্ভব নয় বলে অধিকাংশ শিক্ষক মনে করছেন। জলপাইগুড়ির জেলা পরিদর্শকের (মাধ্যমিক) কথায়, 'যা ঘটেছে, সেটা স্কুলের অভ্যন্তরীণ বিষয়। তদন্ত করতে স্কুলে গিয়েছিলাম। শিক্ষা দপ্তরকে সেই রিপোর্ট পাঠাব। এর থেকে বেশি কিছু বলা যাবে না।' কালো ব্যাজ পরে অ্যাডভান্সড সোসাইটি ফর হেডমাস্টার্স অ্যান্ড হেডমিস্ট্রেসেস-এর পক্ষ থেকে মঙ্গলবার জলপাইগুড়ির জেলা শাসক, পুলিশ সুপার, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে পড়ুয়া ও শিক্ষকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়ে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

জলপাইগুড়ি জিলা স্কুলে সোমবার প্রধান শিক্ষক নিগ্রহের যে ভিডিও ভাইরাল হয়েছে, তাতে হামলাকারীদের একজনের পরনে স্কুলড্রেস ছিল না। ভিডিওতে স্পষ্ট, ছেলেটি হঠাৎ প্রধান শিক্ষকের মাথায় সজোরে আঘাত করে। ধর্মদাস দু'পা এগোতেই ফের দৌড়ে গিয়ে ছেলেটি তাঁর মাথায় আঘাত করে। আঘাত পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে মাথায় হাত দিতে দেখা যায় প্রধান শিক্ষককে।

ছেলেটি কি জলপাইগুড়ি জিলা স্কুলের পড়ুয়া নাকি বাইরের কেউ? জলপাইগুড়ি জিলা স্কুলের শিক্ষকরা তাকে চিনতে পারেননি বলে জানিয়েছেন। শহরের নামী স্কুল। দীর্ঘ ঐতিহ্য আছে। এমন একটি স্কুলের গেটে প্রহরী থাকেন না। বেশকিছু দেওয়াল এমন উচ্চতার যে অনায়াসে টপকে ভেতরে-বাইরে যাতায়াত করা যায়। ওই পথে বহিরাগত কেউ আসতেই পারে স্কুলে। প্রাইমারি সেকশনের দিকে স্কুলের সিসিটিভিগুলো ভাঙা। শিক্ষকরা জানান, কখন কে স্কুলে ঢোকে, বোঝার উপায় নেই।

একফালি বাঁধে গুটিয়ে জীবন

প্রথম পাতার পর

আপাতত এলাকা ছেড়ে আত্মীয়ের বাড়ি বা ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নিচ্ছেন দুর্গতরা। এদিকে, প্রতিনিয়ত বাড়ছে গঙ্গার জলস্তর। বুধবার গঙ্গা নদীর জলস্তর পৌঁছেছে ২৬ মিটারে। বিগত ২৪ ঘণ্টায় বেড়েছে প্রায় ১৭ সেন্টিমিটার জল। কেশরপুরে উন্মুক্ত থাকা গঙ্গার ১২০০ মিটার এলাকা দিয়ে প্রতিনিয়ত জল ঢুকছে সংরক্ষিত এলাকায়।

চারদিকে জলের ছবি দেখতে দেখতে চোখ আটকে যায় একটি শিশুর দিকে। কাদামাটির মেঝেতে বসে আছে সে। সামনে একটি বড় হাঁড়ি। পিছনে খড়ের বেড়া। তার চারপাশে এমন এক পৃথিবী, যেখানে শিশুর থাকার কথা নয়। থাকার কথা ছিল বাড়ির উঠোনে, স্কুলের পথে, বন্ধুদের সঙ্গে খেলায়। কিন্তু এখন তার পৃথিবী কয়েকহাত জায়গা। মাথার উপর ত্রিপল। সামনে হাঁড়ি। চারপাশে জল। সে হয়তো জানে না, বন্যা কী। জানে না, কেন তার বাড়িটা ছেড়ে এখানে আসতে হয়েছে। কিন্তু তার বাবা-মা জানেন। কারণ, এটাই তো প্রথমবার নয়।

ভূতনির এই ছবি নতুন তো নয়। তাই ভুবনটোলার বাসিন্দা রিনা মণ্ডল বলছিলেন, 'আমরা তো বারবার বলছি, ত্রাণ চাই না, চাই নদী থেকে দূরে এক টুকরো জমি। যাতে বছরের তিন-চার মাস জলে ডুবে থাকতে না হয়।'

আসলে প্রতি বর্ষায় যেন একই ছবির নতুন সংস্করণ তৈরি হয়। নদীর জল বাড়ে। আতঙ্ক বাড়ে। মানুষ ঘর ছাড়েন। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে নেন। নিরাপদ জায়গার খোঁজ করেন। শেষপর্যন্ত বাঁধের উপর ঠাঁই হয়। অস্থায়ী সংসার তৈরি হয়। তারপর অপেক্ষা। কবে জল নামবে? কবে ঘরে ফেরা যাবে?

কেশরপুরের বাঁধই এখন অস্থায়ী ঠিকানা মহাদেব মণ্ডলের। বলছিলেন, 'আমরা গরিব মানুষ। অনেক টাকা খরচ করে উঁচু এলাকায় বাড়িঘর তৈরি করার ক্ষমতা নেই। তাই ফি বছর ডুবতে হয় আমাদের। এভাবে থাকতে থাকতে এটাই আমাদের অভ্যাস হয়ে গিয়েছে।'

যতই 'অভ্যাস' হয়ে যাক, তারপরও তো প্রশ্ন রয়ে যায়। জল নামার পর কী থাকবে?

কারণ, বন্যা শুধু মানুষকে সাময়িকভাবে ঘরছাড়া করে না। অনেক সময় ফেরার পর দেখা যায়, ঘরটাই আর নেই। দেওয়াল ভেঙেছে। চাল নষ্ট হয়েছে। উঠোনে পুরু কাদার প্রলেপ। জমির ফসল শেষ। ঘরে রাখা চাল-ডাল নষ্ট। সংসারকে আবার শূন্য থেকে দাঁড় করাতে হয়।

ভূতনি এই রাজ্যেরই অংশ। এখানকার মানুষও ভোট দেন। তাঁদেরও ভোটার তালিকায় নাম আছে। নির্বাচনের সময় তাঁরাও বুথে যান। তাঁদের দরজায়ও পৌঁছায় রাজনৈতিক দলগুলির প্রচার। প্রতিশ্রুতি শোনেন। সরকার আসে, সরকার যায়। ক্ষমতার পালাবদল হয়। নতুন মুখ আসে, নতুন স্লোগান আসে। কিন্তু বর্ষা এলে ভূতনির মানুষের জীবনে যেন পুরোনো ছবিটাই ফিরে আসে। ভিটে ডোবে। মানুষ বাঁধে ওঠেন। ত্রিপল টাঙান। শিশুরা কাদায় বসে। এই পুনরাবৃত্তিই সবচেয়ে যন্ত্রণার। এই চক্রের মধ্যেই আটকে রয়েছে ভূতনির বহু পরিবার।

তাই এই ছবিটাকে শুধু 'বন্যার্ত মানুষের আশ্রয়' বলে দেখলে ছবির একটা বড় অংশ বাদ পড়ে যায়। এখানে প্রশ্নটা শুধু আজকের ত্রাণের নয়। প্রশ্নটা আগামী বছরেরও। প্রশ্নটা হল, যে মানুষটি আজ বাঁধে আশ্রয় নিয়েছেন, তাঁকে কি পরের বর্ষাতেও একই জায়গায় এসে দাঁড়াতে হবে?

আকাশ থেকে দেখা ভূতনির ছবিটা তাই অদ্ভুত। চারদিকে এত জল, মানুষের জন্য মাত্র এতটুকু শুকনো জায়গা। এত বড় নদী, অথচ মানুষের সংসার কয়েকহাত ত্রিপলের নীচে। জল আসে, জল নামে। সরকার আসে, সরকার যায়। শুধু বাঁধের উপর দাঁড়িয়ে থাকা সেই ত্রিপলের ঘরগুলি অমীমাংসিত প্রশ্নগুলো বারবার মনে করিয়ে দেয়।

দলীপ জয়ের সামনে পূর্বাঞ্চল

পূর্বাঞ্চল-৭০৮ ও ২১২/৫
দক্ষিণাঞ্চল-৩৩৬
(চতুর্থ দিনের শেষে)

চেন্নাই, ৯ সেপ্টেম্বর : ১৪ বছর। বড় দীর্ঘ এই সময়।

অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হতে চলেছে। বড় অঘটন না হলে ১৪ বছর পর পূর্বাঞ্চলের দলীপ ট্রফি জয় প্রায় নিশ্চিত। দক্ষিণাঞ্চলের বিরুদ্ধে চলতি ফাইনালের চতুর্থ দিনের শেষে পূর্বাঞ্চলের লিড ৫৮৪ রানের। পূর্বাঞ্চল এখনও দ্বিতীয় ইনিংস ডিক্লেয়ার করেনি। বৃহস্পতিবার ম্যাচের শেষ দিনের শুরুতেই ঈশান কিশানরা ইনিংস ডিক্লেয়ার করলে অসম্ভবের লক্ষ্যে নামতে হবে দক্ষিণাঞ্চলকে। তিলক ভার্মাদের অলআউট না করতে পারলেও প্রথম ইনিংসে ৩৭২ রানে এগিয়ে থাকার সুবাদে এমনিতেই দলীপ ট্রফি চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাবে পূর্বাঞ্চল।

গতকালের ২৪২/৬ থেকে শুরু করে আজ একাই দক্ষিণাঞ্চলের ইনিংস টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন অধিনায়ক তিলক (৯৯)। পূর্বাঞ্চলের রানের পাহাড় টপকানোর জন্য তিলকের লড়াই অবশ্য যথেষ্ট ছিল না। মহম্মদ সামি (৪২/২), মুকেশ কুমারদের (৬২/৩) সামনে তিনি একাই লড়লেন। সঙ্গে নিশ্চিত শতরানও হাতছাড়া করলেন তিলক। দলীপ ফাইনালে শতরান হাতছাড়া করার হতাশা হয়তো তাঁকে আগামীদিনেও তাড়া করবে। চতুর্থ দিনের খেলার শেষে তিলকের গলায় সেই হতাশার কথা শোনাও গিয়েছে। সম্প্রচারকারী চ্যানেলে তিলক বলেছেন, 'লাল বলের ক্রিকেট বরাবরই পছন্দ আমার। দেশের হয়ে টেস্ট খেলার স্বপ্নও দেখি। দলীপ ফাইনালে শতরানের এত কাছে পৌঁছানোর পর তা হাতছাড়া হওয়ার হতাশা থাকবেই। কিন্তু তারপরও বলছি, আমি সামনে তাকাতে চাই। স্বপ্ন দেখি, একদিন ভারতীয় টেস্ট দলেও সুযোগ আসবে।'

৯৯ রানে আউট তিলক

তিলক ভার্মা ৯৯ রানে আউট হতেই উল্লাস কুমার কুশাগ্রর। বুধবার চেন্নাইয়ে।

দ্বিতীয় ইনিংসেও দুরন্ত ছন্দে পাওয়া গেল ঈশান কিষানকে।

৩৩৬ রানে দক্ষিণাঞ্চল ইনিংস শেষের পর তিলকদের ফলোঅন করায়নি পূর্বাঞ্চল। বদলে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিং করতে নেমে পড়েন বৈভব সূর্যবংশী (৮), অভিমন্যু ঈশ্বরণরা (৩)। দলীপ ফাইনালের শুরু থেকেই বৈভবকে নিয়ে ভালোরকম আগ্রহ তৈরি হয়েছিল। ছিল ইনটেন্ট ও বড় রানের খিদে। অযথা আগ্রাসন দেখাতে গিয়ে ঈশান নিশ্চিত শতরান হাতছাড়া করেছেন আজ। প্রথম ইনিংসে দ্বিশতরানের পর দ্বিতীয় ইনিংসেও শতরান করতে পারলে নিশ্চিতভাবেই ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসে ঢুকে পড়তেন পূর্বাঞ্চল অধিনায়ক ঈশান। যদিও দলীপের এক ম্যাচে দুই ইনিংস মিলিয়ে সর্বাধিক রান (৩৫০) করে

দলীপের এক ম্যাচে সর্বাধিক রান (২ ইনিংস মিলিয়ে)

ব্যাটার	প্রথম ইনিংস	দ্বিতীয় ইনিংস	মোট	সাল
ঈশান কিষান	২৫০	৮০	৩৫০	২০২৬
রামন লাম্বা	৩২০	-	৩২০	১৯৮৭
গগন খোড়া	৩০০	-	৩০০	২০০১
লালচাঁদ রাজপুত	২৩	২৭৫	২৯৮	১৯৮৭
বীরেন্দ্র শেহবাগ	২৭৪	২২	২৯৬	১৯৯৯

আজ পূর্বাঞ্চল দ্বিতীয় ইনিংস শুরুর পরও সেই একই ছবি দেখা যায়। গ্যালারিতে হাজির হন প্রচুর উৎসাহী সমর্থক। যদিও বৈভব আজ বড় রান পাননি। হতাশ করেছেন ক্রিকেটপ্রেমীদের। পূর্বাঞ্চলের প্রথম একাদশে থাকা সুদীপ ঘরামিও ফের ব্যর্থ। প্রথম ইনিংসের মতো দ্বিতীয় ইনিংসেও পূর্বাঞ্চলকে ব্যাট হাতে ভরসা দিলেন সেই অধিনায়ক ঈশান। ৯৮ বলে তাঁর ৮০ রানের ইনিংসে রেকর্ডবুকে নাম তুলে ফেলেছেন তিনি। দুরন্ত পারফরমেন্সে ঈশান তাঁর দলকে এমন একটা জায়গায় পৌঁছে দিয়েছেন, যেখান থেকে শুধুই ট্রফি জয়ের কথা ভাবা যায়।

আগামীকাল দলীপ ফাইনালের শেষ দিনের খেলা শুরুর আগে ট্রফি জয়ের স্বপ্নেই বুঁদ হয়ে রয়েছে পূর্বাঞ্চল। ১৪ বছর পর দলীপ জিতে ভারতসেরা হওয়ার সম্মান পাওয়া এখন নেহাতই সময়ের অপেক্ষা।

শর্তসাপেক্ষে ভারত 'এ' দলে হার্দিক

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর : তিনি কি পুরো ফিট? প্রশ্নের জবাব জানে না দুনিয়া।

এমন জল্পনার মধ্যেই অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়াকে জাতীয় দলে ফেরানোর প্রক্রিয়া শুরু করে দিলেন জাতীয় নির্বাচকরা। ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়া 'এ' দলের বিরুদ্ধে সিরিজ রয়েছে ভারতের। ২২ সেপ্টেম্বর শুরু হচ্ছে সেই সিরিজ। প্রথমে তিনদিনের দুইটি ম্যাচ। পরে তিনটি একদিনের ম্যাচ। সেই ম্যাচের লক্ষ্যেই আজ ভারতীয় 'এ' দল নির্বাচন হয়েছে। তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজের স্কোয়াডে রাখা হয়েছে অলরাউন্ডার হার্দিককে। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, সিরিজ শুরুর আগে হার্দিকের ফিটনেস পরীক্ষা হবে। সেই পরীক্ষায় সফল হলে তবেই ভারতীয় 'এ' দলের হয়ে অস্ট্রেলিয়া 'এ' দলের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজে অংশ নিতে পারবেন হার্দিক। মনে করা হচ্ছে, ফিট হয়ে ভারত 'এ' দলের হয়ে হার্দিক মাঠে ফিরতে পারলে তাঁকে নিউজিল্যান্ড সফরের স্কোয়াডেও দেখা যেতে পারে।

আইপিএলের পর থেকে আর মাঠে দেখা যায়নি হার্দিককে। মাঝে একটা দীর্ঘসময় তিনি বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে কাটিয়েছেন। হার্দিক এখনও সেখানেই রয়েছেন। তার মধ্যেই আজ ভারতীয় 'এ' দল ঘোষণার পর সেখানে হার্দিকের নাম দেখে তাই তাঁর ফিটনেস নিয়ে নতুনভাবে জল্পনা শুরু হয়েছে। যদিও সিওই-র একটি সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, আচমকা কোনও অঘটন না হলে হার্দিক এখন পুরো ফিট। এদিকে, অস্ট্রেলিয়া 'এ' দলের বিরুদ্ধে তিনদিনের দুইটি ম্যাচের জন্য দেবদত্ত পাডিক্কালকে অধিনায়ক করা হয়েছে। সহ অধিনায়ক হয়েছেন বি সাই সুদর্শনকে। পাশাপাশি তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজের দলের অধিনায়ক হয়েছেন রুতুরাজ গায়কোয়াড়। দলের সহ অধিনায়কের দায়িত্ব পেয়েছেন পাডিক্কাল।

বান্ধবী মাহিকার সঙ্গে বিজ্ঞাপনী শুটিংয়ে হার্দিক পান্ডিয়া।

মুম্বইয়ে একটি অনুষ্ঠানে ভারতের টি২০ দলের অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার।

আজ অনুশীলন শুরু শ্রেয়সদের

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর : রবিবার সিরিজের প্রথম টি২০ ম্যাচ। তার আগে বুধবার বিকেল থেকে সন্ধ্যার মধ্যে দেশের নানা প্রান্ত থেকে ভারতীয় দলের ক্রিকেটাররা পৌঁছে গেলেন দেশের রাজধানী শহরে। বৃহস্পতিবার বিকেল তিনটে থেকে অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে শুরু হচ্ছে টিম ইন্ডিয়ার আসন্ন আফগান সিরিজের প্রস্তুতি। তিন ম্যাচের টি২০ সিরিজ ভারতীয় দলের জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে।

আফগানিস্তান দলও ইতিমধ্যেই দিল্লিতে হাজির হয়ে গিয়েছে। আগামীকাল সন্ধ্যায় অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে আফগানিস্তান দলেরও অনুশীলন রয়েছে। তিন ম্যাচের টি২০ সিরিজ টিম ইন্ডিয়ার জন্য যেমন মহা গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক তেমনই ভারতের টি২০ অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ারের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। টিম ইন্ডিয়ার টি২০ অধিনায়ক হিসেবে এই প্রথমবার দেশের মাটিতে দল নিয়ে নামতে চলেছেন তিনি। ফলে স্বাভাবিকভাবেই আফগান সিরিজ স্মরণীয় করে রাখতে চাইবেন তিনি।

পুরো ফিট নন হর্ষিত

আয়ারল্যান্ড সিরিজে টি২০ অধিনায়ক হিসেবে পথ চলা শুরু হয়েছিল শ্রেয়সের। পরে সেখান থেকেই দল নিয়ে তিনি গিয়েছিলেন ইংল্যান্ড। দুইটি সিরিজেই হোয়াইটওয়াশ হতে হয়েছিল টিম ইন্ডিয়াকে। সাম্প্রতিক অতীতের ব্যর্থতার ক্ষতকে নিশ্চিতভাবেই ভুলে যেতে চাইবেন অধিনায়ক শ্রেয়স। আফগানদের বিরুদ্ধে নয়া শুরু চাইবেন তিনি। এদিকে, চেন্নাইয়ে চলতি দলীপ ট্রফি ফাইনাল শেষ করে আগামীকাল রাতের দিকে দিল্লিতে ভারতীয় ক্রিকেট সংসারে যোগ দিতে চলেছেন বৈভব সূর্যবংশী, ঈশান কিষান ও তিলক ভার্মা। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে পূর্ণ শক্তির দল নিয়েই নামতে চলেছে টিম ইন্ডিয়া। ওয়াশিংটন সুন্দরও ইতিমধ্যেই ফিট হয়ে গিয়েছেন। যদিও জসপ্রীত বুমরাহকে নিয়ে সংশয় এখনও রয়েছে। আজ বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে বুমরাহ, নীতীশ কুমার রেড্ডি ও হর্ষিত রানার জন্য ম্যাচ সিমুলেশনের ব্যবস্থা হয়েছিল। সেখানে বুমরাহকে পুরো রানআপে বোলিং করতে দেখা গিয়েছে। রাতের দিকে সিওই সূত্রে খবর, হর্ষিত রানার ফিটনেস নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। হয়তো তিনি এখনও পুরো ফিট হতে পারেননি। তবে সূত্রের খবর, নীতীশ ফিট হয়ে গিয়েছেন।

গ্রেপ্তার, পরে জামিন সৌরভ ঘনিষ্ঠ কর্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর : সিএবি-র বার্ষিক সাধারণ সভার দিন যত এগিয়ে আসছে, ততই বাংলা ক্রিকেট সংসারে বেড়ে চলেছে অস্থিরতা। ২৪ সেপ্টেম্বরের এজিএমে নির্বাচন শেষ পর্যন্ত হবে কি না, সময় বলবে। কিন্তু আপাতত সম্ভাবনা রয়েছে প্রবলভাবেই। সেই আবহে নতুনভাবে অস্বস্তিতে পড়েছে সিএবি-র শাসক গোষ্ঠী। পরশু রাতে দক্ষিণ কলকাতার মনোহরপুকুর মিলন সমিতির কর্তা অশোক দাস গ্রেপ্তার হয়েছেন। আজ তিনি জামিনও পেয়েছেন। তাঁর গ্রেপ্তারির ঘটনার সঙ্গে সরাসরি সিএবি-র সম্পর্ক নেই। আবার আছেও।

জোর করে ক্লাব দখল, ক্লাব কর্তাদের শাসানির সঙ্গে আর্থিক তছরুপের মতো অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন মনোহরপুকুর মিলন সমিতির কর্তা অশোক। এসবের পাশে অন্য একটি দিক হল, তিনি সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ। দীর্ঘসময় ধরে অশোকের কোম্পানি সিএবি-তে ভাড়ার গাড়ি সরবরাহ করে এসেছে। অশোক সিএবি-র গ্রাউন্ডস কমিটির সদস্য হওয়ার পরও কীভাবে এমন দায়িত্ব পালন করতে পারেন, সেই প্রশ্ন তো রয়েছেই। উপরি হিসেবে অশোকের আচমকা গ্রেপ্তারি এজিএমের আগে অস্বস্তি বাড়িয়েছে সিএবির শাসক শিবিরেও।

রোনাল্ডোকে টেক্কা মেসির

প্যারিস, ৯ সেপ্টেম্বর : ফের ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে পেছনে ফেললেন লিওনেল মেসি। নজির এবার ব্যালন ডি'অরের তালিকায় স্থান পাওয়া নিয়ে। ২০২৫-'২৬ মরশুমে ব্যালন ডি অরের জন্য ৩০ জনের ফুটবলারের তালিকা প্রকাশ করেছে ফরাসি ফুটবল সংস্থা। তালিকায় মেসি থাকলেও, জায়গা পাননি রোনাল্ডো। প্রথমবার ২০০৬ সালে ব্যালনের প্রাথমিক তালিকায় স্থান পেয়েছিলেন মেসি। ফলে প্রথম এবং সাম্প্রতিকবারের মধ্যে ব্যবধান ২০ বছরের। যে নজির এর আগে ছিল পর্তুগিজ মহাতারকার। তিনি প্রথমবার ২০০৪ সালে এবং শেষবার ২০২২ সালে ব্যালনের তালিকায় ঠাঁই পেয়েছিলেন। ফলে রোনাল্ডোর ক্ষেত্রে বছর ছিল ১৮। এবার সেই রেকর্ড ভাঙলেন মেসি। যদিও মোট মনোনয়নে রোনাল্ডো সর্বাধিক ১৮ বার তালিকায় জায়গা পেয়েছেন। মেসি মনোনয়ন পেয়েছেন ১৭ বার।

বিসিসিআইকে অবস্থান স্পষ্ট করার নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর : জাতীয় স্পোর্টস বিলের অপেক্ষায় রয়েছে ভারতীয় ক্রীড়া মহল। কিন্তু প্রশ্ন একটাই, সেই স্পোর্টস বিলে কি ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডও থাকবে?

জবাব আপাতত অজানা দুনিয়ার। দিনকয়েক আগে স্পোর্টস বিল সংক্রান্ত শুনানিতে বিসিসিআইয়ের নাম ছিল না। এমন ঘটনা নিয়েও হয়েছিল বিতর্ক। এর মধ্যে গতকালের শুনানিতে দেশের সর্বোচ্চ আদালত বিসিসিআইকে স্পোর্টস বিল নিয়ে তাদের অবস্থান স্পষ্ট করার নির্দেশ দিয়েছে। দেশের সর্বোচ্চ আদালতের এমন মন্তব্যের পরও বিসিসিআই রাত পর্যন্ত তাদের অবস্থান স্পষ্ট করেনি। বরং বিসিসিআইয়ের শীর্ষকর্তারা এখন অনেক বেশি করে ডুবে রয়েছেন বার্ষিক সাধারণ সভা নিয়ে। ১৮ সেপ্টেম্বর বোর্ডের এজিএম। সেই এজিএমে এবার নির্বাচনের সম্ভাবনা নেই। কিন্তু আগ্রহ অন্যত্র।

জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান হিসেবে অজিত আগরকার কি তাঁর চাকরি বাঁচাতে পারবেন? যদি পারেন, তাহলে কতদিনের জন্য? আর না পারলে আগরকারের উত্তরসূরি কে হবেন? এমন নানা প্রশ্ন ও জল্পনার মধ্যেই আজ হিমাচলপ্রদেশ থেকে অরুণ সিং ধুমল ও মিজোরামের খইরুল জামাল মজুমদার আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের পদে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। তাঁরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলে থাকতে চলেছেন বলে খবর।

লন্ডনে স্ত্রী অনুষ্কাকে নিয়ে ঘুরছেন বিরাট কোহলি।

আলকারাজকে হারিয়ে অঘটন শেলটনের

নিউ ইয়র্ক, ৯ সেপ্টেম্বর : পেশাদার টেনিস খেলছেন বছর চারেক হল। গ্র্যান্ড স্ল্যামে রয়েছেন ২০২৩ সাল থেকে। গত বছর অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের সেমিফাইনালে উঠেছিলেন। মঙ্গলবার রাতে কেরিয়ারের সেরা জয়টা পেয়ে গেলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেন শেলটন। বিশ্বের তিন নম্বর কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়াকে ৪ ঘণ্টা ২৮ মিনিটের ম্যারাথন লড়াইয়ে হারিয়ে অঘটন ঘটালেন তিনি। ইউএস ওপেনে প্রথমবার সেমিফাইনালে ওঠার পথে শেলটনের পক্ষে স্কোরলাইন ৬-৭ (৫/৭), ৬-১, ৬-৩, ১-৬, ৭-৬ (১০/৭)। শেষ চারে শেলটনের প্রতিপক্ষ আরেক মার্কিনি ফ্রান্সিস টিয়াফো।

কবজির চোট সারিয়ে সাড়ে চার মাস বাদে গ্র্যান্ড স্ল্যামে ফেরা আলকারাজকে প্রথম সেটে চেনা ছন্দেই পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় সেট থেকে ২৩ বছরের শেলটন বিস্ফোরক রূপ ধারণ করেন। চতুর্থ সেট জিতে আলকারাজ লড়াই ডিসাইডারে নিলেও পঞ্চম সেটে টাইব্রেকারে স্থানীয় সময় রাত ৩.৩৩ মিনিটে ম্যাচ বার করে নেন শেলটন। মন্ট্রিয়ল মাস্টার্স জিতে শেলটন এবারের ইউএস ওপেনে নেমেছেন।

শচীনের মুখে বেনের প্রশংসা

এদিন আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামে স্প্যানিশ তারকার সামনে আত্মবিশ্বাস ঝরে পড়ল শেলটনের র‍্যাকেট থেকে। বাঁহাতি শেলটনের বডি সার্ভ, দুরন্ত রিটার্ন, গ্রাউন্ড স্ট্রোক গতবারের চ্যাম্পিয়ন আলকারাজ নিজের ট্রেডমার্ক নেট প্লে, ড্রপ শট দিয়েও সামাল দিতে পারেননি। গ্র্যান্ড স্ল্যামে প্রথম আমেরিকান হিসেবে ১৪ বারের চেষ্টায় আলকারাজকে হারাতে সক্ষম হলেন শেলটন। র‍্যাংকিংয়ে প্রথম তিনে থাকা খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে গ্র্যান্ড স্ল্যামে শেলটনের এটাই প্রথম জয়। অবিশ্বাস্য কীর্তির পর শেলটন বলেছেন, 'অবিশ্বাস্য লাগছে। আমি মনে করি, নিউ ইয়র্ক বিশ্বের সেরা স্পোর্টস সিটি। এই স্টেডিয়াম বিশ্বের সেরা। টেনিস ইতিহাসের অন্যতম সেরা ম্যাচ খেললাম আমি।' শেলটনকে থামিয়ে দিয়ে তাঁর বাবা তথা কোচ ব্রায়ানের সংযোজন, 'আপনারা আনন্দ পাননি?'

শেলটনের প্রশংসা করেছেন শচীন তেন্ডুলকারও। এক্স হ্যান্ডলে তিনি লিখেছেন, 'কী দারুণ এক টেনিস ম্যাচ ছিল! যখনই মনে হচ্ছিল ওদের একজন ম্যাচটা জিতে নিচ্ছে, তখনই অন্যজন লড়াই করে ফিরে এসেছে। আর সবশেষে সিদ্ধান্ত হল একদম শেষের কয়েকটি পয়েন্টে। দারুণ খেলেছ, বেন শেলটন! আলকারাজের জন্য খাপার লাগছে। চোট কাটিয়ে এভাবে ফিরে এসে এমন ম্যাচ হারা সত্যিই খুব কঠিন।'

গ্র্যান্ড স্ল্যামে টানা ১৮ ম্যাচ জয়ের দৌড়ে ছেদ পড়ার পর হতাশ আলকারাজ বলেছেন, 'পঞ্চম সেটে ছন্দ ফিরে পাচ্ছিলাম। কিন্তু আজ আমি এক জন্তুর বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছিলাম। শেলটন অবিশ্বাস্য প্লেয়ার। প্রচণ্ড শক্তিশালী। প্রতিটি পরিস্থিতিতে অসাধারণ টেনিস খেলল। যোগ্য হিসেবে ও এই ম্যাচ জিতেছে।'

গ্র্যান্ড স্ল্যামে কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়াকে (ডানে) প্রথমবার হারিয়ে হুংকার বেন শেলটনের।

বন্যা এশিয়ান গেমসের কেন্দ্রে

নাগোয়া, ৯ সেপ্টেম্বর : এশিয়ান গেমস শুরু হতে বাকি মাত্র ১০ দিন। তার আগে বন্যার কবলে জাপানের আইচি প্রদেশের নাগোয়া শহর। যেখানে ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হতে চলেছে এশিয়ান গেমসের আসর। মঙ্গলবার অতিবৃষ্টিতে শহরের রাস্তাঘাট, বাড়ি এবং রেললাইন জলের তলায় চলে যায়। এবং গেমসের জন্য ইতিমধ্যেই শহরে পৌঁছে যাওয়া ৪০০ অ্যাথলিট এবং স্টাফ নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নিয়েছেন। তবে নাগোয়ার মেয়র ইচিরো হিরোশাওয়া বলেছেন, 'গেমসের কেন্দ্র নিয়ে আমরা ভাবছি না। সূচি অনুযায়ী গেমস আয়োজনে কোনও সমস্যা হবে না।'

এশিয়াডে যাওয়ার আগে আত্মবিশ্বাসী রাগবির মহিলারা

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর : ক্রিকেট-হকি-ফুটবলের মতো জনপ্রিয় খেলাগুলোতেই আগ্রহ থাকে বেশি। কিন্তু সুলতানপুরের শিখা যাদব, শিলিগুড়ির সন্ধ্যা রাই, এঁরা হাঁটলেন অন্য পথে। বেছে নিলেন রাগবির মতো কম জনপ্রিয় খেলা। আর কে বলতে পারে, এঁদেরই হাত ধরে এবারের এশিয়ান গেমসে নতুন একটা পদক আসবে না!

আগে ওডিশার কিট অ্যাকাডেমিতে, আর গত দুই বছর ধরে কলকাতা সাইতে অনুশীলন করেন রাগবি সেভেনের মহিলা দলের সদস্যরা। সত্যিই কতজন জানেন এই খবর? এদেশে তেমন জনপ্রিয় নয় খেলাটা। কেউ খবর রাখুন বা নাই রাখুন, শিখা, দুমিনি মারান্ডি, কল্যাণী পাতিল, সন্ধ্যার মতো বিভিন্ন রাজ্যের প্রান্তিক জেলা থেকে উঠে আসা মেয়েরা চেষ্টা করে চলেছেন দেশকে অত্যন্ত কম জনপ্রিয় একটা খেলায় আন্তর্জাতিক সাফল্য এনে দিতে। এই খেলায় কীভাবে এলেন জানতে চাইলে শিখা বললেন, 'আমি স্কুলে সব খেলতাম। ভলিবল, বাস্কেটবল, অ্যাথলেটিক্সের পাশাপাশি সেখানেই রাগবিও খেলা হত। সেখানে হঠাৎই আমাকে একজন রাগবিতে মনোযোগ দিতে বলে। ক্লাস সিক্স থেকে তারপর রাগবিতেই আছি।' সন্ধ্যা চা বাগানের এক শ্রমিকের মেয়ে। হাসিখুশি, ছটফটে। খেলো রাগবিতে তাঁকে আবিষ্কার করে জঙ্গল ক্রো নামের একটি অপেশাদার দল। তিনি ভারতের একমাত্র মহিলা খেলোয়াড় হিসাবে এশিয়ার ৩২ জন 'আনস্টপেবল' খেলোয়াড়ের মধ্যে চলে আসেন। যা তাঁর মতো জায়গা থেকে উঠে আসা মানুষের বোঝাতে পেরেছে নিজের লক্ষ্যে স্থির থাকতে পারলে রাগবির মতো কম জনপ্রিয় খেলাতেও সাফল্য আসা সম্ভব।

প্রাথমিক দলে শিলিগুড়ির সন্ধ্যা

১৯ সেপ্টেম্বর থেকে জাপানের আইচি-নাগোয়ায় শুরু হচ্ছে এবারের এশিয়াড। আর হ্যাংঝাউয়ের মতোই এবারও ১৩ সদস্যের মহিলা রাগবি দল যাবে পদক জয়ের উদ্দেশ্যে। এবার আরও ভালো কিছুর আশা করছেন কিনা জানতে চাইলে কোচ টেরেন্স জোসেফ বুধবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, 'এশিয়াড বিরাট মঞ্চ। আমরা ধারাবাহিকতার দিকে খেয়াল রাখছি। নিজেদের পরিকল্পনা কীভাবে কার্যকর করতে পারি তার উপর অনেককিছু নির্ভর করছে।' দলের অধিনায়ক শিখা বলেছেন, 'আমরা এখনই বিরাট বড় কিছু ভেবে চাপ নিচ্ছি না। বরং নিজেদের শেষমুহূর্তের প্রস্তুতি এবং এশিয়াডের মতো বড় মঞ্চে অংশগ্রহণই এখন আমাদের কাছে আপাতত মূল উদ্দেশ্য। এশিয়ান রাগবি সেভেনের ফর্ম ধরে রাখতে চাই।' এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে এছাড়াও ছিলেন সাই পূর্বাঞ্চলের ডিরেক্টর শিবানন্দ মিশ্র। আপাতত নিজেদের টেকনিকাল বিষয়গুলি শেষমুহূর্তে ঝালিয়ে নেওয়ায় ব্যস্ত থাকলেও কিছুদিন আগে থাইল্যান্ড ও শ্রীলঙ্কায় গিয়ে কিছু ম্যাচ খেলে এসেছেন শিখারা। সম্প্রতি আরব আমিরশাহিকে হারানোও বড় সাফল্য তাঁদের। এশিয়ান গেমসে পদক আনতে পারলে হয়তো এবার সত্যিকারের প্রচারের আলোয় আসতে পারবেন তাঁরা।

অনুশীলন শুরুর আগে ফোটোসেশনে ভারতীয় মহিলা রাগবি দল। -ডি মণ্ডল

আজ চ্যাম্পিয়নশিপ অভিযানে বাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর : বুধবার কলকাতা লিগে চ্যাম্পিয়নশিপ রাউন্ডে প্রথম ম্যাচ খেলতে নামছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। প্রতিপক্ষ কোল ইন্ডিয়া স্পোর্টস প্রোমোশন অ্যাসোসিয়েশন।

ডার্বিতে সিনিয়ারদের খেলিয়েও লাল-হলুদের জুনিয়ার দলের কাছে আটকে গিয়ে ঘরে-বাইরে সমালোচনায় বিদ্ধ মোহনবাগান।

কলকাতা লিগে আজ

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বনাম কোল ইন্ডিয়া স্পোর্টস

সময় : দুপুর ৩টা, **স্থান** : কলকাতা
সম্প্রচার : নম্বর ১০ স্পোর্টস অ্যাপ

সাহাল আব্দুল সামাদ-মনবীর সিংদের খেলানোর যৌক্তিকতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। তারপরেও সিনিয়ার খেলানোর নীতি থেকে বিন্দুমাত্র সরছে না তারা। সামনেই আইএফএ শিল্ডও রয়েছে। তারপর আইএসএল রয়েছে। তাই মনবীরদের ম্যাচ ফিট করাতে ও লিগ জিতে ডুরান্ড কাপের ব্যর্থতার ক্ষতে প্রলেপ দিতেই এই সিদ্ধান্ত। প্রতিপক্ষ কোল ইন্ডিয়া গ্রুপ 'বি'-তে ২২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ছিল। দলে আজহারউদ্দিন মল্লিক, রানা ঘরামির মতো বাগানের প্রাক্তনীরা রয়েছেন। ফলে ম্যাচটা বেশ কঠিন মোহনবাগানের কাছে।

কোল ইন্ডিয়া ম্যাচের প্রস্তুতিতে সুহেল আহমেদ বাট। বুধবার।

এই ম্যাচে প্রথম একাদশে বেশ কয়েকটি পরিবর্তন হতে চলেছে। গোলে দীপ্রভাত ঘোষ নিশ্চিত। সেন্ট্রাল ডিফেন্সে রাহুল ভেকের পাশে শুভাশিস বসু শুরু করতে পারেন। দুই সাইডব্যাকে রাজ বাসফোর ও রবিলাল মান্ডিকে খেলানোর ভাবনা। মাঝমাঠে সন্দীপ মালিকের সঙ্গে দীপক টাংরি জুটি বাঁধবেন। দুই প্রান্তে কিয়ান নাসিরি ও লিস্টন কোলাসো শুরু করতে পারেন। আপফ্রন্টে সাহাল-মনবীর জুটি।

এদিকে বুধবার ইস্টবেঙ্গল বনাম ইউনাইটেড স্পোর্টস ম্যাচটি পিছিয়ে বৃহস্পতিবার দেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে ১৩ তারিখ মোহনবাগান-ইউনাইটেড স্পোর্টস ম্যাচটি পরেরদিন হবে বলেই জানিয়েছে আইএফএ। চ্যাম্পিয়নশিপ রাউন্ডে খেলতে নামার আগে কালীঘাট থেকে অর্ঘ্য সরকার ও কাস্টমস থেকে বাতাস মুর্মুকে দলে নিয়েছে ইস্টবেঙ্গল।

দুরন্ত রাফিনহা, তাণ্ডব বার্সার

গোলের পর চেনা সেলিব্রেশন বার্সেলোনার রাফিনহার। বুধবার রাতে ফেনুর্দের বিরুদ্ধে। ছবি : এএফপি

মাদ্রিদ ও লিসবন, ৯ সেপ্টেম্বর : লা লিগায় ৪ ম্যাচে ১৭ গোল করে দুরন্ত ফর্মে রয়েছে বার্সেলোনা। বুধবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগেও একই মেজাজে শুরু করল কাতালান জায়েন্টরা। ঘরের মাঠে দুর্বল ফেনুর্দকে ৫-১ গোলে উড়িয়ে দিল বার্সা। দলের ফাইভস্টার জয়ে দুরন্ত ছন্দে পাওয়া গেল রাফিনহাকেও। ন্যু ক্যাম্পে ৩ মিনিটে রাফিনহা খাতা খোলেন। ৫৭ মিনিটে তাঁর দ্বিতীয় গোল আসে। মাঝে ২২ মিনিটে করিম আদেইমি স্কোরশিটে নাম তোলেন। এরপর ৭৭ মিনিটে ডাইরেক্ট ফ্রি কিক থেকে লামিনে ইয়ামালের গোলটা ম্যাচের সেরা। ৮৫ মিনিটে গোল পেয়ে যান বার্সেলোনার নতুন স্ট্রাইকার গ্যাব্রিয়েল জেসুস। ৮২ মিনিটে ফেনুর্দ একটি গোল ফেরালেও বার্সার জিততে অসুবিধা হয়নি।

এদিকে, জয় দিয়েই চ্যাম্পিয়ন্স লিগ অভিযান শুরু রিয়াল মাদ্রিদের। ঘরের মাঠে প্রথম ম্যাচে ইন্টার মিলানকে তারা ২-১ গোলে হারাল। এদিন হোসে মোরিনহোর ছেলেরা কিছুটা গুটিয়ে ছিল। ইন্টারের দাপট ছিল বেশি। রিয়াল মাদ্রিদ তারপরেও ৩ পয়েন্ট

জিতে শুরু ম্যান সিটি, রিয়ালের

পেল গোলকিপার থিবো কুর্তোয়ার সৌজন্যে। গোটা ম্যাচে সাতটি সেভ করেন তিনি। ১৪ মিনিটে রিয়াল প্রথম গোলের দেখা পায়। ব্রাহিম দিয়াজের পাস থেকে ফিনিশ করেন কিলিয়ান এমবাপে। ২৩ মিনিটে ফেডরিকো ভালভের্দে ইন্টার গোলকিপার জোসেফ মার্টিনেজের পা থেকে বল কেড়ে দ্বিতীয় গোলটি করেন। ৭৭ মিনিটে ইন্টারের হয়ে একমাত্র গোলটি করেন কার্লোস অগাস্টো।

জয় পেয়েছে ম্যাঞ্চেস্টার সিটিও। তারা পোর্তোকে ২-০ গোলে হারিয়েছে। পেপ গুয়ার্দিওলা সরে যাওয়ার পর সিটির দায়িত্বে এনজো মারেস্কা। ইপিএলে প্রথম তিন ম্যাচেই জয় পেয়েছে তারা। সেই ছন্দ ধরে রেখে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচে সিটির হয়ে দুইটি গোলই করেন আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড। ৪৭ মিনিটে নরওয়ে তারকা প্রথম গোলটি করেন। ম্যাচের সংযোজিত সময়ে ব্যবধান বাড়ান তিনি। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের অন্য ম্যাচে বরুসিয়া ডর্টমুন্ড ৩-২ গোলে হারিয়েছে ভিয়ারিয়ালকে।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আজ

ফেনেরবাখ বনাম **এএস রোমা**
পিএসভি আইন্দহোভেন বনাম **শাখতার দোনেস্ক**
সময় : রাত ১০.১৫ মিনিট

বায়ার্ন মিউনিখ বনাম **বোডো/গ্লিমট**
স্লাভিয়া প্রাহা বনাম **লেন্স**
কোমো বনাম **আরবি লিপজিগ**
ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড বনাম **সাবাহ**
সময় : রাত ১২.৩০ মিনিট

সম্প্রচার : সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক

ফলাফল

বার্সেলোনা ৫-১ ফেনুর্দ
স্টুটগার্ট ৩-১ ভাইকিং এফকে
রিয়াল মাদ্রিদ ২-১ ইন্টার মিলান
পোর্তো ০-২ ম্যাঞ্চেস্টার সিটি
ক্লাব ব্রাগ ২-৩ অ্যাস্টন ভিলা
এইকে ১-০ এলএএসকে
বরুসিয়া ডর্টমুন্ড ৩-২ ভিয়ারিয়াল
লিলে ২-৩ রিয়াল বেতিস

গোলের আনন্দে ফেডেরিকো ভালভের্দের কোলে উঠে পড়লেন কিলিয়ান এমবাপে। ছবি : এএফপি

ভারতের নিউজিল্যান্ড সফর

দুই সপ্তাহে শেষ ৫০ হাজার টিকিট!

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর : অপেক্ষা আর মাত্র কয়েকদিনের। তারপরই আগামী মাসে নিউজিল্যান্ড সিরিজে রওনা হয়ে যাবে টিম ইন্ডিয়া। পাঁচ টি২০, পাঁচটি একদিনের ম্যাচ ও দুইটি টেস্টের দীর্ঘ সিরিজ নিয়ে ইতিমধ্যেই ব্ল্যাক ক্যাপসদের দেশে প্রবল আগ্রহ তৈরি হয়েছে। আজ ক্রিকেট নিউজিল্যান্ডের তরফে সরকারিভাবে প্রেস বিবৃতি জারি করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, শেষ দুই সপ্তাহে ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড সিরিজের প্রায় ৫০ হাজার টিকিট বিক্রি হয়ে গিয়েছে। সিরিজের শেষের দিকে থাকা টেস্ট ও একদিনের সিরিজের শেষ কয়েকটি ম্যাচের টিকিট এখনও বিক্রির জন্য অনলাইনে দেওয়া হয়নি। ক্রিকেট নিউজিল্যান্ডের কর্তারা আশাবাদী, অনলাইনে বাকি থাকা ম্যাচের টিকিটগুলি ছাড়া হলে দ্রুত সেগুলিও বিক্রি হয়ে যাবে। উল্লেখ্য, ছয় বছর পর নিউজিল্যান্ড সফরে যাচ্ছে টিম ইন্ডিয়া।

কাউন্টি পিচ বিতর্কে বলিউড!

লেস্টারশায়ারের এই পিচ নিয়েই তৈরি হয়েছে বিতর্ক।

লন্ডন, ৯ সেপ্টেম্বর : কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপে লেস্টারশায়ার-গ্লামারগনের ম্যাচের পিচ বিতর্কে নাম জড়াল বলিউডের! ম্যাচের আয়োজক লেস্টারশায়ারের বিরুদ্ধে অনৈতিক সুবিধা নিতে খারাপ পিচ তৈরির অভিযোগ। ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড ইতিমধ্যেই তদন্ত কমিটি গড়েছে। অভিযোগ নিয়ে সাফাই দিতে গিয়ে বলিউড-যোগের কথা লেস্টারশায়ারের কোচের মুখে। তিনি দাবি করেছেন, গত কয়েকদিন ধরে বলিউড বায়োপিকের শুটিং হয়েছে মাঠে। পিচ প্রস্তুতিতে প্রভাব পড়েছে। অতিরিক্ত শুকিয়ে যায় বাইশ গজ। বিতর্কে বলিউডের নাম জড়ালেও শুটিংয়ের প্রোডাকশন টিম বা বায়োপিকের নাম প্রকাশ্যে আনেনি লেস্টারশায়ার কর্তৃপক্ষ।

বিদেশি স্ট্রাইকার নিয়ে সমস্যায় ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর : এএফসি এশিয়ান কাপ টু-এর গ্রুপ পর্যায়ে কি ইস্টবেঙ্গল শেষপর্যন্ত কোনও বিদেশি স্ট্রাইকার খেলাতে পারবে? বলা মুশকিল। আবুবকর কামারার সঙ্গে কথাবার্তা শেষপর্যন্ত ভেস্তে গিয়েছে বলে খবর। এখনও এফিয়ং সুঙ্গুসির ভিসা সমস্যা মিটেছে কিনা তার কোনও খবর নেই। নাইজেরীয়দের এখন এদেশে ভিসা পেতে সমস্যা হয়। এই কথা এখন সবার জানা। ফলে এফিয়ং শেষপর্যন্ত আদৌ আসতে পারবেন কিনা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে তা নিয়েই। ১৬ সেপ্টেম্বর আল হুসেইনের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ জর্ডনে গিয়ে খেলতে হবে ইস্টবেঙ্গলকে। তার আগে সুঙ্গুসিকে নিয়ে আসার সম্ভাবনা এই মুহূর্তের পরিস্থিতিতে খুবই ক্ষীণ বলে মনে করা হচ্ছে। কথাবার্তা পাকা করে অন্য কোনও স্ট্রাইকারকেও এখনই নিয়ে আসা সম্ভব নয়। বিনা বিদেশি স্ট্রাইকারে আল হুসেইন ম্যাচ খেলা কঠিন হবে ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে। তবে আকে আনার্ডিদ লোব নাকি আগামী ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই ভিসা পেতে পারেন। তা না হলে আন্তোনিও লোপেজ হাবাসকে আপাতত ঘুঁটি সাজাতে হবে ভারতীয়দের দিয়েই। একই সমস্যায় মহিলা দল নিয়েও। তাদের ফাজিলা ইকওয়াপুট এবং রেস্টি নানজিরিকেও এখনও আনা সম্ভব হয়নি। এখন দেখার কীভাবে এই সমস্যার সামাধান করেন ইস্টবেঙ্গল কর্তারা।

রানার্স বাংলা

কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর : অনূর্ধ্ব-১৬ ডাঃ বিসি রায় ট্রফিতে রানার্স হল বাংলা। ফাইনালে তারা ১-৩ গোলে হারল মণিপুরের কাছে। চ্যাম্পিয়ন দলের হয়ে গোল করেন জোগেশ সিং, জেনসন মিতেই ও মুসকান। বাংলার হয়ে একমাত্র গোল দেবরাজ দাসের।

হোয়াইটওয়াশ দেখছেন আক্রাম

ব্যাটিং ভরাডুবি নিউ লুক পাকিস্তানের

বার্মিংহাম, ৯ সেপ্টেম্বর : স্কোয়াডে থাকা সাতজন ক্রিকেটারকে ফিরিয়ে আনা, কোচ ও নির্বাচক কমিটিকে ছাঁটাই- চলতি ইংল্যান্ড সফরের মাঝে চরম ডামাডোল পাকিস্তান ক্রিকেটে। ফাঁস আলগা করতে নতুনদের উপর ভরসা রেখেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। কিন্তু সেই 'নিউ লুক' পাকিস্তান দলও বুধবার ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় টেস্টের প্রথমদিন মুখ থুবড়ে পড়ল। জোশুয়া টাঙ্গ (৪২/৪), অলি রবিনসন (১৫/৩) ও জোফ্রা আর্চার (২৫/৩)-ইংরেজ পেস ত্রয়ীর সাঁড়াশি চাপে প্রথম ইনিংসে ১৩৩ রানে গুটিয়ে গেল বাবর আজম ব্রিগেড। প্রথম দিনের শেষে ইংল্যান্ডের স্কোর ১৫৬/৪। ক্রিজে হ্যারি ব্রুক (৫২) ও ড্যান লরেন্স (৫)। ৬০ রানে আউট হয়েছেন এমিলিও গে। ইংল্যান্ডের লিড ২৩ রানের।

টস করতে নেমে স্টিভ ওয়াকে (১৬৮) টপকে সর্বাধিক টেস্ট খেলার তালিকায় তিন নম্বরে উঠে এসেছেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক জো রুট (১৬৯)। সামনে শুধু শচীন তেন্ডুলকার (২০০) ও জেমস অ্যান্ডারসন (১৮৮)। তবে রুট (৮) ব্যাট হাতে সুবিধা করতে পারেননি। এদিন পাকিস্তানের জার্সিতে উইকেটকিপার-ব্যাটার গাজি ঘোরি এবং দুই পেসার মহম্মদ ইমরান ও রাজাউল্লাহর টেস্ট অভিষেক হয়। ওপেনিংয়ে আজান আওয়াইস নতুন পার্টনার হিসেবে পান সাইম আয়ুবকে। কিন্তু টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে আজান (৯) ও সাইম (০) ৬ ওভারের মধ্যে সাজঘরে ফেরেন। রবিনসন ও আর্চারের ওপেনিং স্পেলে পাকিস্তান ৪৮/৫ হয়ে গিয়েছিল। ব্যর্থ হন অধিনায়ক বাবরও (৭)। সতীর্থদের ভরাডুবির মাঝে সাউদ শাকিল (৪৩) কিছুটা প্রতিরোধ না গড়লে পাকিস্তান একশো পেরোত কি না, সন্দেহ আছে। ব্যাটিং ব্যর্থতার সঙ্গে নিন্দুকদের কটাক্ষও জুটেছে বাবরদের। নেটিজেনরা বলছেন, 'গত বছর ইংল্যান্ড সিরিজে শুভমান গিল একাই ৭৫৪ রান করেছিল। এবার পাকিস্তানের গোটা দল এখনও সেই রানটাও করতে পারেনি।'

৭ রানে আউট হলেন বাবর আজম।

এদিকে, ২-০ ব্যবধানে সিরিজ হেরে থাকা বাবররা হোয়াইটওয়াশ হবেন, এমনটাই মত পাকিস্তানের প্রাক্তন তারকা ওয়াসিম আক্রামের। বলেছেন, 'সিরিজ শুরুর আগে থেকেই জানি, পাকিস্তান ৩-০ ব্যবধানে হারবে। আমাদের ব্যাটাররা ফর্মে নেই, বোলারদের পারফরমেন্স খারাপ, ফিল্ডিংয়ের কথা না বলাই ভালো। কথায় বলে, এক হাতে তালি বাজে না। বোর্ডের পাশাপাশি কিছু ক্রিকেটারের মানসিকতাও দলের শোচনীয় অবস্থার জন্য দায়ী। আমাকে অনেকেই প্রশ্ন করেন, আপনি কোনওভাবে পাকিস্তান ক্রিকেটকে সাহায্য করতে পারেন না? দুঃখের বিষয়, পাকিস্তান ক্রিকেট এতটাই তলানিতে পৌঁছে গিয়েছে সেখান থেকে আমার একার পক্ষে বার করে আনা সম্ভব নয়।'

কলকাতায় আসছেন ভিনি, রাফিনহা

ব্রাসিলিয়া, ৯ সেপ্টেম্বর : ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রীতি ম্যাচের জন্য দল ঘোষণা করলেন ব্রাজিলের কোচ কার্লো আন্সেলোত্তি। ২৬ জনের দলে রয়েছেন রিয়াল মাদ্রিদের ভিনিসিয়াস জুনিয়ার, বার্সেলোনার রাফিনহা। সিনিয়ারদের মধ্যে রয়েছেন প্যারিস সাঁ জাঁ-র মার্কুইনোস, সম্প্রতি আর্সেনালে যোগ দেওয়া ব্রুনো গুইমারেস। এছাড়াও তারকা খচিত দলে জায়গা পেয়েছেন তরুণ এন্ড্রিক, এস্তেভাও এবং জোয়াও পেড্রোরা। তবে ২০২৬ বিশ্বকাপ দলে থাকা দুই গোলকিপার অ্যালিসন বেকার এবং এডেরসনকে রাখেননি আন্সেলোত্তি। জায়গা হয়নি ক্যাসেমিরোরও।

ব্রাজিল স্কোয়াড : হুগো সৌজা, পেড্রো মোরিস্কো, ওটাভিও, আর্থার দিয়াজ, ডাগলাস স্যান্তোস, গ্যাব্রিয়েল মাগালহায়েস, জাইর কুনহা, মার্কুইনোস, মাতেউজিনহো, মৌরো জুনিয়ার, ভিটর রেইস, ওয়েসলি, আন্দ্রে স্যান্তোস, ব্রেনো, ব্রুনো গুইমারেস, ডানিলো, ডাগলাস লুইজ, গ্যাব্রিয়েল, বোনতেম্পো, এন্ড্রিক, এস্তেভাও, জোয়াও পেড্রো, রাফিনহা, রায়ান, স্যামুয়েল লিনো ও ভিনিসিয়াস জুনিয়ার।

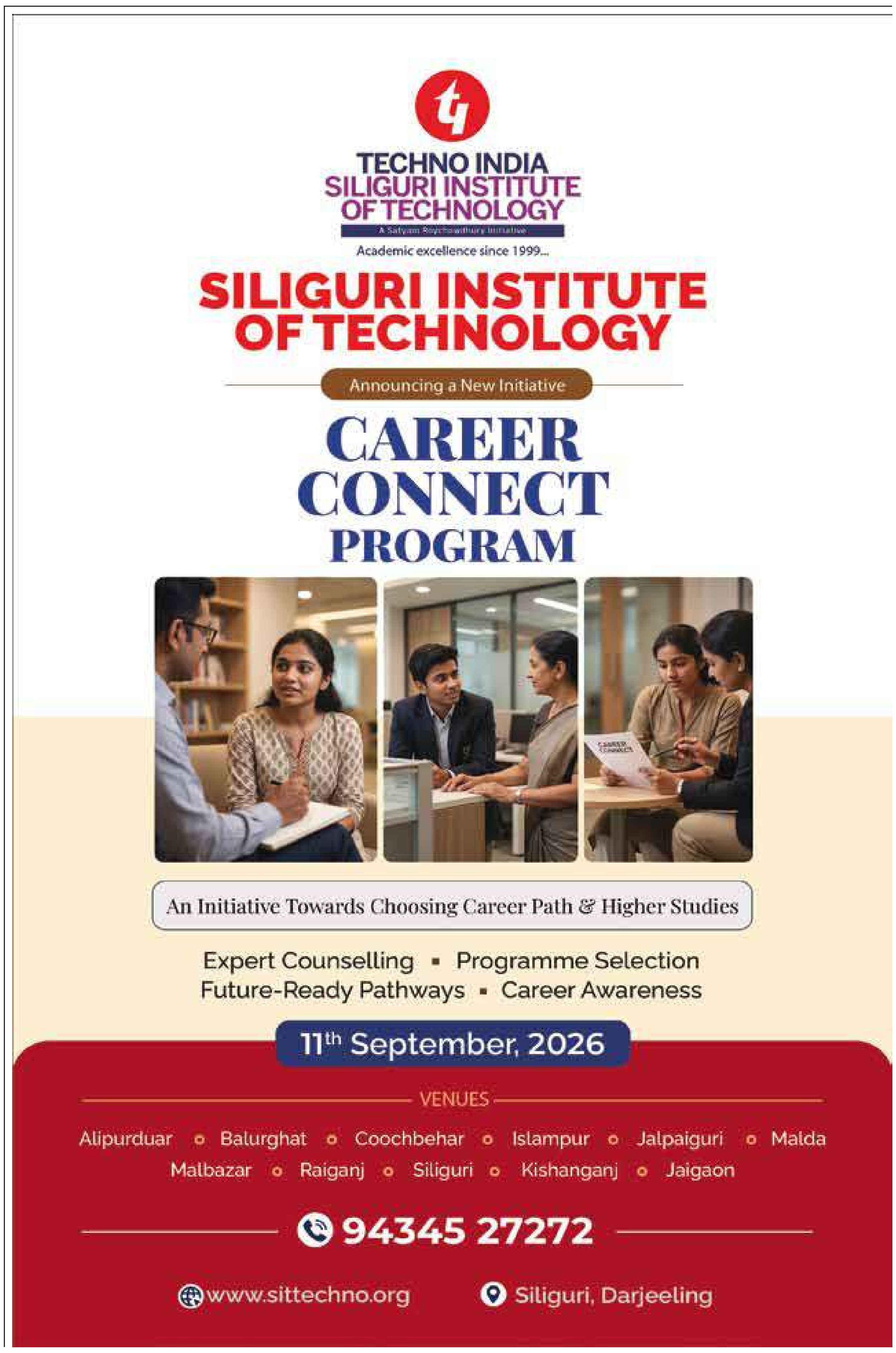

শংসাপত্র হাতে কাকলি সিংহ।

কোচেস কোচিংয়ে পাশ কাকলি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৯ সেপ্টেম্বর : বিসিসিআইয়ের লেভেল ওয়ান কোচেস কোচিং পাশ করলেন শিলিগুড়ির কাকলি সিংহ। তিনি দীর্ঘদিন ধরে জেলা মহিলা ক্রিকেট দলের সদস্য। এই বছরও মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের মহিলা ক্রিকেট লিগে সই করেছেন। লেভেল ওয়ান কোচেস কোচিংয়ে পাশ করায় কাকলিকে পরিষদের তরফে অভিনন্দন জানানো হয়েছে।

উত্তরের খেলা

চ্যাম্পিয়ন রয়্যাল

চোপড়া, ৯ সেপ্টেম্বর : ইসলামপুর পুলিশ জেলার উদ্যোগে এবং চোপড়া থানার পরিচালনায় ১২ দলীয় সীমান্ত ঐক্য কাপ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল চোপড়া রয়্যাল স্পোর্টিং ক্লাব। বুধবার কামারগছ মাঠে প্রতিযোগিতার ফাইনালে রয়্যাল টাইব্রেকারে ৪-২ গোলে হারিয়েছে দাসপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবকে। নির্ধারিত সময়ের স্কোর ছিল ১-১। গোল করেন রুহুল আমিন ও রতন ওরাওঁ।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার হাতে সোনু বর্মন।

সেমিফাইনালে এসএফএ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৯ সেপ্টেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সহযোগিতায় শিলিগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমি আয়োজিত শান্তিপ্রিয় গুহ ট্রফি আন্তঃ কোচিং ক্যাম্প ফুটবলে সেমিফাইনালে উঠল শিলিগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমি (এসএফএ)। বুধবার তারা ১-০ গোলে বাপি স্মৃতি ফুটবল কোচিং সেন্টারকে হারিয়েছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে ৪৩ মিনিটে সোনু বর্মনের গোল এসএফএ-কে জয় এনে দেয়। ম্যাচের সেরা সোনু। বৃহস্পতিবার প্রথম সেমিফাইনালে খেলবে উইনার্স ফুটবল কোচিং সেন্টার ও হিডেন ফুটবল অ্যাকাডেমি।

ফাইনালে কুকুরজান

রাজগঞ্জ, ৯ সেপ্টেম্বর : সিআইএলের পরিচালনায় এবং জমিদারপাড়া জনপ্রিয় কোচিং সেন্টারের সহযোগিতায় জলপাইগুড়ি জোনের ১৬ দলীয় ফুটবলে ফাইনালে উঠল কুকুরজান একাদশ। বুধবার প্রথম সেমিফাইনালে তারা সাডেন ডেথে ৮-৭ গোলে জনপ্রিয়কে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে গোলশূন্য ছিল। ম্যাচের সেরা সুব্রত রায়।